

শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ চরিতামৃত

শ্রী শ্রী বাসাবতার মহাবীর

শ্রীল বৃন্দাবনদাস-চাকুর-বিরচিত

আদি, মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড

বড় ১৬ নিত্যানন্দ দাস গ্রন্থালয়
১৮৩নং কালানু যারু সে তানন্দ সঙ্কলন

হাওড়া, বামকলপুৰানবাসী

শ্রী হরিচরণ মল্লিক দ্বারা প্রকাশিত

কালকাতা

৮ নং জ্যোৎস্না নং ১০৮৮ টা বই প্রিন্টে ওয়াবেস বস্ত্রে

শ্রীমন্দলো দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

মূল্য ১২ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানিত্যানন্দবংশাধিপতি শ্রীশ্রীমনিষ্য

উৎসর্গ

কলিপাবনার্ভতার শ্রীশ্রীমনিষ্যানন্দবংশাধিপতি শ্রীশ্রীমনিষ্য

পরমারাধ্য পরমপূজণীয় পূজাপাদ

শ্রীল শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রবিদ্যারত্ন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য

প্রভুজীউর শ্রীচরণসরসীরূহরাজেশু ।

গুরুদেব !

কলিযুগের 'বেদব্যাস' শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীলবৃন্দাবনদাস-
ঠাকুর বিরচিত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতগ্রন্থ" আপনার কৃপাতেই
আপনার দাসভক্তের দ্বারা এতদিনে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত
হইল ।

এই গ্রন্থগত রসবোধে আপনিই প্রবীণ, গৌরপ্রেমার্ণবে সতত মগ্ন,
পতিতেরে বড় স্নেহ এবং মাদৃশ পাতকীজনে সর্বদা এই উপদেশ দিয়া
থাকেন—

"ভজ সবে শ্রীগৌরাজ,

কহ সবে শ্রীগৌরাজ,

লহ সবে শ্রীগৌরাজের নাম ।

গৌর বিনা গতি নাই,

দূঢ় করি ভজ তাই,

জপ জপ ইহা অবিরাম ॥"

সেইহেতু, আপনার শ্রীকরকমলে ইহা ভক্তিভাবে প্রদত্ত হইল, সাদর-
গ্রহণেই দাস কৃত-কৃতার্থ হইবে ।

ভবদীয়

সেবকানুসেবক দাসভক্ত

শ্রীহরিচরণ মল্লিক ।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দমুরো জয়তিতমাম্ ।

প্রকাশকের নিবেদন ।



এই উপাদেয় বৈষ্ণবগ্রন্থে কলিযুগের ‘বেদব্যাস’ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা শ্রীল রূপাবনদাস ঠাকুর বিরচিত কলিপাবনা-বতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইল ।

“বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

চৈতন্য জানান্ যাবে সে জানিতে পারে ॥” চৈঃ ভাঃ

ইহা যে বৈষ্ণবমণ্ডলীর আদরণীয় হইবে তাহা বলা বাহুল্য কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশ আছে যে—

“কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।

চৈতন্যলীলার ব্যাস রূপাবনদাস ॥

মনুষ্যে রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য ।

রূপাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥”

আর ও ‘কবিকর্ণপুর’ গৌরগণোদ্দেশে বর্ণন করিয়াছেন,—

“বেদব্যাসো য এবাসীদাসরূপাবনোহধুনা ।

সগা যঃ কুস্তমাপীড়ঃ কার্যাতত্ত্বং সমাশিশং ॥”

যিনি দ্বাপরে বেদব্যাস ছিলেন, তিনি এক্ষণে কলিতে ‘দাস রূপাবন’ হইয়া অবতীর্ণ হন । আবার যিনি ব্রজের কুস্তমাপীড় কৃষ্ণসখা, তিনি কার্যাবশত রূপাবনদাস ঠাকুরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন ।

এতাবৎ ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত না হওয়ায় আমার
পরমাত্মীয় ভাগবতোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল পাইন উকীল
মহাশয়ের উৎসাহে ইহার সঙ্কলণ ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাঠোপযোগী
করিয়া মুদ্রিত হইল ।

পরিশেষে প্রিয় বৈষ্ণবমণ্ডলী সমীপে সান্ন্যস্ত প্রার্থনা যে, এই
গ্রন্থ পাঠে যদি তাঁহাদের কথঞ্চিৎ আনন্দ উপলব্ধি হয় তাহা হইলেই
শ্রম ও ব্যয় সফল জ্ঞান করিব । ইতি—

হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর, ।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল । }

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নমঃ ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

সূচী

বিষয় ।

॥শ্রীনিত্যানন্দার্যকম্ ।

পৃষ্ঠা ।

আদিখণ্ড ।

মঙ্গলাচরণ ।	১
নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা	৪
নিত্যানন্দপ্রভুরতীর্থাদিব্রমণ	১১
নিত্যানন্দপ্রভুর মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলন	১৭

মধ্যখণ্ড ।

মঙ্গলাচরণ ।

নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গমহাপ্রভু-সন্মিলন	২৩
নিত্যানন্দপ্রভুর ব্যাসপূজা	৩৫
নিত্যানন্দপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন ও স্তব	৪২
শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতিরপরীক্ষা ও শচীমাতার অপূর্ব স্বপ্ন	৪৯
বৃন্দাস্ত	৫৩
নিত্যানন্দপ্রভুর-নিমন্ত্রণ ও মহাপ্রভু-সহিত-ভোজন	৫৩

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে অপূর্বলীলা ও শচীমাতায় ছলনা	৫৬
মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন	৬২
জগাই, মাধাই উদ্ধার	৬৭
শ্রীশ্রীনিতাই-ধোঁরযুগল স্তোত্র	৮৩
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দস্তোত্র	৮৬
নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত, মহাপ্রভুর সন্মাস গ্রহণের যুক্তি	৯৩

অন্ত্যখণ্ড ।

মঙ্গলাচরণ ।

মহাপ্রভুর ভক্তগণমিলন	৯৬
মহাপ্রভুর-দণ্ড-ভঙ্গ	১০২
নিত্যানন্দপ্রভুর-সপরিকরে সার্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন	১০৭
নিত্যানন্দপ্রভুরসপরিকরে-গোড়েগমন ও রাঘবগৃহে অভিষেক	১১২
নিত্যানন্দপ্রভুর-অলঙ্কারধারণ ও গদাধর-মিলন	১২০
শ্রীমদুদ্ধারদত্ত ও শ্রীঅদৈতপ্রভুমিলন	১২৬
শ্রীশচীমাতা মিলন ও চৌরদস্যরউদ্ধার	১৩২
নিতাইচরিতে সন্দেহ এবং মহাপ্রভুকর্তৃকভঞ্জন	১৪৫
নীলাচলে মহাপ্রভু-সন্মিলন	১৫৫
নিত্যানন্দপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও গদাধরগৃহে-ভোজন	১৬২
নিত্যানন্দপ্রভুর গোড়ে রাঘব-গৃহে-গমন	১৬৭
নিত্যানন্দপ্রভুর-বিবাহ	১৭২
বারচন্দ্রপ্রভুরজন্ম ও নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব	১৮৩

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ ।

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিঃ স্ফুরদমলকান্তিঃ গজগতিঃ,
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং ।
সদাঘূর্ণনৈত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদ্ং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

রসানামাগারং সজ্জনগণসৰ্ব্বস্বমতুলং,
তদীয়ৈকপ্রাণপ্রতিমবসুধাজাহ্নুবিপতিং ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিচ্ছং স্তম্ভময়ং,
কলৌ মজ্জজঙ্ঘীবোদ্ধারণকরণোদামকরুণং ।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগৰ্বেষামতিহরং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বনিমনিশং,
ততো বঃ সংসারাস্থিতরগদায়ো ময়ি ভবেৎ ।
ইদং বাহুশ্ফোটৈঃ রটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

অয়ে ভ্রাতৰ্ণুণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা,
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।
ব্রজন্তি ত্বামিথং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো,
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

বলাং সংসারান্তোনিধিহরণকুন্তোদ্রবমহো,
 সতাং শ্রেয়ঃসিদ্ধূন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতং ।
 খলশ্রেণীক্ষুর্জ্জভিমিরহঁরসূর্য্যপ্রভমহং,
 ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি,
 ক্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণং ।
 প্রকুর্ষন্তং সন্তং সক্রুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্,
 ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

স্ববিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজং কোমলতরং,
 মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দ হৃদয়ং ।
 ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ গদয়ন্তং পুরজনান্,
 ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

রসানামাধারং রসিকবরসদ্বৈষ্ণবধনং,
 রসাগারং সারং পতিতততিতারং শ্রবণতঃ ।
 পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য,—
 -স্তদজ্জিহ্বদাজং স্ফুরতি নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীলব্ধাবনদাসঠাকুর বিরচিতং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাষ্টৈতচ্ছ্রায়ন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

আদিখণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

মঙ্গলাচরণ ।

আজানুলম্বিতভূজো কনকাবদার্তো
সঙ্কীৰ্ত্তনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষো ।
বিশ্বস্তরো দ্বিজবরো যুগধৰ্ম্মপালো
বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণাবতারো ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্ত শ্লোকঃ ।

অবতীর্ণো স্বকারুণ্যো পরিচ্ছিন্নো সদীশ্বরো ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দো হ্যে ভ্রাতরো ভজে ॥
স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ।
বরজানুবিলাম্বিষড়্ ভূজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ভকঃ ।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা ।
জয়তি জয়তি ভূতাস্তস্য বিশেষমূর্ত্তে—
জয়তি জয়তি নৃত্যাং তস্য সর্বপ্রিয়াণাম্ ॥

আদ্যো শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে ।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥
তবে বন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর ।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বস্তর ॥
আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় ।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড় ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্ববাস্তবভিবন্দনং ।
মন্ত্তপূজাভাধিকঃ সর্বদভূতেষু সন্মতিঃ ॥

এতেক করিল আগে ভক্তের বন্দন

অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ ॥
ইষ্টদেব বন্দ মোর নিত্যানন্দরায় ।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার রূপায় ॥
সহস্র-বদন বন্দ প্রভু বলরাম ।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ-যশোধাম ॥
মহারত্ন থুই যেন মহা-প্রিয়-স্থানে ।
যশরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন ।
করিলে, সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু বলরাম ।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম ॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর ।
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে মন্ত্ত মহাধীর ॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর ।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥
তাহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায় ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায় ॥

কহিলাম এই কিছু অনন্ত-প্রভাব ।
 হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥
 সংসারের পার হই ভুক্তির সাগরে ।
 যে ডুবিল সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
 বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম ।
 ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম ॥
 দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেহেন নাম-ভেদ ।
 এই মত নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব ॥
 অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত ।
 গাইল তাহান কিছু পাদপদ্ম-দ্বন্দ ॥
 নিতাইচাঁদের পুণ্য-শ্রবণ চরিত ।
 ভক্ত-প্রসাদে স্মরে জানিহ নিশ্চিত ॥
 বেদগুহ্য নিতাইচরিত কেবা জানে ।
 তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে
 নিতাই-চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি ।
 যেন মত দেন শক্তি তেন মত লিখি ॥
 কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
 এইমত নিতাই আমারে যে বলায় ॥
 সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
 ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
 মন দিয়া শুন ভাই ! শ্রীনিতাই কথা ।
 ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা যথা ।
 ত্রিবিধ নিতাই-লীলা আনন্দের ধাম ।
 আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম ॥
 ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ ।
 দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥
 আদিখণ্ড-কথা ভাই ! শুন এক-চিত্তে ।
 শ্রীনিতাই অবতীর্ণ হৈল যেইমতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা ।



জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥
 জয়দৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ ।
 জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের জীবন ধন প্রাণ ॥
 জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বস্তর ।
 জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর ॥
 রাঢ় দেশে একচাকা-নামে আছে গ্রাম ।
 যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান ॥
 সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল ।
 দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল ॥
 গোড়েশ্বর-নামে দেব আছে কত দূরে ।
 যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥
 সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই-পণ্ডিত ।
 মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥
 তাঁর পত্নী-পদ্মাবতী-নাম পতিব্রতা ।
 পরম-বৈষ্ণবীশক্তি-সেই জগন্মাতা ॥
 পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
 তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥
 মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে এয়োদশী শুভ দিনে ।
 অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নামে ॥
 সকল-পুত্রের জ্যেষ্ঠ-নিত্যানন্দ-রায় ।
 সর্ব্ব-স্বলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায় ॥
 এইমত সর্ব্বলোক নানা কথা গায় ।
 নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥
 হেন-মতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ ।
 শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥
 শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে ।
 শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি ক্ষুরে ॥

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে ।
 পৃথিবীর-রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥
 তবে পৃথ্বী লৈয়া সুবে নদী তীরে ধায় ।
 শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধ-রায় ॥
 কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে ।
 “জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥”
 কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া ।
 বসুদেব-দৈবকীর করায়েন বিয়া ॥
 বন্দি-ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে ।
 কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥
 গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে ।
 মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥
 কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে ।
 কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥
 কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া ।
 শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
 নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে ।
 অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥
 তানে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে ।
 রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
 যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বলে ।
 সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে ॥
 সবে বলে না দেখি এমত কৃষ্ণ-খেলা ।
 কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ॥
 কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ ।
 জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥
 ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেতু হইয়া ।
 চৈতন্য করায় পাছে আপনে আসিয়া ॥
 কোনদিন তালবনে শিশুগণ লইয়া ।
 শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধনুক মারিয়া ॥
 শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে
 বক, অঘ, বৎস, করিয়া তাহা মারে ॥

বিকালে আইসে ঘরে গোষ্ঠীর সহিতে ।
 শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাহিতে বাহিতে ॥
 কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা ।
 বৃন্দাবন রচি কৌনদিন করে খেলা ॥
 কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ ।
 কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন ॥ '
 কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া ।
 কংস-স্থানে মল্ল কহে নিভূতে বসিয়া ॥
 কোনদিন কোন শিশু অক্রুরের বেশে ।
 লঞা যায় রামকৃষ্ণ কংসের নিদেশে ॥
 আপনেই গোপীভাবে যে করে ক্রন্দন ।
 নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥
 বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লিখিতে না পারে
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥
 মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে ।
 কেহ হয় মালী কেহ মালা পরে রঙ্গে ॥
 কুজা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে ।
 ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জনে ॥
 কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক, মল্ল খারি ।
 কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি ॥
 কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে ।
 সর্ব-লোক দেখি হাসে বালকের সঙ্গে ।
 এইমত যত যত অবতার-লীলা ।
 সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥
 কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন ।
 বলি-রাজ্য করি, ছলে তাহার ভুবন ॥
 বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে ।
 ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে ॥
 কোনদিন নিত্যানন্দ সেতু-বন্ধ করে ।
 বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥
 ভেরা গুর গাছকাটি ফেলায়েন জলে ।
 শিশুগণ মেলি “জয় রঘুনাথ” বলে ॥

শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে ।
 ধনু ধরি কোপে চলে স্ত্রীকোষের স্থানে ॥
 “আরে বানরা ! মোর প্রভু দুঃখ পায় ।
 প্রাণ না লইমু যদি তবে ঝাট আয় ॥
 ঋষভ-পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ ।
 নারীগণ লৈয়া বেটা ! তুমি কর স্তুতি ॥”
 কোনদিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে ।
 “মোর দোষ নাহি, বিপ্র ! পলাহ সত্বরে ॥”
 লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ ।
 বুঝিতে না পারে শিশু, মানয়ে কৌতুক ॥
 পঞ্চ-বানরের রূপে বলে, শিশুগণ ।
 বার্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥
 “কে তোরা বানর-সব ! বুল বনে বনে ।
 আমি রঘুনাথ-ভৃত্য বল মোর স্থানে ॥”
 তারা বলে “আমরা বালির ভয়ে বুলি ।
 দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥”
 তা’সবারে কোলে করি আইসে লইয়া ।
 শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥
 ইন্দ্রজিত-বধ-লীলা কোনদিন করে ।
 কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে ॥
 বিভীষণ করিয়া আনেন রামস্থানে ।
 লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে ॥
 কোনশিশু বলে “মুঞি আইনু রাবণ ।
 শক্তিশেল হানি এই, সম্বর লক্ষ্মণ ” ॥
 এতবলি পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া ।
 লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া ॥
 মুচ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে ।
 জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে ॥
 পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে ।
 কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥
 শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে ।
 দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

মূচ্ছিত হইয়া দৌহে পড়িলা ভূমিতে ।
 দেখি সর্বলোক আসি হইলা বিস্মিতে ।
 সকল বৃন্তান্ত কহিলেন শিশুগণ ।
 কেহ বলে বুঝিলাম ভাবের কারণ ॥
 পূর্বের দশরথ ভাবে এক নটবর ।
 রামবনবাসে এড়িলেন কলেবর ॥
 কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়ালা ।
 হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল ॥
 পূর্বের প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে ।
 পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দহ আমারে ॥
 ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান ।
 নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ ॥
 নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন ।
 দেখি বড় বিকল হইলা শিশুগণ ॥
 ছন্ন হইলেন সবে শিক্ষা নাহি স্কুরে ।
 উঠ ভাই ! বলি মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
 লোক-মুখে শুনি কথা হইল স্মরণ ।
 হনুমান-কাচে শিশু চলিলা তখন ॥
 আর এক শিশু পথে তপস্বার বেশে ।
 কল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে ॥
 রহ বাপ ! ধন্য কর আমার আশ্রম ।
 বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন
 হনুমান বলে কার্য্যগৌরবে চলিব ।
 আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥
 শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অমুজ লক্ষ্মণ ।
 শক্তিশেলে তাঁরে মুচ্ছা করিল রাবণ ॥
 অতএব যাই আমি গন্ধমাদন ।
 ঔষধ আনিলে রহে তাঁহার জীবন ॥
 তপস্বী বলয়ে যদি যাইবা নিশ্চয় ।
 স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয় ॥
 নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কয় ।
 বিস্মিত হইয়া সর্ব লোকে রহি চায় ॥

তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে ।
 জলে থাকি আর শিশু ধরিল চরণে ॥
 কুন্তীরের রূপ ধরি যায় জলে লৈয়া ।
 হনুমান শিশু আনে কুলেতে টানিয়া ॥
 কতক্ষণে রণ করি জিনিয়া কুন্তীর ।
 আসি দেখে হনুমান আর মহাবীর ॥
 আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ ।
 হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ ॥
 কুন্তীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে ।
 তোমা খাব, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে ॥
 হনুমান বলে তোর রাবণ কুঙ্কর ।
 তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি, তুই পালা দূর ॥
 এইমত দুইজনে হয় গালাগালী ।
 শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥
 কতক্ষণে সে কোতুকে জিনিয়া রাক্ষসে ।
 গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশে ॥
 তঁহি গন্ধর্বেদর বেশ ধরি শিশুগণ ।
 তা'সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥
 যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্বেদর গণ ।
 শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন ॥
 আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি ।
 ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মৃঙ্গরি ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিল তখনে ।
 দেখি পিতা-মাতা-আদি হাসে সর্ববজনে ॥
 কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পাণ্ডিত ।
 সকল বালক হইলেন হরষিত ॥
 সবে বলে বাপ ! ইহা কোণায় শিখিলা ।
 হাসি বলে প্রভু মোর এ সকল লীলা ॥
 প্রথম-বয়স প্রভু অতি স্নকুমার ।
 কোলে হৈতে কারো চিন্ত নাহি এড়িবার ॥
 সর্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে ।
 চিনিতে না পারে কেহ বিষুণমায়া-বশে ॥

হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ ।
 কৃষ্ণলীলা বিনে আর না করে আনন্দ ॥
 পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব-শিশুগণ ।
 নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ববক্ষণ ॥
 সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার ।
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে যার এমত বিহার ॥
 এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ-রায় ।
 শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনে নাহি ভায়
 অনন্তর লীলা কেবা পারে কহিবারে ।
 তাহান কুপায় যেন-মত স্ফুরে যারে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব
 ও বাল্যলীলা নাম প্রথমোহধ্যায় ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর তীর্থাদিব্রমণ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ-রায় ।
হাড়াই-পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন ।
না ছাড়ে জননী-তাত-ছুঃখের কারণ ॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা ।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা ॥
তিল-মাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া ।
কোথাও হাড়াই-ওঝা না যায় চলিয়া ॥
কিবা কৃষিকর্মে, কিবা যজমান-ঘরে ।
কিবা হাটে, কিবা মাঠে যত কৰ্ম্ম করে
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায় ।
তিলান্দ্রে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আনিজন করে ।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে ॥
এই মত পুত্র-সঙ্গে বুলে সর্ব-ঠাই ।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ॥
অন্তর্ধামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে ।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা-সনে ॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর ।
আইলেন নিত্যানন্দজনকের ঘর ॥
নিত্যানন্দপিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া ।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥
সর্ব-রাত্রি নিত্যানন্দপিতা তাঁর সঙ্গে ।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥

গঙ্গুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে ।
 নিত্যানন্দপিতা-প্রতি ন্যাসীবর বলে ॥
 ন্যাসী বলে একু ভিক্ষা আচয়ে আমার ।
 নিত্যানন্দপিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥
 ন্যাসী বলে করিবাঙ তীর্থ-পর্যটন ।
 সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥
 এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার ।
 কতদিন লাগি দেহ' সংহতি আমার ॥
 প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে ।
 সর্ব-তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥
 শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর ।
 মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥
 প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী ।
 না দিলেও 'সর্বনাশ হয়' হেন বাসি ॥
 ভিক্ষকেরে পূর্বের মহাপুরুষ-সকল ।
 প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥
 রামচন্দ্র পুত্র-দশরথের জীবন ।
 পূর্বের বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥
 যদ্যপিহ রাম বিনে রাজা নাহি জাঁয়ে ।
 তথাপি দিলেন-এই পুরাণেতে কহে ॥
 সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে ।
 এ ধর্মসঙ্কটে কৃষ্ণ ! রক্ষা কর' মোরে ॥
 দৈবে সেই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি ।
 অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি ॥
 ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে ।
 আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব-বিবরণে ॥
 শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা ।
 যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা ॥
 আইলা সন্ন্যাসী-স্থানে নিত্যানন্দপিতা ।
 ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোঙাইয়া মাথা ॥
 নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর ।
 হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই-পণ্ডিত ।
 ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মুচ্ছিত ॥
 সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে ।
 বিদরে পাষণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥
 ভক্তি-রসে জড়-প্রায় হইলা বিহ্বল ।
 লোকে বলে হাড়ো-ওঝা হইলা পাগল ॥
 তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ ।
 চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥
 প্রভুকে না ছাড়ে যার হেন অনুরাগ ।
 বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥
 স্বামীহীনা দেবহৃতি-জননী ছাড়িয়া ।
 চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া ॥
 ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক ।
 চলিলা-উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥
 শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী ।
 চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি ॥
 পরমার্থে এই ত্যাগ-ত্যাগ কভু নহে ।
 এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥
 এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে ।
 মহাকাষ্ঠ দ্রবে' যেন ইহার শ্রবণে ॥
 যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে ।
 নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥
 হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ-রায় ।
 সান্নিধ্যভাবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায় ॥
 প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর ।
 তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥
 গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী ।
 যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী ॥
 গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায় ।
 স্নান করে পান করে আর্তি নাহি যায় ॥
 প্রয়াগে করিলা মাঘ-মাসে প্রাতঃ স্নান ।
 তবে মথুরায় গেলা পূর্ব-জন্ম-স্থান ॥

যমুনা-বিশ্রাম-ঘাটে করি জলকেলি ।
 গোবর্দ্ধন-পর্বত বুলেন কুতূহলী ॥
 শ্রী বৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন ।
 একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥
 গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া ।
 বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥
 তবে প্রভু মদন-গোপাল নমস্কারি ।
 চলিলা হস্তিনাপুর-পাণ্ডবের পুরী ॥
 ভক্ত-স্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন ।
 না বুঝে তৈথিক ভক্তি-শৃংখের কারণ ॥
 বলরাম-কীর্তি দেখি হস্তিনা-নগরে ।
 “তাহি হলধর !” বলি নমস্কার করে ॥
 তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ ।
 সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ ॥
 সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান ।
 মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান ॥
 শিব-কাঞ্চী বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ ।
 দেখি হাসে দুইগণে মহা-মহা-দ্বন্দ ॥
 কুরুক্ষেত্রে পুণ্যোদক বিন্দু-সরোবর ।
 প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবর ॥
 ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা ।
 তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থে চেলিলা ॥
 প্রতিশ্রোতা গেলা যথা প্রাচী সরস্বতী ।
 নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥
 তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর ।
 রাম-জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥
 তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা ।
 মহা-মুচ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥
 গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ ।
 তিন দিন আছিল আনন্দে অচেতন ॥
 যে যে বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র ।
 দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥

তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি স্নান ।
 তবে গেলা পৌলস্ত্র-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥
 গোমতী গঙ্গাকী শোণ তীর্থে স্নান করি ।
 তবে গেলা মহেন্দ্র-পর্বত-চূড়োপরি ॥
 পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার ।
 তবে গেলা গঙ্গা-জন্ম-ভূমি-হরিদ্বার ॥
 পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত-গোদাবরী ।
 বেণু-তীর্থে বিপাশায় মর্জ্জন আচরি ॥
 কার্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি ।
 শ্রীপর্বত গেলা যথা মহেশ-পার্বতী ॥
 ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ পার্বতী ।
 সেই শ্রীপর্বতে দৌহে করেন বসতি ॥
 নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজনে ।
 অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্যটনে ॥
 পরমসন্তোষে দৌহে অতিথি দেখিয়া ।
 পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥
 পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে ।
 হাসি নিত্যানন্দ দৌহাকারে নমস্করে ॥
 কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন ।
 তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥
 দেখিয়া বেকটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী ।
 কাঞ্চী হরিদ্বার গিয়া গেলেন কাবেরী ॥
 তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্য স্থান ।
 তবে করিলেন হরি-ক্ষেত্রে পয়ান ॥
 ঋষভ-পর্বত গেলা দক্ষিণ-মথুরা ।
 কৃতমালা তাত্রপর্ণী ষমুনা-উত্তরা ॥
 মলয়-পর্বত গেলা-অগস্ত্য-আলয় ।
 তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয় ॥
 তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ ।
 বদরিকাশ্রম গেলা পরম-আনন্দ ॥
 কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে ।
 আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জনে ॥

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আশ্রয় ।
 ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয় ॥
 সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা ।
 প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ॥
 তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন ।
 দেখিলেন প্রভু, বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥
 জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহ উত্তর না করে ।
 ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥
 পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া ।
 বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥
 তবে প্রভু আইলেন কন্যাকা-নগর ।
 দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥
 তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ।
 তবে গেলা পঞ্চঅঙ্গরা-সরোবরে ॥
 গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে ।
 কুলাচলে ত্রিগুণকে বুলে ঘরে ঘরে ॥
 দ্বৈপায়নী আশ্রয় দেখি নিত্যানন্দ-রায় ।
 নির্বিবাক্য পয়োষষ্ঠী তাপী ভ্রমেণ লীলায় ॥
 রেমা মাহেশ্বর্তা পুরী মল্লতীর্থ গেলা ।
 সূর্য্যারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥
 এইমত অভয়-পরমানন্দ-রায় ।
 ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায় ॥
 নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ ।
 ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুরতীর্থাদি
 ভ্রমণ নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত মিলন ।

তৃতীয় অধ্যায়

এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥
মাধবেন্দ্র-পুরী প্রেমময়-কলেবর ।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥
কৃষ্ণ-রস বিনু আর নাহিক আহার ।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥
যার শিষ্য মহা প্রভু-আচার্য্যগোসাঞি
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥
মাধব-পুরারে দেখিলেন নিত্যানন্দ ।
ততক্ষণে প্রেমে মুচ্ছা হইলা নিষ্পন্দ ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী ।
পড়িলা মুচ্ছিত হই আপনা' পাসবি ॥
'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার ।'
শ্রীগৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে-বার ॥
দৌহে মুচ্ছা হইলেন দৌহা-দরশনে ।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি-শিষ্যগণে ॥
ক্ষণেকে হইলা বাহু-দৃষ্টি দুই-জনে ।
অন্যান্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে ॥
বনে গাড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে ।
হৃষ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে ॥
প্রেম-নদী বহে দুই প্রভুর নয়ানে ।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অঁস্ত নাঞি ।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি ॥

নিত্যানন্দ বলে “তীর্থ করিলাম যত ।
 সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত ॥
 নয়নে দেখিষু মাধবেশ্বের চরণ ।
 এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥”
 মাধবেশ্বপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে ।
 উত্তর না স্মারে রুদ্ধকণ্ঠ প্রেম-জলে ॥
 হেন প্রীত হইলেন মাধবেশ্বপুরী ।
 বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি ॥
 ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত ।
 সর্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥
 সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন ।
 কৃষ্ণ-প্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন ॥
 সবেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া ।
 অতএব বন সবে ভ্রমেণ দেখিয়া ॥
 অন্যান্য সে সব দুঃখের হৈল নাশ ।
 অন্যান্য দেখি কৃষ্ণ-প্রেমের প্রকাশ ॥
 কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেশ্ব-সঙ্গে ।
 ভ্রমেণ শ্রীকৃষ্ণ-কথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥
 মাধবেশ্ব-কথা অতি অদ্ভুত-কথন ।
 মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥
 অহনিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায় ।
 হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায় ॥
 নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে ।
 ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে ॥
 দৌহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ ।
 নিরবধি ‘হরি’ বলি করয়ে কীর্তন ॥
 রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে ।
 কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥
 মাধবেশ্ব-সঙ্গে যত হইল আখ্যান ।
 কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥
 মাধবেশ্ব নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে
 নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥

মাধবেন্দ্র বলে “প্রেম না দেখিলু” কোথা ।
 সেই মোর সর্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা ॥
 জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি ।
 নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥
 যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয় ।
 সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময় ॥
 নিত্যানন্দ-হেন তত্ত্ব শুনিলে শ্রবণে ।
 অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥
 নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বेष রহে ।
 তত্ত্ব হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥”
 এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি ।
 অহনিশ বলেন করেন রতি মতি ॥
 মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥
 এইমত অত্যাশ্রয় দুই মহামতি ।
 কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি ॥
 কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ ।
 থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥
 মাধবেন্দ্র চলিলা সরযু দেখিবারে ।
 কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে ॥
 অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে ।
 বাহ্য থাকিলে কি সে-বিচ্ছেদে প্রাণ রহে ॥
 নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-দুই-দরশন ।
 যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন ॥
 হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেম-রসে ।
 সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে ॥
 ধনু-তীর্থে স্নান করি গেল। রামেশ্বর ।
 তবে প্রভু আইলেন বিজয়া-নগর ॥
 মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী ।
 আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী ॥
 ত্রিমল্ল দেখিয়া কুর্মনাথ পুণ্য-স্থান ।
 শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান ॥

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে ।
 ধ্বজা দেখি মাত্র মুচ্ছা হইল শরীরে ॥
 দেখিলেন চতুর্ভূহ-রূপ জগন্নাথ ।
 প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ ॥
 দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মুচ্ছিতে ।
 পুনঃ বাহু হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে ॥
 কম্প, স্বেদ, পুলকান্ধ, আছাড়, হুঙ্কার ।
 কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ?
 এইমত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে ।
 দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ॥
 তাঁর তীর্থ-যাত্রা সব কে পারে কহিতে ।
 কিছু লিখিলাম মাত্র তাঁর রূপা হৈতে ॥
 এই মত তীর্থ-ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায় ।
 পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥
 নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি ।
 কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি ॥
 আহার নাহিক —কদাচিত দুগ্ধ-পান ।
 সেহ অযাচিত যদি কেহ করে দান ॥
 নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে ।
 ইহা নিত্যানন্দ-স্বরূপের মনে জাগে ॥
 “আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে ।
 আমি গিয়া করিমু আপন-সেবা তবে ॥”
 এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায় ।
 মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥
 নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে ।
 শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে ॥
 যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব-শক্তি ।
 তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণু-ভক্তি ।
 যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ ।
 তাঁর সে আজ্ঞায় ভক্তি-দানের বিলাস ॥
 কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে ।
 ইহাতে অল্লতা নাহি পায় প্রভুগণে ॥

কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা ।
 চৈতন্য-আজ্ঞায় হৰ্ত্তা কৰ্ত্তা পালয়িতা ॥
 ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায় ।
 বৈষ্ণবের অদৃশ্য সেই পাপী সৰ্ব্বথায় ॥
 সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে ।
 নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে ॥
 চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
 চৈতন্যের যশ বৈসে যাহার জিহ্বায় ॥
 অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে ।
 তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্য-ভক্তি হয়ে ॥
 আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায় ।
 চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাহার রূপায় ॥
 চৈতন্য রূপাতে হয় নিত্যানন্দে রতি ।
 নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি ॥
 সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে ।
 যে ডুবিল সে ভজুক নিতাইচান্দ্রে ॥
 কেহ বলে “নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।”
 কেহ বলে “চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম ॥”
 কিবা যতী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ।
 যার যেন-মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
 যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
 তবু সেই পাদ পদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥
 কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি ।
 মন্দ বলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি ॥
 নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল ।
 তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥
 ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যে ।
 অশ্রু-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সে ॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায় ।
 তাঁর পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥
 হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥

সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ ।
 তাঁর হৈয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ভাগবত ।
 জন্ম জন্ম পড়িবাঙ এই অভিমত ॥
 জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ।
 দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
 তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয় ।
 তোমাতে তাহাতে যেন চিস্তবৃত্তি রয় ॥
 তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
 তুমি তাঁরে দিলে বিনা কোন জনে পায় ?
 বৃন্দাবন-আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ ।
 যাবত না আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র ॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপের তীর্থ-পর্যটন ।
 যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুরমাংসবেশ-
 পুরীর সহিত মিলন নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

মধ্যখণ্ড ।

প্রথমঅধ্যায়

নিত্যানন্দ ও গৌরান্ধমহাপ্রভু-সম্মিলন

মঙ্গলাচরণ ।

আজানুলম্বিতভূজো কনকাবদাতো
সঙ্কীৰ্ত্তনৈকপিতরো কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বস্তরো দ্বিজবরো যুগধৰ্ম্মপালো
বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণাবতারো ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
জয় নরহরি-গদাধর-প্রাণনাথ ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
ভক্তগোষ্ঠি সহিত গৌরান্ধ জয় জয় ।
শুনিলে নিতাই-কথা ভক্তি লভ্য হয়

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড ।
 যে কথা শুনিলে ঘুচে অস্তুর-পাবণ্ড ॥
 দেখরে নয়ন ভরু নিতাই সুন্দর ।
 গৌরাজ্জ-প্রণয়-রসময় পুরন্দর ॥
 আভোরা প্রণয়-রসে অঙ্গ গদগদ ।
 চলিতে অথির ধরে আধ আধ পদ ॥
 এইমত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ ।
 নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥
 নিরন্তর সঙ্কীৰ্ত্তন-পরম আনন্দ ।
 দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ
 নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ ।
 যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস ॥
 জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে ।
 আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে
 নন্দন-আচার্য্য, মহাভাগবতোত্তম ।
 দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্য-সম ॥
 মহা-অবধূত-বেশ-প্রকাণ্ড শরীর ।
 নিরবধি গভীরতা দেখি মহা-ধার ॥
 অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণ-নাম ।
 ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥
 নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হৃদ্ধার ।
 মহা মন্ত যেন, বলরাম-অবতার ॥
 কোটি চন্দ্র জিনিয়া, বদন মনোহর ।
 জগত-জীবন হাশ্ব, সুন্দর অধর ॥
 মুকুতা জিনিয়া, শ্রীদশনের জ্যোতি ।
 আয়ত অরুণ, দুই লোচন-সুভাঁতি ॥
 আজানুলম্বিত ভুজ, সুপীবর বক্ষ ।
 চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥
 পরম-রূপায় করে সবারে সন্তুষ্ট ।
 শুনিতে শ্রীমুখ-বাক্য, কণ্ঠ্য-বন্ধ-নাশ ॥
 আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায় ।
 সকল ভবনে, জয় জয় ধ্বনি গায় ॥

সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড ।
 যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরমুন্দরের দণ্ড ॥
 বণিক অধম মূর্থ, কে করিল পার ।
 ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লইলে য়ার ॥
 পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হয় ।
 রাখিলেন নিজঘরে, ভিক্ষা করাইয়া ॥
 নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন ।
 ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥
 নিত্যানন্দ-আগমন, জানি বিশ্বস্তর ।
 অনন্ত হরষ প্রভু হইলা অন্তর ॥
 পূর্বের ব্যপদেশে, সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে ।
 ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মৰ্ম্ম নাহি জানে ॥
 (আরে) ভাই সব, দুই তিন দিনের ভিতরে ।
 কোনো মহাপুরুষ এক আসিব এথারে ॥
 দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি বিশ্বস্তর ।
 সকল বৈষ্ণব যথা মিলিল সত্তর ॥
 সবাকার স্থানে প্রভু কহয়ে আপনে ।
 আজি আমি অপরূপ দেগিনু সপনে ॥
 তালধ্বজ এক রণ সংসারের সার ।
 আসিয়া রহিল রণ আমার দুয়ার ॥
 তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর ।
 মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে তির ॥
 বেত্র-বান্ধা-কাণা, এক কুন্ত, বামহাতে ।
 নীলবস্ত্র-পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে ॥
 বাম-শ্রুতি-মূলে, এক কুণ্ডল বিচিত্র ।
 হলধর-ভাব, হেন বুঝিয়ে চরিত্র ॥
 এই বাড়ী নিমাই পণ্ডিতের হয় হয় ।
 দশবার বিশবার (আমায়) এই কথা কয় ॥
 মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড ।
 আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥
 দেখিয়া সস্তম্ব বড় পাইলাম আমি ।
 জিজ্ঞাসিনু আমি, কোন মহাজন তুমি ॥

হাঁসিয়া আমারে বলে, এই ভাই হয় ।
 তোমায় আমায় কালি হবে পরিচয় ॥
 হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন ।
 'আপনারে বাসোঁ মুঞি, যেন সেই সম ॥
 কহিতে প্রভুর কাহ্ন সব গেল দূর ।
 হলধর-ভাবে, প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥
 মদ আনো, মদ আনো, বলি প্রভু ডাকে ।
 হৃদ্যর শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥
 শ্রীবাস-পণ্ডিত কহে শুনহ গোসাঞি ।
 যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি
 তুমি যারে বিলাও, সেই সে তাহা পায় ।
 কম্পিত সকল গণ, দূরে রহি চায় ॥
 মনে মনে চিন্তে, সব বৈষ্ণবের গণ ।
 অবশ্য ইহার কিছু, আছয়ে কারণ ॥
 আৰ্য্য-তর্জ্জা পড়ে প্রভু, অরুণ-নয়ন ।
 হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ ॥
 ঋণেকে হইলা প্রভু, স্বভাব-চরিত্র ।
 স্বপ্ন-অর্থ-স্বভাবে, বাথানে রাম-মাত্র ॥
 হেন বুঝি মোর চিন্তে, লয় এক কথা ।
 কোনো মহাপুরুষ যে আসিয়াছে হেথা ॥
 পূর্বের আমি বলিয়াছি তোমা সবা-স্থানে ।
 কোনো মহাজ্ঞান-সঙ্গে হৈব দরশনে ॥
 চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত ।
 চাহ গিয়া দেখ, কে আইসে কোন ভিত
 দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে ।
 সর্ব-নবদীপে চাহি বুলয়ে হরিষে ॥
 চাহিতে চাহিতে, কথা কহে দুই জনে ।
 এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণে ॥
 আনন্দে বিহবল দুই চাহিয়া বেড়ায় ।
 তিলান্ধক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥
 সকল নদীয়া, তিন প্রহর চাহিয়া ।
 আইলা প্রভুর স্থানে কাহো না দেখিয়া ॥

নিবেদয়ে দৌহে আসি প্রভুর চরণে ।
 উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥
 কি সন্ন্যাসী, কি বৈষ্ণব, কিবা জ্ঞানী স্থল ।
 পাষণ্ডীর ঘর আদি, দেখিনু সকল ॥
 চাহিলাম সর্ব নবদ্বীপ যার নাম ।
 সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম ॥
 দুহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র ।
 ছলে বুঝাইল, বড় গূঢ় নিত্যানন্দ ॥
 এই অবতারে কেহ, গৌরচন্দ্র রায় ।
 নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায় ॥
 পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর ।
 এই পাকে অনেক যাইবে যম ঘর ॥
 বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।
 চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে ॥
 না বুঝিয়া নিন্দা তাঁর চরিত্র অগাধ ।
 পাইলেও কৃষ্ণভক্তি হয় তার বাধ ॥
 সর্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে ।
 না হইল দেখা কোনো কোতুক কারণে ॥
 ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈসং হাসিয়া ।
 আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া ॥
 উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্বভক্তগণ ।
 “জয় কৃষ্ণ” বলি সবে করিলা গমন ॥
 পথে যাইতে “মুরারি মুরারি !” ডাকে পঁল ।
 “না দেখিলা অবধূত” বলি হাসে লল ॥
 নন্দন-আচার্য্য-ঘরে আছে মহাশয় ।
 আইস যাইব তথা, কহিলা নিশ্চয় ॥
 পথে যাইতে ঘন ঘন “হরি হরি বোল” ।
 শ্রীঅঙ্গে পুলক কণ্ঠে গদ গদ রোল ॥
 নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা ।
 চলিতে না পারে পথ সোনার কিশোরা ॥
 ক্ষণে সিংহ-পরাক্রমে পদ চারি যায় ।
 মস্ত করিবর যেন উলটি না চায় ॥

নব-ধর-জল যেন গম্ভীর নিনাদে ।
 ঘন ঘন হৃৎকার আনন্দ-উন্মাদে ॥
 সব লই প্রভু, বন্দন-আচার্য্যের ঘর ।
 যাইয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥
 বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন ।
 সবে দেখিলেন যেন কোটি-সূর্যাসম ॥
 অলঙ্কিত আবেশ বুঝন নাহি যায় ।
 ধ্যান-স্থখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥
 মহা-ভক্তি-যোগ, প্রভু বুঝিয়া তাঁহার ।
 গণ-সহ-বিশ্বস্তর কৈলা নমস্কার ॥
 সম্মুখে রহিলা সর্ব-গণ দাঁড়াইয়া ।
 কেহ কিছু না বলেন, রহিলা চা'হিয়া ॥
 সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
 চিনিলেন নিত্যানন্দ (আপন) প্রাণের ঈশ্বর
 বিশ্বস্তর-মূর্ত্তি যেন মদন-সমান ।
 দিবা-গন্ধ-মালা-দিবা-বাস-পরিধান ॥
 কি হয় কনক-দ্রাতি সে দেহের আগে ।
 সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে ॥
 সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম ।
 সে কেশ-বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥
 দেগিতে আয়ত দুই-অরুণ-নয়ান ।
 আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান ॥
 সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন ।
 তাঁহি শোভে সূক্ষ্ম-যজ্ঞ-সূত্র অতিক্ষাণ ॥
 ললাটে বিচিত্র উদ্ধ তিলক সুন্দর ।
 আভরণ বিনা সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥
 কিবা হয় কোটি মণি, সে নখে চাহিতে ।
 সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমতে ॥
 নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বস্তর ।
 চিনিলেন নিত্যানন্দ (আপন) প্রাণের ঈশ্বর ।
 হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ।
 একদৃষ্টি হই বিশ্বস্তর-রূপ চা'র ॥

রসনায় লিহে যেন দরশনে পান ।
 ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় শ্রাণ ॥
 এইমত নিত্যানন্দ, হইলা স্তম্ভিত ।
 না বোলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত ॥
 বুঝিলেন সর্ব-প্রাণ-নাথ গৌররায় ।
 নিত্যানন্দ জানাইতে সজ্জিলা উপায় ॥
 ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে ।
 ভাগবতে (র) এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥
 প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত ।
 কৃষ্ণ-ধ্যান-এক শ্লোক পড়িলা হরিত ॥

বহীপৌড়ম্ নটবরবপুঃ কৰ্ণয়োঃ কৰ্ণিকারম্,
 বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশম্ বৈজয়ন্তাঞ্চ মালাম্ ।
 রক্তান বেগোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ,-
 বৃন্দারণাম্ স্বপদরমণম্ প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥
 শ্রীমদ্ভা, ১০ স্কন্ধ ॥

শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ ।
 পড়িলা মুচ্ছিত হয় নাহিক চেতন ॥
 আনন্দে মুচ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ।
 “পড় পড়” শ্রীবাসেরে গৌরাজ্ঞ শিখায় ॥
 শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন ।
 তবে প্রভু লাগিলেন করিতে রোদন ॥
 পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাড়য়ে উন্মাদ ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ ॥
 অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড় ।
 সবে মনে ভাবে কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 অন্তের কি দায় ! বৈষ্ণবের লাগে ভয় ।
 “রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” সবে সঙ্করয় ॥
 গড়াগড়ি যায়, প্রভু, পৃথিবীর তলে ।
 কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥
 বিশ্বস্তর রূপ চাহি ছাড়ে ঘন-শ্বাস ।
 অন্তর-আনন্দ ক্ষণে, ক্ষণে মহা হাস ॥

ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গান, ক্ষণে বাহু-তাল ।
 ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লক্ষ দেই দেখি তাল ॥
 আরক্ত-গৌরাঙ্গ-কাস্তি পরমসুন্দর ।
 বলমল অলঙ্কার অঙ্গ মনোহর ॥
 কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা ।
 শিরে লটপটি-পাগ চম্পকের আভা ॥
 চলিতে নুপুর পদে বান্‌বানি শুনি ।
 কুরঙ্গনয়নী-চিন্ত-তরল-সন্ধানি ॥
 হাসিতে বিজুলি যেন খসিয়া পড়িছে ।
 কামিনী আপন লাজ, তাহাতেই দিছে ॥
 মেঘ জিনি গরজে, গম্ভীর শব্দ শুনি ।
 কলি-মত্ত-হাতির দমন সিংহ-ধ্বনি ॥
 মাতিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর ।
 প্রসন্ন-বদনে প্রেম-ধারা নিরন্তর ॥
 পুলকে আকুল তনু প্রেমে ডগমগী ।
 কম্প স্বেদ আদি ভাবে রসে অনুরাগী ॥
 কলি-দর্প-দমন কণক-দণ্ড ধরে ।
 রাতা-উৎপল-করতল মনোহরে ॥
 অঙ্গদ কঙ্কণ হার কেয়ুর কিঙ্কণী ।
 গণ্ডযুগে কুণ্ডল যেমন দিনমণি ॥
 পড়িয়া গড়িয়া উঠে বোলয়ে সামাল ।
 সবাকৈ বোলয়ে কাঁহা কানাঞা গোয়াল ॥
 অলৌকিক বাক্য-ভাব ক্ষণে কাঁদে হাসে ।
 মধু দেহ বলি ক্ষণে রেবতি প্রশংসে ॥
 ক্ষণে যুগপদ করি, লাফে লাফে যায় ।
 এক কহে, আর বলে, বুঝনে না যায় ॥
 অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গণ ।
 কুলবতী-গৃহ তারা ছাড়িল তখন ॥
 ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরণাম করে ।
 করিল বিনয়-স্তুতি মধুর অঙ্করে ॥
 পড়িলেন প্রভু-পদে নিত্যানন্দ-রায় ।
 দুঁহার চরণদৌহে ধরিবারে চায় ॥

দৌঁছে আলিঙ্গন কভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
 কতি ছিলা বলি হাসে শ্রীমুখচাহিয়া ॥
 সকল জগত চাহি ফিরিয়া আইশু ।
 কোথাও তোমার লাগ, মুই না পাইশু ॥
 শুনিলাম গোড়দেশে নবদ্বীপ-পুরে ।
 লুকাঞা রয়েছে আসি, নন্দের কুমারে ॥
 চোর ধরিবারে মুই আইলাম হেথা ।
 ধরিলাম চোর আজি পলাইবে কোথা ॥
 ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কাঁদে নাচে ।
 গৌরঙ্গ আনন্দে নাচে নিত্যানন্দ-কাছে ॥
 দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ ।
 সকল বৈষ্ণব সহ কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
 পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার ।
 ধরেন সবেই, কেহ নারে ধরিবার ॥
 ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে ।
 বিশ্বস্তর করিলেন আপনার কোলে ॥
 বিশ্বস্তর-কোলে মাত্র গেল নিত্যানন্দ ।
 সমর্পিয়া প্রাণ তাঁরে, হইলা নিষ্পন্দ ॥
 যার প্রাণ তারে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া ।
 আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥
 ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেম-জলে ।
 শক্তি-হত লক্ষ্মণ যেন শ্রীরামের কোলে ॥
 প্রেম-ভক্তি-বাণে মুচ্ছা গেল নিত্যানন্দ ।
 নিতাইরে কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র ॥
 কি আনন্দ বিরহ, হইল দুই জনে ।
 পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ-স্নেহের যে সীমা ।
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বই নাহিক উপমা ॥
 বাহু পাইলেন নিত্যানন্দ রতক্ষণে ।
 হরি বলি জয়ধ্বনি করে ভক্তগণে ॥
 নিতাইরে কোলে করি আছে বিশ্বস্তর ।
 বিপরীত দেখি ! মনে হাসে গদাধর ॥

যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বস্তর ।
 আর্জি তাঁর গর্ব চূর্ণ কোলের ভিতর ॥
 নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর ।
 নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥
 নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ ।
 নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥
 নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দৌহে দৌহা দেখি ।
 কেহ কিছু না বোলয়ে ঝোরে মাত্র আঁখি ॥
 দৌহে দৌহা দেখি বড় বিবশ হইলা ।
 দৌহার নয়ন-জলে পৃথিবী ভাসিলা ॥
 বিশ্বস্তর বলে শুভ দিবস আমার ।
 দেখিলাম ভক্তিযোগ, চারি বেদ সার ॥
 এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জন-হৃৎকার ।
 ইহা কি ঈশ্বর-শক্তি বিনা হয় আর ॥
 সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে ।
 তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোন কালে ॥
 বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি ।
 তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ-ভক্তি ॥
 তুমি কর, চতুর্দশ ভুবন পবিত্র ।
 অচিন্ত্য, অগম্য, গূঢ়, তোমার চরিত ॥
 তোমা লখিবেক হেন আছে কোন জন ।
 মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-ধন ॥
 তিলান্দ্র তোমার সঙ্গ যে জনার হয় ।
 কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥
 বুঝিলাম কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধার ।
 তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার ॥
 মহাভাগো দেখিলাম তোমার চরণ ।
 তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ-প্রেম-ধন ॥
 আবিষ্কৃত হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
 নিত্যানন্দ-স্তুতি করে নাহি অবসর ॥
 নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক সন্তাষ ।
 সব কথা ঠারে ঠারে নাহিক প্রকাশ ॥

প্রভু বলে জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয় ।
 কোন্‌দিক্‌ হইতে শুভ করিলে বিজয় ?
 শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল ।
 বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥
 এই প্রভু অবতীর্ণ জানিলেক মর্শ্য ।
 কর যোড় করি বলে হই অতি নম্র ॥
 প্রভু করে স্তুতি, শুনি লজ্জিত হইয়া ।
 ব্যপদেশে সব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥
 নিত্যানন্দ বলে তীর্থ ভ্রমিলাম অনেক ।
 দেখিলাম কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥
 স্থানমাত্র দেখি কৃষ্ণ দেখিতে না পাই ।
 জিজ্ঞাসা করিনু তবে ভাল লোক ঠাই ॥
 সিংহাসন সব, কেন দেখি আচ্ছাদিত ।
 কহ ভাই সব, কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত ॥
 তারা বলে কৃষ্ণ গিয়াছেন গোড়দেশে ।
 গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে ॥
 নদিয়ায় শুনি বড় নাম-সঙ্কীর্্তন ।
 কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ ॥
 পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদিয়ায় ।
 শুনিয়া আইনু মুই পাতকী এথায় ॥
 প্রভু বলে আমরা সকলে ভাগ্যবান্ ।
 তোমা হেন ভক্তের হইল উশস্থান ॥
 আজি কৃত-কৃত্য হেন মানিল আমরা ।
 দেখিল যে তোমার আনন্দ বারিধারা ॥
 হাসিয়া মুরারি বোলে, তোমরা তোমরা ।
 ইহাতো না বুঝি কিছু আমরা সবারা ॥
 শ্রীবাস বোলয়ে উহা আমরা কি বুঝি ।
 মাধব শঙ্কর যেন দৌহে দৌহা পূজি ॥
 গদাধর বলে ভালো বলিলা পণ্ডিত ।
 সেহ বুঝি যেন, রাম-লক্ষ্মণ-চরিত ॥
 কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম ।
 কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম ॥

কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি ।
 কৃষ্ণ-কোলে যেন শেষ, আইলা আপনি ॥
 কেহ বলে দুইসথা যেন কৃষ্ণার্জুন ।
 সেইমত দোখিলাম স্নেহ-পরিপূর্ণ ॥
 কেহ বলে দুইজনে বড় পরিচয় ।
 কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠারে কয় ॥
 এইমত হরিষে সকল ভক্তগণ ।
 নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন ॥
 নিতাইচাঁদ গোরচন্দ্র দুই দরশন ।
 ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥
 সঙ্গি-সগা-ভাই-ছত্র-শয়ন-বাহন ।
 নিত্যানন্দ বিনা নহে অন্য কোনো জন ॥
 নানা রূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায় ।
 যারে দেন অধিকার সেই তাহা পায় ॥
 আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব ।
 মহিমার অন্ত ইহা না জানেন সব ॥
 না জানিয়া নিন্দে তান, চরিত্র অগাধ ।
 পাইয়াও কৃষ্ণ-ভক্তি হয় তার বাধ ॥
 চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ-রাম ।
 হউ মোর প্রাণ-নাথ এই মনস্কাম ॥
 তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি ।
 তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥
 রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ ।
 এইমত নিত্যানন্দ আর বলদেব ॥
 সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে ।
 যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চাঁদে ॥
 জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ, অনন্ত ঈশ্বর ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গমহা
 প্রভু সন্মিলন নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজা ।

হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে ।
কৃষ্ণ-কথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে ॥
সবে মহাভাগবত পরম-উদার ।
কৃষ্ণ-রসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার ॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারি-দিকে দেখি ।
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার আঁখি ॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥
“শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঁঞ ।
ব্যাসপূজা তোমার হইব কোন্‌ ঠাঞ ?
কালি হৈব পৌর্ণমাসী-ব্যাসের পূজন ।
আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন ॥”
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইচ্ছিত ।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাসপাণ্ডিত ॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ “শুন বিশ্বস্তর !
ব্যাসপূজা এই মোর বামনার ঘর ॥”
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বস্তর ।
“বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥”
পাণ্ডিত বলেন “প্রভু ! কিছু নহে ভার ।
তোমার প্রসাদে সব ঘরেই আগার ॥
বস্ত্র, মুদগ, যজ্ঞসূত্র, দ্ব্যত, গুয়া, পান ।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ-সব বিদ্যমান ॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব ।
কালি মহাভাগ্যে ব্যাস-পূজন দেখিব ॥”
শ্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে ।
হরি-হরি-ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে ॥
বিশ্বস্তর বলে “শুন শ্রীপাদ গোসাঁঞ ।
শুভ কর’ সবে পাণ্ডিতের ঘর যাই ॥”

আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে ।
 সেইক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে ॥
 সর্ব-গণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
 রাম-কৃষ্ণ বেড়ি যেন গোকুলকিঙ্কর ॥
 প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে ।
 বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥
 কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায় ।
 আশ্রয়গণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥
 কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর ।
 উঠিল কীর্তন-ধ্বনি, বাহু গেল দূর ॥
 ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্তন ।
 দুই প্রভু নাচে, বেড়ি গায় ভক্তগণ ॥
 চির-দিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই ।
 দৌহে দৌহা ধ্যান করি নাচে এক-ঠাই ॥
 লুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জ্জন ।
 কেহ মুচ্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥
 কল্প, স্নেহ, পুলক, আনন্দ মুচ্ছা যত ।
 ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত ॥
 সানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন ।
 ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন ॥
 দৌহার চরণ দৌহে ধরিবারে চায় ।
 পরম চতুর দৌহে—কেহ নাহি পায় ॥
 পরম-আনন্দে দৌহে গড়াগড়ি যায় ।
 আপনা' না জানে দৌহে আপন-লীলায় ॥
 বাহু দূর হইল, বসন নাহি রয় ।
 ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায় ॥
 যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে ।
 মহামত্ত দুই প্রভু কীর্তনে বিহরে ॥
 'বোল বোল' বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব-কলেবর ॥
 চির-দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে ।
 বাহু নাহি, আনন্দ-সাগরে-মাবে ভাসে ॥

বিশ্বস্তর নৃত্য করে অতি-মনোহর ।
 নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥
 টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদ তালে ।
 ভূমিকম্প-হেন মানে' বৈষ্ণব-সকলে ॥
 এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ ।
 সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ?
 নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥
 মহামত্ত হৈল। প্রভু বলরাম-ভাবে ।
 “মদ আন' মদ আন'” বলি ঘন ডাকে ॥
 নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 “ঝাট দেহ' মোরে হল মুষল সত্ত্বর ॥”
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ ।
 করে দিলা, কর পাতি লৈলা গৌরচন্দ্র ॥
 কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে ।
 কেহ বা দেখিল হল মুষল প্রত্যক্ষে ॥
 যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে ।
 দেখিলও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥
 এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে ।
 নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব জন-স্থানে ॥
 নিত্যানন্দ-স্থানে হল মুষল লইয়া ।
 “বারুণী বারুণী” প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া ॥
 কারে বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, না বুঝে উপায় ।
 অন্যান্য সবার বদন সবে চা'য় ॥
 যুক্তি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া ।
 ঘট ভরি গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥
 সর্ব-গণে দেয় জল, প্রভু করে পান ।
 সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে-হেন জ্ঞান ॥
 চতুর্দিকে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ ।
 “নাড়া নাড়া নাড়া” প্রভু বলে অনুক্ষণ ॥
 সঘনে ঢুলায় শির “নাড়া নাড়া” বোলে ।
 নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥

সবে বলিলেন “প্রভু ! ‘নাড়া’ বল কা’রে ?”
 প্রভু বলে “আইলুঁ মুঞি যাহার ছঙ্কারে ॥
 ‘অদ্বৈত-আচার্য্যু’ বলি কথা কহ যার ।
 সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার ॥
 মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া ।
 নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার ।
 ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥
 বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্তার মদে ।
 মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে ॥
 সে অধম-সবারে না দিমু প্রেমযোগ ।
 নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রজাদির ভোগ ॥”
 শুনিয়া হানন্দে ভাসে সব-ভক্তগণ ।
 ক্ষণেকে স্তম্ভিত হৈলা শ্রীশচী নন্দন ॥
 “কি চাঞ্চল্য করিলাও ?” প্রভু জিজ্ঞাসয় ।
 ভক্ত-সব বলে “কিছু উপাধিক নয় ॥
 সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ।
 “অপরাধ মোর না লইবা সর্ব-ক্ষণ ॥”
 হাসে সব-ভক্তগণ প্রভুর কথায় ।
 নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥
 সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ ।
 প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু ‘শেষ’ ॥
 ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর ।
 বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব-কলেবর ॥
 কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডল ।
 কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি মূল ॥
 চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহা-ধীর ।
 আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥
 চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানৈ’ ।
 নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥
 “স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস ।”
 স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ-বাস ॥

ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে ।
 নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥
 কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া ।
 নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥
 কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড ।
 কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড ॥
 প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই-পণ্ডিত ।
 ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥
 পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে ।
 শ্রীবাস বলেন “যাও ঠাকুরের স্থানে ॥”
 রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর ।
 বাহ নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥
 দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া ।
 চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া ॥
 শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে ।
 দণ্ড খুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥
 চঞ্চল সে নিত্যানন্দ না মানে বচন ।
 তবে এক-বার প্রভু করয়ে তর্জ্জন ॥
 কুস্তীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায় ।
 গদাধর শ্রীনিবাস করে ‘হায় হায়’ ॥
 সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর ।
 চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির ॥
 নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বলে বিশ্বস্তর ।
 “বাস পূজা আজি তুমি করহ সঙ্গর ॥”
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে ।
 স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥
 আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ ।
 নিরবধি ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ করিছে কীৰ্ত্তন ॥
 শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য ।
 চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব-কার্য্য ॥
 মধুর মধুর সবে করেন কীৰ্ত্তন ।
 শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন ॥

সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেই ঠাকুর-পণ্ডিত ।
 করিল সাকল কার্য্য বিধি ও বোধিত ॥
 দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা ।
 নিত্যানন্দ-হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥
 “শুন শুন নিত্যানন্দ ! এই মালা ধর ।
 বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর ॥
 শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা’
 ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব-অভীষ্ট পাইবা ॥”
 যত শুনে নিত্যানন্দ করে ‘হয় হয়’ ।
 কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয় ॥
 কিবা বলে ধীরে ধীরে, বুঝন না যায় ।
 মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিকে চায় ॥
 প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার ।
 “না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥”
 শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর ।
 ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সঙ্কর ॥
 প্রভু বলে “নিত্যানন্দ ! শুনহ বচন ।
 মালা দিয়া কর’ ঝাট ব্যাসের পূজন ॥”
 দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর ।
 সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ।
 ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-কুতূহল ॥
 কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি-যায় ।
 সবাই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥
 চৈতন্য প্রভুর মাতা-জগতের আই ।
 নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥
 বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখি দুইজনে ।
 “দুইজন মোর পুত্র” হেন বাসে’ মনে ॥
 ব্যাসপূজা-মহোৎসব পরম উদার ।
 অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥
 সূত্র করি কহি কিছু নিতাই চরিত ।
 যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাইলেই হয় হিত ॥

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে ।
 নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বস্তর-সঙ্গে ॥
 পরম আনন্দে মস্ত ভাগবতগণ ।
 “হা কৃষ্ণ !” বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥
 এইমতে নিজ ভক্তির্যোগ প্রকাশিয়া ।
 স্থির হৈলা বিশ্বস্তর সর্ব-গণ লৈয়া ॥
 ঠাকুর-পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বস্তর ।
 “ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্তর ॥”
 ততক্ষণে আনিলেন সর্ব-উপহার ।
 আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥
 প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ ।
 আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥
 যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে ।
 সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ-করে ॥
 ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে ।
 তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে ॥
 এসব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে ।
 এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥
 এইমত নানা দিন নানা সে কৌতুকে ।
 নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব-লোকে ॥
 সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন ।
 পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতাম্বে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীব্যাস-
 পূজানাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নিত্যানন্দপ্রভুর; ষড়্‌ভূজমূর্ত্তি দর্শন ও স্তব



তৃতীয়অধ্যায় ।

আর দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ভিক্ষা দিল !
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঞি ।
ভিক্ষা করি সেই দিন রহিল তথাই ॥
সেইক্ষণে মহাপ্রভু গৌর-ভগবান ।
শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন-বয়ান ॥
দেবালয়ে প্রবেশিয়া বৈসি দিব্যাসনে ।
কহিলা, আমারে এই দেখহ নয়নে ॥
পরিশ্রম কৈলে তুমি আমার কারণে ।
এখন আমারে এই দেখহ নয়নে ॥
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ ন্যাসি-বর ।
সাদরে নিরীখে বিশ্বস্তর-কলেবর ॥
তত্ব না জানিলা কিছু বিশেষ তাহার ।
কি কায়ে কহিলা প্রভু ইঙ্গিত-আকার ॥
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
নিজ-জন দেখি কিছু কহিলা অন্তর ॥
সব জন হও, এই মন্দির বাহির ।
শুনিয়া বিস্মিত সব বৈষ্ণব সুধীর ॥
মন্দির-বাহির হৈল আজ্ঞা পালিবারে ।
ইঙ্গিতে কহিল কৰ্ম্ম কে জানিবে তাঁরে ॥
সবিশেষ কথা কিছু কহে আপনার ।
নিভূতে করয়ে কৰ্ম্ম কে জানিবে তার ॥
দোঁখলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বস্তর ।
ছয়-ভূজ বিশ্বস্তর হৈলা ততঃপর ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল ।
দেখিয়া মুচ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল ॥

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকভঃ কমলায়তেশ্বরঃ ।
বরজাম্বুবিলম্বিষড়্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনন্দকঃ ॥

শ্রীমু. গুপ্ত, কড়চা ।

ষড়্ভুজ দেখি মুচ্ছ' পাইলা নিতাই ।
পড়িলা পৃথিবী-তলে—ধাতু মাত্র নাই ॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ ।
'রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ !' করেন স্মরণ ॥
লঙ্কার করেন জগন্নাথের-নন্দন ।
কক্ষে তালি দেন ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥
মুচ্ছ' গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া ।
আপনে চৈতন্য তোলে গা'য়ে হাত দিয়া ॥
“উঠ উঠ নিত্যানন্দ ! স্মির কর' চিত ।
সঙ্কীৰ্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত ॥
যে কীৰ্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার ।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল. কি বা চাহ আর ? ॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি. তুমি প্রেমময় ।
নাহি তুমি দিলে, কারু ভক্তি নাহি হয় ॥
আপনা' সম্মরি উঠ, নিজ-জন চাহ ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা. তাহারে বিলাহ ॥
তিলান্ধেক তোমারে যাহার ঘেঁষ রহে ।
ভজিলেও, সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥”
পাইলা চৈতন্য, প্রভু. প্রভুর বচনে ।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ-দর্শনে ॥
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র ।
সেই প্রভু অবিস্ময় জ্ঞান' নিত্যানন্দ ॥
ছয়-ভুজ-দৃষ্টি তানে এ কোন্ অদ্ভুত ।
অবতার অনুরূপ এসব কৌতুক ॥
দোঁখিয়া ঐছন রূপ অতি অদ্ভুত ।
পূর্ব সঙ্করীলা নিত্যানন্দ অবধত ॥

জয় জয় বিশ্বস্তর জনক সবার ।
 জয় জয় সঙ্গীর্জন-হৈতু অবতার ॥
 জয় জয় বেদ-ধর্ম-সাধু-বিপ্র-পাল ।
 জয় জয় অভিক্ত-দমন-মহাকাল ॥
 জয় জয় সর্ব-সুতাময়-কলেবর ।
 জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥
 যে তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস ।
 সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ ॥
 তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র ।
 স্থিতি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥
 সকল সংসার যার ইচ্ছায় সংহারে ।
 সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নাহে ॥
 তথাপিও দশরথ-বস্ত্রদেব ঘরে ।
 অবতীর্ণ হইয়া সে বধ তা'সবারে ॥
 এতে কে বুঝিতে পারে তোমার কারণ ।
 আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥
 তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাও পারে করিতে উদ্ধার ॥
 তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি ।
 সর্ব-ধর্ম-বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥
 সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভবর্ণ ধরি ।
 তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥
 কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু-জটা ধরি ।
 ধর্মস্থাপ ব্রহ্মচারী-রূপে অবতরি ॥
 ত্রেতাযুগে ধরিয়া সুন্দর রক্তবর্ণ ।
 হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম ॥
 স্রব স্রব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া ।
 সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া ॥
 দৌব্য-মেঘ-শ্যাম-বর্ণ হইয়া দ্বাপরে ।
 পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥
 পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি ।
 পূজাকর মহারাজরূপে অবতরি ॥

কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ ।
 বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সঙ্কীৰ্ত্তন-ধর্ম্য ॥
 কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার ।
 কার শক্তি আছে তাহা সংখ্যা করিবার ॥
 মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার ।
 কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব জীবের আধার ॥
 হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার ।
 আদিদৈত্য ছই, মধু কৈটভ সংহার ॥
 শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী-উদ্ধার ।
 শ্রীনৃসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার ॥
 বলি চল অপূর্ব বামনরূপ হই ।
 পরশুরাম-রূপে কর নিঃস্রজিয়া মহী ॥
 রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার ।
 হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥
 বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্য করহ প্রকাশ ।
 কল্কি-রূপে কর শ্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥
 ধন্বন্তরি-রূপে কর অমৃত প্রদান ।
 হংস-রূপে ব্রহ্মাদিরে কর তত্ত্ব-জ্ঞান ॥
 শ্রীনারদ-রূপে বাণা ধরি কর গান ।
 ব্যাস-রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥
 সর্বলীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধ্য করি সঙ্গে ।
 কৃষ্ণ-রূপে গোকূলে করিলা বহুরঞ্জে ॥

অখিলরসান্বতমূর্ত্তিঃ প্রস্রমরুচীচক্রতারকাপালিঃ ।

কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিদূজয়তি ॥

ভ, র, সি ।

বলয়ানাং নুপূরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।

সপ্রিয়ানা-মভূচ্ছন্দ-স্তমূলো রাসমণ্ডলে ॥

ইতি-(শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে শ্রীমহারাস-শ্লোকঃ ।)

এই অবতারে ভাগবত-রূপ-ধরি ।

কীৰ্ত্তন করিবা সর্ব শক্তি পরচারি ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন পূৰ্ণ হৈব সকল সংসার ।
 যৱে যৱে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার ॥
 কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ ।
 তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সৰ্ব্ব দাস ॥
 যে তোমার পাদপদ্ম-ধ্যান নিত্য করে ।
 তা-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥
 পদ-তালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল ।
 দৃষ্টি-মাত্রে দশ দিক্ হয় সুনির্মল ॥
 বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ ।
 হেন বশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥

তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে—তথৈব চ শ্রীস্কন্ধপুরাণে ।
 পদ্ম্যাং ভূমেদিশে। দৃগ্ভ্যাং, দোৰ্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিক্
 বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্, কুব্জভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া ।
 করিবা কীৰ্ত্তন প্রেম-ভক্ত-গোষ্ঠী লৈঞা ॥
 এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার-কার শক্তি ।
 তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণু-ভক্তি ॥
 মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি ।
 আমি-সব যে নিমিত্ত অভিলাষ করি ॥
 জগতেরে, প্রভু, তুমি দিবা হেন ধন ।
 তোমার করুণা, সবে, ইহার কারণ ।
 যে তোমার নামে প্রভু সৰ্ব্ব-যজ্ঞপূৰ্ণ ।
 সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীৰ্ণ ॥
 যে তোমাৱে যোগেশ্বর, সবে, দেখে ধ্যানে ।
 সে তুমি বিদিত হৈলা নবদ্বীপ-গ্রামে ॥
 নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার ।
 শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥
 “জয় জয় সৰ্ব্ব-প্রাণ-নাথ বিশ্বস্তর ।
 জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥
 জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী ।
 জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥

জয় জয় সিন্ধু-স্রুতা-রূপ-মনোরম ।
 জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তভ-বিভূষণ ॥
 জয় জয় হরেকৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ ।
 জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥
 জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন ।
 জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ ॥
 তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ ।
 তুমি মৎস্য, তুমি কুন্ম, তুমি সনাতন ॥
 তুমি সে বরাহ, প্রভু, তুমি সে বামন ।
 তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন ॥
 তুমি রক্ষঃকুল-হস্তা-জানকী-জীবন ।
 তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা-মোচন ॥
 তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার ।
 হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ-নাম ঘাঁর ॥
 সর্বদেবচূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ ।
 তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল-মাঝ ॥
 তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অশ্বেষিয়া ।
 তুমি হেথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া ॥
 লুকাইতে বড় প্রভু, তুমি মহাদাঁর ।
 (কিন্তু) ভক্তজনে ধরি তোমা করয়ে বাহির ॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার ।
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' নই নাতি আর ॥
 এই তোর দুইখানি চরণকমল ।
 ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ॥
 এই সে চরণ রমা সেবে এক-মনে ।
 ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে ॥
 এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায় ।
 শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায় ॥
 সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে ।
 বলি-শির ধন্য হৈল ইহার স্পর্শনে ॥
 এই সে চরণ হৈতে গঙ্গার জনম ।
 মস্তকে ধরিয়া শিব আনন্দে মগন ॥

তোমাতে সে বসুদেব-নন্দ-সুত বলি ।
 এবে অবতীর্ণ হঞা উদ্ধারিলে কলি ॥
 তব পদস্পর্শে প্রভু, কাষ্ঠ হয় সোণা ।
 পাষণ মানবী হয়, জগতে ঘোষণা ॥
 কর যুড়ি নিত্যানন্দ করে নিবেদন ।
 ত্রিভুবন করে প্রভু তোমার সেৱন ॥”
 (তখন) হরিশে নাচয়ে নিতাই আনন্দ অপার ।
 দিগ্ বিদিগ্ নাহি জ্ঞান, প্রেমের পাথার ॥
 ঘেবা গায় এই কথা হইয়া তৎপর ।
 সগোষ্ঠীতে প্রেমদাতা তারে বিশ্বস্তর ॥
 জগতে ছলভ বড় বিশ্বস্তর নাম ।
 যিনি প্রভু চৈতন্য সবার ধন প্রাণ ॥
 এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ দর্শন ।
 ইহা যে শুনয়ে—তার বন্ধ-বিমোচন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর, ষড়্ভুজ-
 মূর্তিদর্শন ও স্তব নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্রীতিরপরীক্ষা ও শচী- মাতার অপূর্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত ।

চতুর্থঅধ্যায় ।

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে ।
নিরন্তর বালাভাব, আর নাহি স্ফুরে ॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় ।
পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
নিত্যানন্দ-অনুভব জানে পতিব্রতা ।
নিত্যানন্দ সেবা করে- যেন পুত্র মাতা ॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত ।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বস্তর ।
“এই অবধত কেন রাখ নিরন্তর ॥
কোন জাতি কোন কুল কিছুই না জানি ।
পরম-উদার তুমি—বলিলাম আমি ॥
আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও ।
তবে ঝাট এই অবধতেরে যুচাও ॥”
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস-পণ্ডিত ।
“আমারে পরীক্ষ’ প্রভু ! এ নহে উচিত ॥
দিনেক যে তোমা’ ভঞ্জে, সে আমার প্রাণ
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো হতে প্রমাণ ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে ॥
তথাপি আমার চিন্তে নহিব অন্তথা ।
সত্য সত্য তোমারে কহিমু এই কথা ॥”

এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে ।
 হৃদ্ধবর করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥
 প্রভু বলে “কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস !
 নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ॥
 মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি
 তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি ॥
 যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে ।
 তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥
 বিড়াল-কুকুর-আদি তোমার বাড়ীর ।
 সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥
 নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা’ স্থানে ।
 সর্বমতে সংবরণ করিবা আপনে ॥”
 শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর ।
 নিত্যানন্দ ভ্রমে’ সব-নদীয়া-নগর ॥
 ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার ।
 মহাত্মাতে লই যায় -সন্তোষ অপার ॥
 বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে ।
 ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে ॥
 প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যাতেন ধাইয়া ।
 বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥
 বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ ।
 ধরিবারে যায়—আই করে পলায়ন ॥
 একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে ।
 নিভূতে কহিলা পুঞ্জ-বিশ্বস্তর-স্থানে ॥
 “নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিষু স্বপন ।
 তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥
 বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হৈয়া ।
 মারামারি করি দৌহে বেড়াও ধাইয়া ॥
 দুইজনে সান্তাইলা গোসাঞির ঘরে ।
 রাম কৃষ্ণ লই দৌহে হইলা বাহিরে ॥
 তাঁর হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই বলরাম ।
 চারিজনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥

রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া ।
 কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া ॥
 এ বাড়ী এ ঘর সব আমা' দৌহাকার ।
 এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার ॥
 নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে ।
 যে-কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়ে ॥
 দু'চিল গোয়ালা- -হৈল বিপ্র-অধিকার ।
 আপনা চিনিয়া সব ছাড়' উপহার ॥
 প্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ ।
 লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন ॥
 রাম কৃষ্ণ বলে আজি মোর দোষ নাঞি ।
 বাকিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি ॥
 দৌহাই কৃষ্ণের যদি আজি কর আন ।
 নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ-গর্জ করে রাম ॥
 নিত্যানন্দ বলে তোর কৃষ্ণেরে কি ডর ।
 গৌরচন্দ্র বিশ্বস্তর—আমার ঈশ্বর ॥
 এইমত কলহ করহ চারিজন ।
 কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন ॥
 কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই যায় ।
 কাহার মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥
 'জননী' ! বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে ।
 'অন্ন দেহ' মাতা ! মোরে, ক্ষুধা বড় করে' ॥
 এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইনু ।
 কিছু না বুঝিনু আমি তোমা'রে কহিনু ॥
 হাসে প্রভু বিশ্বস্তর শুনিয়া সপন ।
 জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥
 "বড়ই স্তম্ভপ তুমি দেখিয়াছ মাতা !
 আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥
 তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ বড় ।
 মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড় ॥
 মুঞি দেখেঁ বাবেবারে নৈবেদ্যের সাজে ।
 আধা-আধি না থাকে, না কহি কারে লাজে ॥

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল ।
 আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥”
 হাসে লক্ষ্মী জুগল্লাতা—স্বামীর বচনে ।
 অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে ॥
 বিশ্বস্তর বলে “মাতা ! শুনহ বচন ।
 নিত্যানন্দে আনি শীঘ্র করাহ ভোজন ॥”
 পুঞ্জের বচনে শচী হরিষ হইলা ।
 ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতে মধ্যমখণ্ডে শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-
 প্রীতির পরীক্ষা ও শচীমাতার অপূর্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-নিমন্ত্রণ ও মহাপ্রভু-সহিত- ভোজন ।

পঞ্চমঅধ্যায়

নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥
“আমার বাড়ীতে আজি গোসাঁঞের ভিক্ষা
চঞ্চলতা না করিবা—করাইলা শিক্ষা ॥”
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ ‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ বলে ।
“চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল ।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥”
এত বালি দুইজনে হাসিতে হাসিতে ।
ক্লম-কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে ॥
আসিয়া বসিলা এক ঠাই দুইজন ।
গদাধর-আদি পরমাত্মায়গণ ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন ।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥
এইমত দুই প্রভু করয়ে ভোজন ।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন ॥
পরিবেষণ করে আই মনের সন্তোষে ।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা - দুইজন হাসে ॥
আর বার আসি আই দুইজনে দেখে ।
বৎসর-পাঁচের শিশু দেখে পরতেখে ॥

রুক্ষ-শুষ্ক-বর্ণ দেখে দুই মনোহর ।
 দুই জন চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর ॥
 শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল মুঘল ।
 শ্রীবৎস, কৌন্তভ দেখে মকরকুণ্ডল ॥
 আপনার বধু দেখে পুত্রের হৃদয়ে ।
 সক্রত দেখিয়া আর দেখিতে না পায় ॥
 পড়িলা মূচ্ছিতা হৈয়া পৃথিবীর তলে ।
 তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥
 অল্পময় সব ঘর হইল তখনে ।
 অপূর্ব দেখিয়া শচী বাহু নাহি জানে ॥
 আথে-ব্যাথে মহাপ্রভু আচমন করি ।
 গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি ॥
 “উঠ উঠ মাতা ! তুমি স্থির কর’ চিত ।
 কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ॥”
 বাহু পাই আই আথে-ব্যাথে কেশ বান্ধে
 না বলয়ে কিছু আই গৃহ মধ্যে কান্দে ॥
 মহাদীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কম্প সর্ব-গায় ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥
 ঈশান করিলা সব-গৃহ-উপস্কার ।
 বতছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥
 সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান ।
 চতুদ্দশ-লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান ॥
 এইমত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে ।
 মন্য-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥
 ভিক্ষা অস্ত্রে দৌহা অঙ্গে লেপিয়া চন্দন
 দিব্য-মালা নিবেদিলা পূজার বিধান ॥
 নিত্যানন্দ দোখি শচীর জুড়াল নয়ান ।
 পিরীতি-পাগল হৈঞা হেরয়ে বয়ান ॥
 প্রভু বলে নিজ পুত্র বলিয়া জানিবে ।
 আমার অধিক করি ইহারে পালিবে ॥
 পুত্র-ভাবে শচী, নিত্যানন্দ মুখ চাহে ।
 মোর পুত্র তুমি হৈলা শচী দেবী কহে ॥

মোর বিশ্বস্তরে কৃপা করিবে আপনে ।
 আজি হৈতে তোমরা ছুই আমার নন্দনে ॥
 বলিতে বলিতে শচীর অশ্রু নেত্রের ধরে ।
 পুত্র-ভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥
 নিত্যানন্দ মাতৃ-ভাবে শচীর চরণে ।
 দণ্ডন করি বলে মধুর বচনে ॥
 যে কহিলে মাতা তুমি সেই সত্য হয় ।
 তোর পুত্র হই আমি কহিল নিশ্চয় ॥
 পুত্র-অপরাধ কিছু না লইহ মাতা ।
 তোর পুত্র বটেঁ। মুই জানিহ সর্বথা ॥
 নিত্যানন্দ-মাতৃ-ভাব পাই শচী রাণী ।
 নয়নে গলয়ে ধারা গদ-গদ-বাণী ॥
 এইমতে স্নেহ-রসে সবে গর গর ।
 ছুই পুত্র দেখি শচীর জুড়াল অন্তর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর নিমন্ত্ৰণ
 ও মহাপ্রভু-সহিত-ভোজন নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর, শ্রীবাস-অঙ্গনে-অপূর্বলীলা ও শচীমাতায় ছলনা ।

ষষ্ঠাধ্যায়

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ।
‘বাপ !’ বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পিরীতি ॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে ।
নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে ॥
কভু নাহি দুঃখ,—পরশিলে মাত্র হয় ।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে ।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে “শুন নিত্যানন্দ !
কাহার সহিত পাছে কর’ তুমি দ্বন্দ ॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে ।”
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সঙরে ॥
“আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা ।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা ॥”
বিশ্বম্ভর বলে “আমি তোমা’ ভালে জানি ।
নিত্যানন্দ বলে “দোষ কহ দেখি শুনি ॥”
হাসি বলে গৌরচন্দ্র “কি দোষ তোমার ?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর’ অবতার ॥”
নিত্যানন্দ বলে “প্রভু পাগলে সে করে ।
এ ছলায়ে ঘরে ভাত না দিবে আমারে ॥
আমারে না দিয়া ভাত স্থখে তুমি থাও ।
অপকীর্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও ॥”

প্রভু বলে “তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই ।
 সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই ॥”
 হাসি বলে নিত্যানন্দ “বড় ভাল ভাল ।
 চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইছা সর্বকাল ॥
 নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল ।”
 এত বলি প্রভু চা’হি হাসে’ খল-খল ॥
 আনন্দে না জানে বাহু কোন্ কৰ্ম্ম করে ।
 দিগম্বর ছুই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥
 জোড়ে জোড়ে লক্ষ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া ।
 সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥
 গদাধর শ্রীনিবাস হাসে’ হরিদাস ।
 শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগবাস ॥
 ডাকি বলে বিশ্বস্তর “এ কি কর’ কৰ্ম্ম ।
 গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধৰ্ম্ম ॥
 এখনি বলিলা তুমি ‘আমি কি পাগল ?’
 এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল ॥”
 যার বাহু নাহি, তার বচনে কি লাজ ।
 নিত্যানন্দ ভাসিয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥
 আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন ।
 এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥
 চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে’ ।
 নিত্যানন্দ মন্ত-সিংহ আর নাহি জানে ॥
 আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় ।
 পুত্র-প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
 নিত্যানন্দ-অনুভব জানে পতিব্রতা ।
 নিত্যানন্দ-সেবা করে—যেন পুত্র মাতা ॥
 একদিন পিতলের বাটি নিল কাকে ।
 উড়িয়া চলিল কাক্ যে বনেতে থাকে ॥
 অদৃশ্য হইয়া কাক্ কোন্ রাজ্যে গেল ।
 মহা-চিন্তা মালিনীর চিন্তেতে জন্মিল ॥
 বাটা খুই সেই কাক্ আইল আর-বার ।
 মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার ॥

“মহা-তীর্থ ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার ।
 ‘শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র হৈল অপহার’ ॥
 শুনিলে প্রমাদ হৈব” হেন মনে গণি’ ।
 নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥
 হেন-কালে নিত্যানন্দ আইলা সেই-স্থানে ।
 দেখয়ে মালিনী কান্দে, নাহিক কারণে ॥
 হাসি বলে নিত্যানন্দ “কান্দ কি কারণ ?
 কোন্ দুঃখ বল, সব করিব খণ্ডন ॥”
 মালিনী বলয়ে “শুন শ্রীপাদ গোসাঞি ।
 ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি ॥”
 নিত্যানন্দ বলে “মাতা ! চিন্তা পরিহর ।
 আমি দিব বাটি, তুমি ক্রন্দন সম্বর’ ॥”
 কাক প্রতি হাসি প্রভু বলয়ে বচন ।
 “কাক তুমি বাটি ঝাট আনহ এখন ॥”
 সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি ।
 তাঁর আজ্ঞা লজ্জিবেক—কাহার শক্তি ॥
 শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায় ।
 শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায় ॥
 ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল ।
 বাটি মুখে করি পুনঃ সেইখানে আইল ॥
 আনিয়া থুইল বাটি মালিনীর স্থানে ।
 নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥
 আনন্দে মুচ্ছিতা হৈলা অপূর্ব দেখিয়া ।
 নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাগুইয়া ॥
 “যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন ।
 যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥
 যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে ।
 কাক-স্থানে বাটি আনে’ কি মহত্ব তাঁরে ॥
 যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত-ভুবন ।
 লীলায় না জানে ভব, করয়ে পালন ॥
 অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে ।
 কি মহত্ব তাঁর—বাটি আনে কাক-স্থানে ॥

যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্বের বনবাসে ।
 নিরবধি রক্ষক আছিল। সীতা-পাশে ॥
 তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ ।
 ইহা বই, সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥
 তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ । • •
 সে তুমি যে বাটি আন—এ কোন প্রকাশ ॥
 যাহার চরণে পূর্বের কালিন্দী আসিয়া ।
 স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥
 চতুর্দশভুবন-পালন-শক্তি য়ার ।
 কাঙ্ক্ষানে বাটি আনে' কি মহদ্ব তাঁর ॥
 তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয় ।
 'যেই কর', সেই সত্য চারি-বেদে কয় ॥”
 হাসে' নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন ।
 বাল্য-ভাবে বলে “মুঞি করিব ভোজন ॥”
 নিত্যানন্দ দেখিলে তাঁহার স্তন ঝরে ।
 বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তনপান করে ॥
 এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত ।
 আমি কি বলিব—সর্ব-জগতে বিদিত ॥
 করয়ে দুজ্জয়-কর্ম্ম অলৌকিক যেন ।
 যে জানয়ে তদ্ব, সে মানয়ে সত্য হেন ॥
 অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম-উদ্দাম ।
 সর্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥
 কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী ।
 যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
 যে সে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্তের নহে ।
 তবু সে চরণ-ধন রছক হৃদয়ে ॥
 এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ।
 নিরবধি আপনে গৌরাজ রক্ষা করে ॥
 একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম-সুন্দর ॥
 যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম-হরিষে ।
 প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি-দিশে ॥

যখন থাকয়ে লক্ষ্মী-সঙ্গে বিশ্বস্তর ।
 শচীর চিন্তিতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥
 মা'য়ের চিত্তের স্থখ ঠাকুর জানিয়া ।
 লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥
 হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিস্ফল ।
 আইলা প্রভুর বাড়ী--পরম-চঞ্চল ॥
 বাল্য-ভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া ।
 কাহারে না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
 প্রভু বলে “নিত্যানন্দ ! কেনে দিগম্বর ?”
 নিত্যানন্দ “হয় হয়” করয়ে উত্তর ॥
 প্রভু বলে “নিত্যানন্দ ! পরহ বসন ।”
 নিত্যানন্দ বলে “আজি আমার গমন ॥”
 প্রভু বলে “নিত্যানন্দ ! ইহা কেনে করি ?”
 নিতাই বলেন “আজ থাইতে না পারি ॥”
 প্রভু বলে “এক কহি কহ কেনে আর ?”
 নিত্যানন্দ বলে “আমি গেলু দশবার ॥”
 ক্রুদ্ধ হই বলে “প্রভু ! মোর দোষ নাই ।”
 নিত্যানন্দ বলে “প্রভু ! হেথা নাহি আই ॥”
 প্রভু বলে “রূপা করি পরহ বসন ।”
 নিত্যানন্দ বলে “আমি করিব ভোজন ॥”
 চৈতন্য আবেশে গন্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
 এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায় ॥
 আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন ।
 বাহু নাহি, হাসে' পদ্মাবতীর নন্দন ॥
 নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে' ।
 বিগ্নরূপ পুঞ্জ হেন মনে মনে বাসে' ॥
 সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে ।
 মাঝে মাঝে সে-ই রূপ আই মাত্র দেখে ॥
 কাহারে না কহে আই, পুঞ্জ-স্নেহ করে ।
 সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বস্তরে ॥
 বাহু পাই নিত্যানন্দ পরিলা বসন ।
 সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥

আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া ।
 এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥
 “হায় হায়” বলে আই” কেনে ফেলাইলা ?”
 নিত্যানন্দ বলে “কেনে ঐকঠাঐঃ দিলা ॥”
 আই বলে “আর নাহি, আর কি খাইবা ?”
 নিত্যানন্দ বলে “চাহ, অবশ্য পাইবা ॥”
 ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে ।
 সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে ॥
 আই বলে “সে সন্দেশ কোথায় পড়িল ।
 ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল ?”
 ধূলা যুটাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া ।
 হরিষে আইলা আই অপূর্ব দেখিয়া ॥
 আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায় ।
 আই বলে “বাপ ! ইহা পাইলা কোথায় ?”
 নিত্যানন্দ বলে “যাহা ছড়াইয়া ফেলিনু ।
 তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিবু ॥”
 অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে’ ।
 “নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে ॥”
 আই বলে “নিত্যানন্দ ! কেনে মোরে ভাঁড়’ ।
 জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়’ ॥”
 এইমত নিত্যানন্দ-চরিত অগাধ ।
 স্মৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্যা-বাধ ॥
 নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ;
 গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন ॥
 বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর :
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ‘শেষ’ মহাধর ॥
 বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম ।
 মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

• ইতিশ্রীনিত্যানন্দচরিতায়তে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবাস
 অঙ্গনে-অপূর্বলীলা ও শচীমাতায় চলনা নাম ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন ।

—०—

সপ্তম অধ্যায় ।

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর সঙ্গে ।
নবদ্বীপে দুইজনে করে বহু-রঙ্গে ॥
রুগানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ-রায় ।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর-সন্তাষ ।
আপনা-আপনি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস ॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন ছন্দার ।
শুনিলে অপূর্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥
বর্ষায় গঙ্গায় ঢেউ কুস্তীয়ে বেষ্টিত ।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্রেক নাহি ভাঁত ॥
সর্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়' ।
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ-রায় ॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায় ।
না বুঝিয়া সর্বলোক করে 'হায় হায়' ॥
আনন্দে মূচ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ ।
তিন-চারি-দিবসেও না হয় চেতন ॥
এইমত আর কত অচিন্ত্য-কথন ।
অনন্ত-মুখেও নারি করিতে বর্ণন ॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে ।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥
বাল্যভাবে দিগম্বর, হাস্য শ্রীবদনে ।
সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥
নিরবধি এই বলি করেন ছন্দার ।
“মোর প্রভু নিমাই-পণ্ডিত নদীয়ার ॥”

হাসে' প্রভু দেখি তান মূর্তি দিগম্বর ।
 মহা-জ্যোতির্ময় তনু দেখিতে স্তম্ভর ॥
 আথে-ব্যাথে প্রভু নিজ-মস্তকের বাস ।
 পরাইয়া থুইলেন, তথাপিও হাস ॥
 আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য-গন্ধে ।
 শেষে মালা পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥
 বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন ।
 স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব-ভক্তগণ ॥
 “নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ ।
 এই তুমি নিত্যানন্দ—রাম মূর্তিমন্ত ॥
 নিত্যানন্দ—পর্যটন ভোজন ব্যবহার ।
 নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার ॥
 তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা ?
 পরম স্তুত্যা—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা ॥”
 চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-মতি ।
 যে বলেন, যে করেন,—সর্বত্র সন্মতি ॥
 প্রভু বলে “একখানি কোপীন তোমার ।
 দেহ’—ইহা বড় ইচ্ছা আছেয়ে আমার ॥”
 এতবলি প্রভু তাঁর কোপীন আনিয়া ।
 ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া ॥
 সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীর জনে জনে ।
 খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে ॥
 প্রভু বলে “এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে ।
 অন্তের কি দায়, ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥
 নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি ।
 জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥
 কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই ।
 সঙ্গী-সখা-শয়ন-ভূষন-বন্ধু-ভাই ॥
 বেদের অগম্য-নিত্যানন্দের চরিত্র ।
 সর্ব-জীব-জনক-রক্ষক সর্ব-মিত্র ॥
 ইহান ব্যভার সব কৃষ্ণ-রসময় ।
 ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হয় ॥

ভক্তি করি ইহান কোপীন বান্ধ' শিরে ।
 মহা-যত্নে ইহা পূজা কর' গিয়া ঘরে ॥”
 পাইয়া প্রভুর ষাঙ্ক্সা সর্ব-ভক্তগণ ।
 পরম-আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥
 প্রভু বলে “শুনহ সকল ভক্তগণ !
 নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥
 করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান ।
 কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥”
 আঙ্ক্সা পাই সবে নিত্যানন্দের চরণ ।
 পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥
 পাঁচবার সাতবার একো জনে খায় ।
 বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥
 আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায় ।
 নিত্যানন্দ-পাদোদক কোতুকে লোটিয় ॥
 সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান ।
 মন্ত-প্রায় ‘হরি’ বলি করয়ে আহ্বান ॥
 কেহ বলে “আজ ধন্য হইল জীবন ।”
 কেহ বলে “আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥”
 কেহ বলে “আজি হইলাম কৃষ্ণ দাস ।”
 কেহ বলে “আজি ধন্য দিবস প্রকাশ ॥”
 কেহ বলে “পাদোদক বড় স্বাদু লাগে ।
 এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাগে’ ॥”
 কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব ।
 পান-মাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥
 কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি যায় ।
 হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায় ॥
 উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের-কীৰ্ত্তন ।
 বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥
 ক্রণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার ।
 উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে ।
 নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে ॥

কার গা'য়ে কে বা পড়ে, কে বা কারে ধরে ।
 কে বা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥
 কে বা কার গলা ধরি করয়ে রোদন ।
 কে বা কোন্ রূপ করে, নৈ যায় বর্ণন ॥
 'প্রভু' করিয়াও কারো কিছু ভয় নাগ্রিও ।
 প্রভু-ভৃত্য নাচয়ে সকলে এক-ঠাগ্রিও ॥
 নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকোলি ।
 আনন্দে নাচেন দুই প্রভু-কুতূহলী ॥
 পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে ।
 দেখিয়া আনন্দে সর্বগণ 'হরি' বলে ॥
 প্রেম-রসে মত্ত হই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 নাচেন লইয়া সব-প্রেম-অনুচর ॥
 এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥
 এই মত সর্ব-দিন প্রভু নৃত্য করি ।
 বসিলেন সর্বগণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥
 হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌর-সুন্দর ।
 সবারে কহেন অতি-অমায়ী-উত্তর ॥
 প্রভু বলে "এই নিত্যানন্দস্বরূপে ।
 যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥
 ইহান চরণ শিব ব্রহ্মার বন্দিত ।
 অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥
 তিলান্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে ।
 ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥
 ইহান বাতাস লাগিবেক যার গা'য় ।
 তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বথায় ॥"
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব-ভক্তগণ ।
 মহা-জয়-জয় ধ্বনি করিলা তখন ॥
 ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান ।
 তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
 নিত্যানন্দ স্বরূপের এ সকল কথা ।
 যে দেখিল, তাঁহারে সে জানয়ে সর্বথা ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

এইমত কত নিত্যানন্দের প্রভাব ।
 জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যমখণ্ডে মহাপ্রভুকর্তৃকনিত্যানন্দ
 মহিমাকীৰ্ত্তন নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

জগাই, মাধাই উদ্ধার ।

অষ্টম অধ্যায়

এক দিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি ।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥
“শুন শুন নিত্যানন্দ ! শুন হরিদাস !
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর' এই ভিক্ষা ।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কর' শিক্ষা ॥
ইহা বহি আর, না বলাবে, না বলিবা ।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব ।
তবে আমি চক্র-হস্তে সকলে কাটিব ॥”
আজ্ঞা শুনি হাসে' সব বৈষ্ণবমণ্ডল ।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা আছে কার বল ॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস ।
সেইক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস ॥
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে ।
ইথে অপ্রতীত যার, সে স্ববুদ্ধি নহে ॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা চৈতন্য না মানে ।'
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥
আজ্ঞা পাই দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে ।
“বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন ।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই ! হই এক-মন ॥”
এইমত নদীয়ায়—প্রতি ঘরে ঘরে ।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥

দোহান সন্ন্যাসী-বেশ, যান ঘরে ঘরে ।
 আথে-ব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥
 নিত্যানন্দ হরিদাস বলে “এই ভিক্ষা ।
 বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর’ কৃষ্ণশিক্ষা ॥”
 এই বোল বলি দুইজন চলি যায় ।
 যে হয় সৃজন, সে বড় সুখ পায় ॥
 অপরূপ শূনি লোক দুজন্যর-মুখে ।
 নানা-জনে নানা-কথা কহে নানা-স্থখে ॥
 “করিব করিব” কেহ বলয়ে সন্তোষে ।
 কেহ বলে “ক্ষিপ্ত দুইজন মজ্ঞ-দোষে ॥
 যে-গুলি চৈতন্য-নৃতো না পাইল দ্বার ।
 তার বাড়ী মাত্র গেলে বলে “মার মার ॥
 তোমরা পাগল হইলা দুই সঙ্গ দোষে ।
 আমা’ সবা’ পাগল করিতে আইস কিসে ?”
 ভব্য সভা লোক সব হইলা পাগল ।
 নিমাইপণ্ডিত নম্র করিল সকল ॥
 কেহ বলে “এ দুজন কিবা চোর-চর ।
 ছলা করি চচ্চিয়া বুলয়ে ঘরে-ঘর ॥
 এমত প্রকট কেন করিবে সৃজনে ।
 আর-বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥”
 শূনি শূনি নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে’ ।
 চৈতন্যের আশ্রয়-বলে না পায় তরাসে ॥
 এইমত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া ।
 প্রতিদিন বিশ্বস্তর-স্থানে কহে গিয়া ॥
 একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল ।
 মহা-দস্যু-প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥
 সে দুই জন্যর কথা কহিতে অপার ।
 তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর ।
 ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ ।
 ডাকা, চুরি, পরগৃহ দাহে’ সর্বক্ষণ ॥
 দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় ‘কোটাল’ ।
 মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥

দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায় ।
 যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলীয় ॥
 দূরে থাকি লোকসব পথে দেখে রজ ।
 সেই-খানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ ॥
 ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চূলে ।
 ‘চকার বকার’ শব্দ উচ্চ করি বলে ॥
 নদীয়ার বিপ্লব করিমু জাতি নাশ ।
 মত্তের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস ॥
 সর্ব-পাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল ।
 বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল ॥
 অহর্নিশ মত্তপের সঙ্গে রঞ্জে থাকে ।
 নহিল বৈষ্ণব-নিন্দা এই সব পাকে ॥
 যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয় ।
 সর্ব-ধর্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয় ॥
 সন্ন্যাসী-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্য ।
 মত্তপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্য ॥
 মত্তপের নিকৃতি আছয়ে কোন্ কালে ।
 পর-চর্চকের গতি কভু নাহি ভালে ॥
 শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ ।
 নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্বনাশ ॥
 দুই-জনে কিলাকিলি গালাগালি করে ।
 নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥
 লোক-স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে ।
 “কোন্ জাতি দুইজন, এ মত বা কেনে ?”
 লোকে বলে “গোসাঞি ! ব্রাহ্মণ দুইজন ।
 দিব্য পিতা মাতা, মহা-কুলেতে উৎপন্ন ॥
 সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে ।
 তিলাঙ্কেকে দোষ নাহি এ দৌহার বংশে ॥
 এই দুই গুণবস্ত্র পাসরিল ধর্ম্য ।
 জন্ম হইতে করয়ে এই পাপ-কর্ম্য ॥
 ছাড়িল গোপীয়া বড় দুর্জ্ঞান দেখিয়া ।
 মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া ॥

এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায় ।
 পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায় ॥
 হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন ।
 ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন ॥”
 শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য-হৃদয় ।
 দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥
 “পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার ।
 এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥
 লুকাইয়া করে প্রভু আপনা’ প্রকাশ ।
 প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস ॥
 এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে ।
 তবে সে প্রভাব দেখে সকল-সংসারে ॥
 তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস ।
 এ দুইয়েরে করৈ যদি চৈতন্য-প্রকাশ ॥
 এখন যেমন মন্ত আপনা না জানে ।
 এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥
 ‘মোর প্রভু’ বলি যদি কান্দে দুইজন ।
 তবে সে সার্থক মোর যত পর্যাটন ॥
 যে যে জন এ দুয়ের ভায়া পরশিয়া ।
 বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া ॥
 সেই সব জন যদি এ দৌহারে দেখি ।
 গঙ্গা-স্নান হেন মানে, তবে মোরে লিখি ॥”
 শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা অপার ।
 পতিতের ত্রাণ লাগি য়ার অবতার ॥
 এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি ।
 বলে “হরিদাস ! দেখ দৌহার দুর্গতি ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ক-ব্যবহার ।
 এ দৌহার যম-ঘরে নাহিক নিস্তার ॥
 প্রাণান্তে মারিল তোমা’ যবনের গণে ।
 তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥
 যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর’ মনে মনে ।
 তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥

তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা ।
 আপনে कहিলা প্রভু এই তত্ত্ব-কথা ॥
 প্রভুর প্রভাব সব দ্বেখুক সংসার ।
 চৈতন্য করিল হেন-দুইর উদ্ধার ॥
 যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে ।
 সাক্ষাতে দেখুক এবে এ-তিন-ভুবনে ॥”
 নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে ।
 ‘পাইল উদ্ধার দুই’ জানিলেন মনে ॥
 হরিদাস প্রভু বলে “শুন মহাশয় !
 তোমার যে ইচ্ছা, সে-ই প্রভুর নিশ্চয় ॥
 আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও ।
 আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও ॥
 হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন ।
 অত্যন্ত কোমল হই বলেন বচন ॥
 “প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই ।
 তাহা कहি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই ॥
 সবারে ভজিতে ‘কৃষ্ণ’ প্রভুর আদেশ ।
 তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥
 বলিবার ভার মাত্র আমা দোহাকার ।
 বলিলে না লয়, তবে সেই ভার তাঁর ॥
 বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে ছয়ের স্থানে ।
 নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥
 সাধু-লোকে মানা করে “নিকটে না যাও ।
 নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥
 আমরা অন্তরে থাকি পরম-তরাসে ।
 তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে ॥
 কিসের সন্ন্যাসী-জ্ঞান ও’ দুইর ঠাঁই ।
 ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥”
 তথাপিও দুইজন ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি ।
 নিকটে চলিলা, দৌহে মহা কুতূহলী ॥
 শুনিলারে পায় হেন নিকটে গাকিয়া ।
 কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম ।
 কৃষ্ণমাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
 তোমা’ সব’ লটুগিয়া কৃষ্ণের অবতার ।
 হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥”
 ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুইজন ।
 মহা-ক্রোধে দুইজন অরুণ-নয়ন ॥
 সন্ন্যাসী-আকার দেখি মাথা তুলি চায় ।
 “ধর ধর ধর” বলি ধরিবারে যায় ॥
 আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায় ।
 “রহ রহ” বলি দুই দস্যু পাছে যায় ॥
 ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে ।
 মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে ॥
 লোকে বলে “তখনেই যে নিষেধ করিল ।
 এ দুই সন্ন্যাসী আজি সঙ্কটে পড়িল ॥”
 যতেক পাষণ্ডী-সব হাসে’ মনে মনে ।
 “ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ॥”
 “রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ !” স্তব্রাক্ষণে বলে ।
 সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥
 দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায় ।
 “ধরিনু ধরিনু” বলি লাগি নাহি পায় ॥
 নিত্যানন্দ বলে “ভাল হইল বৈষ্ণব ।
 আজি যদি প্রাণ বাঁচে. তবে পাই সব ॥
 হরিদাস বলে “ঠাকুর ! আর কেনে বল ।
 তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥
 মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ ।
 উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ-অবশেষ ॥”
 এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।
 দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
 দৌহার শরীর স্থল—না পারে চলিতে ।
 তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ হরিতে ॥
 দুই দস্যু বলে “ভাই ! কোথারে যাইবা ।
 জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমনে এড়াইবা ?

তোমরা না জান' এথা জগা-মাথা আছে ।
 খানি রহ উলটিয়া হের্-দেখ পাছে ॥”
 ত্রাসে ধায় দুই প্রভু ষচন শুনিয়া ।
 “রক্ষ কৃষ্ণ ! রক্ষ কৃষ্ণ ! গোবিন্দ !” বলিয়া ॥
 হরিদাস বলে “আমি না পারি চলিতে । • •
 জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥
 রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই ।
 চঞ্চলের বুদ্ধে আজি পরাণ হারাই ॥” •
 নিত্যানন্দ বলে “আমি নহি যে চঞ্চল ।
 মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে ।
 তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান ।
 ‘চোর চঞ্চ’ বহি লোকে নাহি বলে আন ॥
 না করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে ।
 করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥
 আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি ।
 দুই-জনে বলিলাম, দোষভাগী আমি ?”
 হেনমতে দুই-জনে আনন্দ-কন্দল ।
 দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল ॥
 ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী ।
 মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি ॥
 দেখা না পাইয়া দুই মছপ রহিল ।
 শেষে ছড়াছড়ি দুইজনেই বাজিল ॥
 মছের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল ।
 আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ॥
 কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চা'য় ।
 কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ॥
 স্থির হই দুইজনে কোলাকোলি করে ।
 হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বস্তরে ॥
 বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল-লোচন ।
 সর্ববাস্তুরূপ মদন-মোহন ॥

চতুর্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল ।
 অশ্রুদ্বারা কৃষ্ণকথা যে কহেন সকল ॥
 কহেন আপন তত্ত্ব সভা' মধ্যে রঞ্জে ।
 শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥
 নিত্যানন্দ-হরিদাস হেনই সময় ।
 দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥
 “অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন ।
 পরম মদ্যপ, পুনঃ বলয়ে ‘ব্রাহ্মণ’ ॥
 ভাল রে বলিল তারে ‘বল কৃষ্ণ-নাম’ ।
 খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল প্রাণ ॥”
 প্রভু বলে “কে সে দুই, কিবা তার নাম ।
 ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম ?”
 সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস ।
 কহয়ে যতেক তার বিকস্ম-প্রকাশ ॥
 “সে দুইয়ের নাম প্রভু !—জগাই মাধাই ।
 সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাই ॥
 সঙ্গ-দোষে সে দোহাঁর হৈল হেন মতি ।
 আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি ॥
 সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে’ ।
 হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে ॥
 সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি ।
 আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি !”
 প্রভু বলে “জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা ।
 খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ॥”
 নিত্যানন্দ বলে “খণ্ড খণ্ড কর’ তুমি ।
 সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি ॥
 কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই ।
 আগে সেই দুইজনে ‘গোবিন্দ’ বলাই ॥
 স্বভাবে ত ধার্মিক বলয়ে কৃষ্ণ-নাম ।
 এ দুই বিকস্মে বই নাহি জানে আন ॥
 এ দুই উদ্ধার’ যদি দিয়া ভক্তি-দান ।
 তবে জানি ‘পাতকী-পাবন’ হেন নাম ॥

আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা ।
 ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা ॥”
 হাসি বলে বিশ্বস্তর “হইল উদ্ধার ।
 যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥
 বিশেষে চিস্তহ তুমি এতেক মঙ্গল ।
 অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥”
 শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ ।
 জয়-জয়-হরি-ধ্বনি করিলা তখন ॥
 “হইল উদ্ধার” সবে মানিলা হৃদয় ।
 অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কয় ॥
 “চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু, আমারে পাঠায় ।
 আমি থাকি কোণা, সে বা কোন দিগে যায় ॥
 বন্যতে জাহুবী জলে কুস্তীর বেড়ায় ।
 সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায় ॥
 কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি ‘হায় হায়’ ।
 সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
 যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া ।
 মারিবার তরে শিশু, যায় খেদাড়িয়া ॥
 তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া ।
 তা’ সবা’ পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥
 গোয়ালার হৃত দধি লইয়া পলায় ।
 আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥
 সে ই সে করয়ে কন্ধ্যা, যেই যুক্তি নহে ।
 কুমারী দেখিয়া বলে করিব বিবাহে ॥
 চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে ‘মহেশ’ বলায় ।
 পরের গাভীর দুগ্ধ—‘দুহি দুহি’ খায় ॥
 আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে ।
 “কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে ॥
 চৈতন্য—বলিস্ যারে ঠাকুর করিয়া ।
 সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ॥”
 কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে ।
 দৈব যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥

মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে ।
 কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥
 মহা-ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার ।
 জীজন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥”
 হাসিয়া অদ্বৈত বলে “কোন চিত্র নয় ।
 মত্তপের উচিত—মত্তপ সঙ্গ হয় ॥
 তিন-মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত ।
 নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত ?
 নিত্যানন্দ করিবে—সকলে মাতোয়াল ।
 উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল ॥,
 এই দেখ তুমি, দিন-দুই-তিন ব্যাজে ।
 সেই দুই মত্তপ আনিবে গোষ্ঠী—মাঝে ॥’
 বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ ।
 দিগম্বর হই বলে অশেষ-বিশেষ ॥
 “শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি ।
 কেমনে নাচয়ে গায় দেগো তান শক্তি ॥
 দেখ কালি সেই দুই মত্তপ আনিয়া ।
 নিমাই নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া ॥
 একাকার করিবেক সেই-দুই-জনে ।
 জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে ॥”
 অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে’ হরিদাস ।
 ‘মত্তপ উদ্ধার’ চিন্তে হইল প্রকাশ ॥
 অদ্বৈতের-বাক্য বুঝে কাহার শকতি ।
 বুঝে হরিদাস প্রভু, যার যেন মতি ॥
 এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া ।
 গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া ॥
 যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
 অশ্রু-বৈষ্ণবেরে নিন্দে,’ সেই যায় ক্ষয় ॥
 সেই দুই মত্তপ বেড়ায় স্থানে স্থানে ।
 আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ।
 দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা ।
 বেড়াইয়া বুলে সর্ব-ঠাঞি দেই হানা ॥

সকল-লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক ।
 কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারাজ ॥
 নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গাস্নানে ।
 যদি যায়, তবে দশ-বিশের গমনে ॥
 প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশা-ভাগে ।
 সর্ব-রাত্রি প্রভুর কীর্তন শুনি জাগে ॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্তনের সঙ্গে ।
 মছের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥
 দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায় ।
 শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ খায় ॥
 যখন কীর্তন করে, দুই জন রয় ।
 শুনিয়া কীর্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয় ॥
 মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে ।
 আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥
 প্রভুরে দেখিয়া বলে “নিমাই-পণ্ডিত !
 করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী-গীত ॥
 গায়েন সব ভাল মুই দেখিবারে চাই ।
 সকল আনিয়া দিব, যথা যেই পাই ॥”
 দুৰ্জ্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায় ।
 আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥
 একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া ।
 নিশায় আইসে দৌহে ধরিলেক গিয়া ॥
 “কে রে, কে রে” বলি ডাকে, জগাই মাধাই ।
 নিত্যানন্দ বলেন “প্রভুর বাড়ী যাই ॥”
 মদ্যের বিক্ষেপে বলে “কিবা নাম তোর ?”
 নিত্যানন্দ বলে “অবধূত নাম মোর ॥”
 বাল্য-ভাবে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
 মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥
 ‘উদ্ধারিব দুইজন’ হেন আছে মনে ।
 অতএব নিশায় আইলা সেই-স্থানে ॥
 ‘অবধূত’ নাম শুনি মাধাই কুপিয়া ।
 মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥

ফুটিল মুটকী শিরে, রক্ত পড়ে ধারে ।
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥
 দয়া হৈল জগাইর, রক্ত দেখি মাথে ।
 আর-বার-মারিতে—ধরিল তার-হাতে ॥
 কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দড় ।
 দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ॥
 এড় এড় -অবধত না মারিহ আর ।
 সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই তোমার ॥”
 আগে-ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা ।
 সাজোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥
 নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে ।
 হাসে' নিত্যানন্দ সেই-দুয়ের ভিতরে ॥
 রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহু নাহি মানে' ।
 “চক্র ! চক্র ! চক্র !” প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥
 আগে-ব্যাথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল ।
 জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল ॥
 প্রমাদ গণিলা সব-ভাগবতগণ ।
 আগে-ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥
 “মাধাই মারিতে প্রভু ! রাখিল জগাই ।
 দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥
 মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু ! এ দুই শরীর ।
 কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির ॥”
 “জগাই রাখিল” হেন বচন শুনিয়া ।
 জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা স্থখী হৈয়া ॥
 জগাইরে বলে “কৃষ্ণ কৃপা কর তোরে ।
 নিত্যানন্দ রাখিয়া, কিনিলা তুমি মোরে ॥
 যে অর্ভাষ্ট চিন্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ' ।
 আজি হৈতে হউ তোর প্রেম-ভক্তি-লাভ ॥”
 জগাইর বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল ।
 জয়-জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল ॥
 “প্রেম-ভক্তি হউ” বলি যখন বলিলা ।
 তখন জগাই প্রেমে মুচ্ছিত হইলা ॥

প্রভু বলে “জগাই ! উঠিয়া দেখ মোরে ।
 সত্য আমি প্রেম-ভক্তি-দান দিলা তোরে ॥”
 চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ।
 জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বস্তর ॥
 দেখিয়া মুর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই । .
 বক্ষে শ্রীচরণ দিলা গৌরঙ্গ-গৌসাই ॥
 পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন ।
 ধরিল জগাই সেই অমূল্য-রতন ॥
 চরণে ধরিয়া কান্দে স্নকৃতি জগাই ।
 এমন অপূর্ব করে গৌরঙ্গ-গৌসাই ॥
 এক জীব, দুই দেহ,—জগাই মাধাই ।
 এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক-ঠাই ॥
 জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল ।
 মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ॥
 আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া ।
 পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবত হৈয়া ॥
 “দুইজনে এক-ঠাই কৈলা প্রভু ! পাপ ।
 অনুগ্রহ কেনে প্রভু ! কর দুই ভাগ ?
 মোরে অনুগ্রহ কর,’ লও তোর নাম ।
 আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥”
 প্রভু বলে “তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুই ।
 নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুই ॥
 মাধাই বলে “ইহা বলিতে না পার ।
 আপনার ধর্ম্য সে আপনি কেন ছাড় ?
 বাণে বিক্ষিলেক তোমা’ অস্তুরেরগণে ।
 নিজ-পদ তা’ সবারে তবে দিলে কেনে ?”
 প্রভু বলে “তাহা হৈতে তোর অপরাধ ।
 নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত ॥
 আমা’ হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড় ।
 তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড় ॥”
 “সত্য যদি কহিলা ঠাকুর ! মোর স্থানে ।
 বলহ নিষ্কৃতি—মুঞি পাইব কেমনে ? .

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত ।

সর্ব-রোগ নাশ'—বৈষ্ণুচূড়ামণি তুমি ।
 তুমি' রোগ চিকিচ্ছিলে সুস্থ হই আমি ॥
 না কর' কপট প্রভু ! সংসারের নাথ !
 বিদিত হইলা, আর লুকাইবা কা'ত ?"
 প্রভু বলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড় !
 নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া তুমি পড় ॥"
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন ।
 ধরিল অমূল্যধন নিতাইচরণ ॥
 যে চরণ ধরিলে না যায় কভু নাশ ।
 রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ ॥
 বিশ্বস্তুর বলে "শুন নিত্যানন্দ-রায় !
 পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায় ॥
 তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত ।
 তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমা'ত ॥"
 নিত্যানন্দ বলে "প্রভু ! কি বলিব মুই ।
 বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর' সেহ-শক্তি তুই ॥
 কোন জন্মে থাকে যদি আমার স্মৃত ।
 সব দিনু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত ॥
 মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই ।
 মায়া ছাড়, কৃপা কর,' তোমার মাধাই ॥"
 বিশ্বস্তুর বলে "যদি ক্ষমিল। সকল ।
 মাধাইরে কোল দেহ,' হউক সফল ॥"
 প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ়-আলিঙ্গন ।
 মাধাইর হৈল সব-বন্ধন-মোচন ॥
 মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা ।
 সর্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা ॥
 হেনমতে দুইজনে পাইলা মোচন ।
 দুই-জনে স্তুতি করে ছুয়ের চরণ ॥
 প্রভু বলে "তোরা আর না করিস্ পাপ ।"
 জগাই মাধাই বলে "আর না রে বাপ ॥"
 প্রভু বলে "শুন শুন তোরা-দুই-জন !
 সত্য সত্য আমি তোরে করিলা মোচন ॥

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর ।
 আর যদি না করিস্, সব দায় মৌর ॥
 তো' দৌহার মুখে মুক্তি করিব আহ্বার ।
 তোর দেহে হইবেক মৌর অবতার ॥”
 প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই ।
 আনন্দে মুচ্ছিত হই পড়িলা তথাই ॥
 মোহ গেল, দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে ।
 বুঝি আশ্রয় করিলেন প্রভু বিশ্বস্তরে ॥
 “দুইজনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে ।
 কীর্তন করিব দুইজনের সহিতে ॥
 ব্রহ্মার ছল ভাজি এ-দৌহারে দিব ।
 এ-দৌহারে জগতের উত্তম করিব ॥
 এ-দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান ।
 এ-দৌহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান ॥
 নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয় ।
 নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥”
 জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া ।
 প্রভুর বাড়ীর ভিতর গেলা লইয়া ॥
 আপ্তগণ সান্তাইলা প্রভুর সহিতে ।
 পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যেতে ॥
 বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
 দুই-পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥
 সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ ।
 চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ ॥
 পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস ।
 গরুড়াই, রমাই, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস ॥
 বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর-আচার্য্য ।
 এ সব জানয়ে চৈতন্যের সব-কার্য্য ॥
 অনেক মহাস্তু আর চৈতন্য বেড়িয়া ।
 আনন্দে ভাসিলা জগাই মাধাই লইয়া ॥
 লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব-গা'য় ।
 জগাই মাধাই দৌহে গড়াগড়ি যায় ॥

কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের-অভিমত ।
 দুই দম্ভ্য করে—দুই মহাভাগবত ॥
 প্রভু বলে “এ দুই মদ্যপ নহে আর ।
 আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥
 সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ-দুয়েরে ।
 জন্মে জন্মে আর যেন আমা’ না পাসরে ॥
 যে রূপে যাহার ঠাই আছে অপরাধ ।
 ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ ॥”
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই ।
 সবার চরণ ধরি পড়িলা তথাই ॥
 সর্ব-মহাভাগবতে কৈলা আশীর্ব্বাদ ।
 জগাই-মাধাই হইলা নির-অপরাধ ॥
 প্রভু বলে “উঠ উঠ জগাই-মাধাই !
 হইলা আমার দাস, আর চিন্তা নাই ॥
 এ-দুয়ের পাপ মুই না লইনু আপনে ।
 এ-দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে ॥
 মশরীরে কভু কারো হেন নাহি হয় ।
 নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥
 তো’ সবার যত পাপ মুঞি নিনু সব ।
 সাক্ষাতে দেখহ ভাই ! এই অনুভব ॥”
 দুইজনের দেহে পাতক নাহি আর ।
 ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ॥
 দুই দম্ভ্য দুই মহাভাগবত করি ।
 গণ-সহে নাচে প্রভু গৌরান্ধ্র শ্রীহরি ॥
 হেনমতে জগাই-মাধাই-পরিজ্ঞান ।
 করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥
 যেই শুনে এই দুই-দম্ভ্যর উদ্ধার ।
 তারে উদ্ধারিবে গৌরচন্দ্র অবতার ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যাখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার নাম
 অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরযুগল স্তোত্র ।

(জগাই মাধাই কর্তৃক)

নবমঅধ্যায় ।

জগাই মাধাই দুইজনে স্তুতি করে ।
সবার সহিত শুনে গৌরাক্ষসুন্দরে ॥
শুদ্ধাস্বরস্বতী দুইজনের জিহ্বায় ।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্রপ্রভুর আজ্ঞায় ॥
“জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বস্তরাধর ॥
জয় জয় নিজ-নামাবিনোদ-আচার্য্য ।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব-কার্য্য ।
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ ॥
জয় জয় শচীপুত্র করুণার সিন্ধু ।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু ॥
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ রূপাময়-কলেবর ॥
সেই জয় জয় তুমি কর’ যত কাজ ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবধিরাজ ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত-বর ॥
জয় জয় অদ্বৈত-জীবন গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর ।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর ॥

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা-অবতারে ।
 ‘পরম অদ্ভুত’ তাহা ঘোষণায় সংসারে ॥
 আমা-দুই-পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার ।
 অল্পত্ব পাইল পূর্ব-মহিমা তোমার ॥
 অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ব ।
 আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব ॥
 সত্য কহি, আমি কিছু স্তুতি নাহি করি ।
 উচিত্তেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ॥
 কোটি-ব্রহ্ম-বধী যদি তব নাম লয় ।
 সত্ত্ব মোক্ষ-পদ তার বেদে সত্য কয় ॥
 হেন নাম অজামিল কৈল উচ্চারণ ।
 তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥
 বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার ।
 মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার ॥
 মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয় শরীরে তোমার ।
 তথাপিও আমা-দুই করিলা উদ্ধার ॥
 এবে বুঝি দেখ প্রভু ! আপনার মনে ।
 কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে ॥
 ‘নারায়ণ’ নাম শুনি অজামিল-মুখে ।
 চারি মহাজন আইলা সেই জন দেখে ॥
 আমি দেখিলাম তোমা’ রক্ত পাড়ি অঙ্গে
 সাজোপাজ, অস্ত্র, পারিষদ—সব সজে ॥
 গোপ্য করি রাখিছিল। এ সব মহিমা ।
 এবে ব্যক্ত হইল প্রভু ! মহিমার সীমা ॥
 এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত ।
 এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত ॥
 এবে সে বিদিত হৈল গোপ্য-গুণগ্রাম ।
 ‘নিরাক্ষ-উদ্ধার’ প্রভু ! ইহার সে নাম ॥
 যদি বল কংস-আদি যত দৈত্যগণ ।
 তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন ॥
 কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে ।
 নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥

তোমা'সনে যুবিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে ।
 ভয়ে তোমা নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে ॥
 তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে ।
 পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥
 তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল ।
 তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ?
 আমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে ।
 ছায়া ছুঞ যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে ॥
 সর্ব্বমতে প্রভু ! তোর এ মহিমা বড় ।
 কাহারে ভাণ্ডবে, সবে জানিলেক দড় ॥
 মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন ।
 একান্ত-শরণ দেখি করিলা মোচন ॥
 দৈবে সে উপমা নহে আশ্রয়ী পূতনা ।
 অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ॥
 ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্য-গতি ।
 বেদে বিনা তাহা দেখে কাহার শক্তি ॥
 যে করিলা এই দুই পাতকী-শরীরে ।
 সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে !
 যতেক করিলা তুমি পাতকী-উদ্ধার ।
 কারো কোনো রূপ লক্ষ্য আছে সবা'কার ॥
 নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্ম-দৈত্য দুইজন ।
 তোমার করুণা, সবে, ইহার কারণ ॥
 বুলিয়া বুলিয়া কাঁদে জগাই-মাধাই ।
 এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঁঞ ॥
 যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া ।
 জোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া ॥
 তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে ।
 যখন যে-রূপে কৃপা করহ যাহারে ॥”
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

‘ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর যুগল-স্তোত্র
 নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্র ।

(মাধাই কর্তৃক)

দশমঅধ্যায় ।

জগাই মাধাই দুই—চৈতন্য রূপায় ।
পরম ধার্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষঃকালে গঙ্গা-স্নান করিয়া নির্জনে ।
দুইলক্ষ কৃষ্ণ-নাম লয় প্রতিদিনে ॥
আপনারে ধিকার করয়ে অনুক্ষণ ।
নিরবধি ‘কৃষ্ণ’ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার ।
‘কৃষ্ণের দয়িত’ দেখে সকল সংসার ॥
পূর্বের যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া ।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে নুচ্ছিত হইয়া ॥
“গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন !”
সঙরি সঙরি পুনঃ করয়ে রোদন ॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে ।
সঙরি চৈতন্যরূপা দুইজন কান্দে ॥
সর্বজনসহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায় ।
তথাপিহ দৌহে চিন্তে সোয়াস্তি না পায়
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দে লজিয়া ।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া ॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ ।
তথাপ মাধাই চিন্তে না পায় প্রসাদ ॥

“নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুই কৈনু রক্তপাত ।”
 ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাতণ।
 “যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার ।
 হেন অঙ্গে মুই পাপী করিমু প্রহার ॥
 মূচ্ছাগত ছুয় ইহা সঙরি মাধাই ।
 অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক-আবেশে ।
 অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥
 সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায় ।
 অভিমান নাহি—সর্ব-নগরে বেড়ায় ॥
 একদিন নিত্যানন্দে নিভূতে পাইয়া ।
 পড়িলা মাধাই দুই-চরণে ধরিয়া ॥
 প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ ।
 দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন ॥
 “বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু ! করহ পালন ।
 তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥
 ভক্তির স্বরূপ প্রভু ! তোর কলেবর ।
 তোমাতে চিন্তয়ে মনে পার্বতী-শঙ্কর ॥
 তোমার সে ভক্তিব্যোগ, তুমি কর’ দান ।
 তোমা’ বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥
 তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী ।
 লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী ॥ ...
 তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণগুণ গাও ।
 সর্ব-ধর্ম-শ্রেষ্ঠ ‘ভক্তি’ তুমি সে বুঝাও ॥
 তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ ।
 তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ ॥
 ‘কালিন্দীভেদনকারী’ তোমার সে নাম ।
 তোমা’ সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥
 সর্ব-ধর্ম-ময় তুমি পুরুষ পুরাণ ।
 বেদে সে বলয়ে তোমা আদি-দেব-নাম ॥
 তুমি সে জগৎ পিতা মহাযোগেশ্বর ।
 তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্ধর ॥

তুমি সে পাষণ্ড-ক্ষয় রসিক-আচার্য্য ।
 তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্বকার্য্য ॥
 তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া ।
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা' পদ-ছায়া ॥
 তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি ।
 যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্বশক্তি ॥
 তুমি সঙ্গী, তুমি সখা, তুমি সে শয়ন ।
 তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন ॥
 তোমা' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর ।
 তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥
 তুমি সে করহ প্রভু ! পতিতের ত্রাণ ।
 তুমি সে সংহার' সর্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ ॥
 তুমি সে করহ সর্ব বৈষ্ণবের রক্ষা ।
 তুমি সে বৈষ্ণবধর্ম্য করাহ যে শিক্ষা ॥
 তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে ।
 তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে ॥
 তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার ।
 সেই দ্বারে কর' সর্ব-সৃষ্টির-সংহার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে---

“সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিকাম্যোতি জগন্ত্রয়ম্ ॥” ইতি ॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর' ।
 অনন্তব্রহ্মাণ্ড নাথ ! তুমি বক্ষে ধর ॥
 পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার ।
 যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ যশের বিহার ॥
 সে-হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিছু প্রহার ।
 মোরে দিক্ দারুণ পাতকী নাহি আর ॥
 পার্বর্তী-প্রভৃতি নবাব্দুদ নারী লৈয়া ।
 যে অঙ্গ পূজয়ে শিব—জীবন করিয়া ॥
 যে অঙ্গ পূজনে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন ।
 হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥

চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া ।
 স্মৃথে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া ॥
 হেন অঙ্গ মুই পাপী করিছু' লঙ্ঘন ।
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্বরণ ॥
 যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনুকাদি ঋষিগণ ।
 পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন ॥
 যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল ক্ষয় ।
 যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিরদের নাশ হয় ॥
 যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল ।
 আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল
 লঙ্ঘনের কি দায় যাঁহার অপমানে ।
 কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল জীবনে ।
 দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত ।
 তোমা দেখি না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥
 যাঁর অপমান করি রাজা দুর্যোধন ।
 সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ ॥
 দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ ।
 তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥
 কৃন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন ।
 তাঁ' সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুন ॥
 যাঁর অপমান-মাত্র জীবনের নাশ ।
 মুই দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস ॥”
 বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই ।
 বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই ॥
 “যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ ।
 পতিতের ত্রাণ লাগি যাঁহার প্রকাশ ॥
 শরণাগতেরে বাপ ! কর' পরিত্রাণ ।
 মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥
 জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন ।
 জয় নিত্যানন্দ--সর্ববৈষ্ণবের ধন ॥
 জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায় ।
 শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥

দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন-গো-খর ।
 সব-অপরাধ প্রভু ! মোর ক্ষমা কর' ॥”
 মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন ।
 হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন ॥
 “উঠ উঠ মাধাই ! আমার তুমি দাস ।
 তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥
 শিশু-পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় ?
 এইমত তোমার প্রহার মোর গা'য় ॥
 তুমি সে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে ।
 সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥
 আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র ।
 আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র ॥
 যে জন চৈতন্য ভজে, সেই মোর প্রাণ ।
 যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
 না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায় ।
 মোর দুঃখে জনো জনো সেহো দুঃখ পায় ॥’
 এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈল আলিঙ্গন ।
 সর্ব দুঃখ মাধাইর হৈলা বিমোচন ॥
 পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ ।
 “আর এক প্রভু ! মোর আছে নিবেদন ॥
 সর্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু ! তুমি ।
 সেই সব জীব হিংসা করিয়াছি আমি ॥
 কারে বা করিনু হিংসা, তারে নাহি চিনি ।
 চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥
 যা' সবার স্থানে করিলাম অপরাধ ।
 কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ ॥
 যদি মোরে প্রভু ! তুমি হইলা সদয় ।
 ইথে উপদেশ মোরে কর' মহাশয় ॥”
 প্রভু বলে “শুন কহি তোমার উপায় ।
 গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥
 স্ত্রুপে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান ।
 তখন তোমা'রে সবে করিবে কল্যাণ ॥

অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য ।
 ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য ॥
 কাকু করি সভারে করিহু নমস্কার ।
 তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার ॥”
 উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে ।
 চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিতে নয়নে বহে জল ।
 গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥
 লোকে দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেষান ।
 সবারে মাধাই করে দণ্ডপারণাম ॥
 “জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ ।
 সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥”
 মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্ব-জন ।
 আনন্দে ‘গোবিন্দ’ সবে করেন স্মরণ ॥
 শুনিল সকল লোকে “নিমাই-পণ্ডিত ।
 জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥”
 শুনিয়া সকল লোক হইলা বিস্মিত ।
 সবে বলে “নর নহে নিমাই-পণ্ডিত ॥
 না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুৰ্জ্জন ।
 নিমাই-পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন ॥
 নিমাই-পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস ।
 নষ্ট হৈবে—যে তাঁরে করিবে পরিহাস ॥
 এ ছুরের বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে ।
 সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥
 প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই-পণ্ডিত ।
 এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥”
 এইমত নদীয়ার লোকে কহে কথা ।
 আর লোক না মিশায়—নিন্দা হয় যথা ॥
 পরম-কঠোর তপ করয়ে মাধাই ।
 ‘ব্রহ্মচারী’ হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
 নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে ।
 স্বহস্তে কোদালি লই আপনই খাটে ॥

অদ্যাপি চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায় ।
 ‘মাধাইর ঘাট’ বলি সর্বলোকে গায় ॥
 এইমত সৎকীর্ত্তি হৈল দৌহাকার ।
 চৈতন্যপ্রসাদে দুই-দস্যুর উদ্ধার ॥
 মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড ।
 যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড ॥
 মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ ।
 ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন ॥
 চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কণা ।
 মন দিয়া শুন যে করিল যথা যথা ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 রন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-স্তোত্র-
 নাম দশমোঃধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুরসহিত, মহাপ্রভুর-সন্ন্যাস গ্রহণেরযুক্তি ।

একাদশঅধ্যায়

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া ।
চতুর্দিকে সকল পার্বদগণ লৈয়া ॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত ।
কেহো না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত ॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর ।
জানিলেন—‘প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥’
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায় ।
হইব সন্ন্যাসী-রূপ প্রভু সর্বথায় ॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দান ।
হুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাতে ধরি ।
নিভূতে বসিলা গিয়া গৌরাজ শ্রীহরি ॥
প্রভু বলে “শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
তোমাতে কহি যে নিজ হৃদয়-নিশ্চয় ॥
ভাল সে আইলাম আমি জগত তারিতে ।
তরণ নহিল আইলাম সংহারিতে ॥
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি-পাশ ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে ।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে ॥
ভাল লোক তারিতে করিনু অবতার ।
আপনে করিনু সর্বজীবের সংহার ॥

দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া ।
 ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
 যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে ।
 ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥
 তবে মোরে দেখি সে-ই ধরিব চরণ ।
 এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥
 সন্ন্যাসীয়ে সর্বলোকে করে নমস্কার ।
 সন্ন্যাসীয়ে কেহ আর না করে প্রহার ॥
 সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে ।
 ভিক্ষা করি বুলি দেখ আমারে কে মারে
 তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয় ।
 গারিহস্ত বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
 ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে ।
 বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাস-করণে ॥
 যে-রূপ করাহ তুমি, সেই হই আমি ।
 এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি ॥
 জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে ।
 ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥
 ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন-ক্ষণ ।
 তুমিত জান অবতারের কারণ ॥
 আর শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি !
 এ কথা কহিবা সবে পঞ্চজনা ঠাঞি ॥
 এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ দিবসে ।
 নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥
 'ইন্দ্রাণি' নিকটে কাটোয়া-নামে গ্রাম ।
 তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম ॥
 তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস স্থনিশ্চিত ।
 এই পাঁচ-জনা মাত্র করিবা বিদিত ॥
 আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ।
 শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর-মুকুন্দ ॥"
 শুন নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দান ।
 অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥

কোন্ বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে ।
 অবশ্য করিব প্রভু জানিলেন মনে ॥
 নিত্যানন্দ বলে “প্রভু ! তুমি ইচ্ছাময় ।
 যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই সে নিশ্চয় ॥
 বিধি বা নিষেধ কে, তোমাতে দিতে পারে ।
 সেই সত্য, যে তোমার আছে অস্তরে ॥
 সর্বলোকপাল তুমি সর্বলোকনাথ ।
 ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমা’ত ॥
 যেরূপে করিবে তুমি জগত-উদ্ধার ।
 তুমি সে জানহ তাহা কে জানিয়ে আর ॥
 স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত ।
 তুমি যে করিব সে-ই হইব নিশ্চিত ॥
 তথাপিহ কহ সর্ব-সেবকের স্থানে ।
 কে বা কি বলেন তাহা শুনহ আপনে ॥
 তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে ।
 কে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! বিরোধিতে পারে ॥”
 নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা ।
 পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥
 এইমত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি ।
 চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌর-হরি ॥
 গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জানি নিত্যানন্দ ।
 বাক্য নাহি ক্ষুরে, দেহ হইল নিম্পন্দ ॥
 স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে’ ।
 “প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥
 কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিন-রাতি ।”
 এতেক চিন্তিতে মূচ্ছা পায় মহামতি ॥
 তাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দরায় ।
 নিভূতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতাম্বে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুরসহিত,
 মহাপ্রভুর-সম্মাসগ্রহণেরযুক্তি নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দদ্বৈতচন্দ্রায়নমঃ ॥

শ্রী শ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত

অন্ত্যখণ্ড ।

প্রথমঅধ্যায় ।

মহাপ্রভুর ভক্তগণমিলন ।

মঙ্গলাচরণ ।

অবতীর্ণো স্বকারুণ্যো পরিচ্ছিন্নো সদীশ্বরো ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলজায় তে নম ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত ।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ ।
জয় জয় জয় শ্রীভকতসমাজ ॥
জয় জয় পতিতপাবন গৌরচন্দ্র ।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ ॥

শেষখণ্ড-কথা ভাই ! শুন এক-চিন্তে ।
 নিত্যানন্দ, ভক্তগণ মিলিলা যেমতে ॥
 তবে প্রভু সর্বভক্তগণ করি সঙ্গে ।
 নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥
 প্রভু বলে “শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
 সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥
 শ্রীবাসাদি যত আছে ভাগবতগণ ।
 সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ॥
 এই কথা তুমি গিয়া কহিও সবারে ।
 আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥
 সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে ।
 রহিবাও শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥
 তাঁ ‘সবা’ লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে ।
 আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া-নগরে ॥”
 প্রভুর আজ্ঞায় মহামল্ল নিত্যানন্দ ।
 নবদ্বীপে চলিলেন হইয়া আনন্দ ॥
 প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
 হৃদ্ধার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥
 মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল ।
 বিধি-নিষেধের পার বিহারসকল ॥
 ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি আরোহণ ।
 বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥
 ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায় ।
 বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ॥
 আপনা-আপনি সর্ব-পথে নৃত্য করে ।
 বাহু নাহি জানে ডুবে আনন্দ-সাগরে ॥
 কখন বা পথে বসি করয়ে রোদন ।
 হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥
 কখন হাসেন অতি মহা অটুহাস ।
 কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগবাস ॥
 কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে ।
 সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥

অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে ।
 ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥
 অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা ।
 ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥
 এইমত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া ।
 নবদ্বীপে প্রভুঘাটে মিলিলা আসিয়া ॥
 আপনা' সম্বর নিত্যানন্দ-মহাশয় ।
 প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আশ্রয় ॥
 আসি দেখে আইর দ্বাদশ-উপবাস ।
 সবে কৃষ্ণ-শক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস ॥
 যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল ।
 নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল ॥
 যারে দেখে আই তাহারেই বার্তা লয় ।
 “মথুরার লোক কি তোমরা সব হয় ?
 কহ কহ রাম-কৃষ্ণ আছেন কেমনে ?”
 বলিয়া মুচ্ছিত হই পড়য়ে তখনে ॥”
 ক্ষণে বলে আই “ওই শুনি শিঙ্গা বাজে ।”
 অক্রুর আইল কিবা পুনঃ গোষ্ঠ-মাঝে ?”
 এইমত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ।
 ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহি কলেবরে ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হেনই সময় ।
 আইর চরণে আসি দণ্ডবত হয় ॥
 নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবতগণ ।
 উচ্চঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
 “বাপ ! বাপ !” বলি আই হইলা মুচ্ছিত ।
 না জানিয়ে কে বা বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সবা' করি কোলে ।
 সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেমজলে ॥
 শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে ।
 “সহরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥
 শান্তিপুৰ গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে ।
 আমি আইলাম, তোমা' সবারে নিবারে ॥”

চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্বভক্তগণ ।
 পূর্ণ হৈলা শুনি নিত্যানন্দের বচন ॥
 সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল ।
 উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কৌলাহল ॥
 যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস ।
 সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥
 দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন ।
 চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছয়ে জীবন ॥
 দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর ।
 আইরে প্রবোধি বলে মধুর উত্তর ॥
 “কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান’ বা তুমি ।
 তোমাতে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥
 তিলাদ্বৈকো চিন্তে নাহি করিহ বিষাদ ।
 বেদে ও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥
 বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ ।
 সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন ॥
 হেন প্রভু বক্ষে হাত দিয়া আপনার ।
 আপনে সকল ভার হইল তোমার ॥
 ‘ব্যবহার পরমার্থ যতক তোমার ।
 মোর দায়’ প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥
 ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে সব জানে ।
 স্নেহে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥
 শীঘ্র গিয়া কর’ মাতা ! কৃষ্ণের রক্ষন ।
 আনন্দিত হউক সকল ভক্তগণ ॥
 তোমার হস্তের অন্তে সবাকার আশ ।
 তোমার উপাসে হয় কৃষ্ণ-উপবাস ॥
 তুমি যে নৈবেদ্যে কর’ করিয়া রক্ষন ।
 মোহার একান্ত তাহা খাইবারে মন ॥”
 তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন ।
 পাসরি বিরহ গেলা করিতে রক্ষন ॥
 কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী ।
 অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দস্বরূপের প্রতি ॥

তবে আই সর্ব-বৈষ্ণবে বে আগে দিয়া ।
 করিলেন ভোজন সবারে সম্ভোষিয়া ॥
 পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ ।
 দ্বাদশ-উপাঙ্গে আই করিলা ভোজন ॥
 তবে সর্বভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
 প্রভু দেখিবারে সজ্জ হইলেন রঙ্গে ॥
 এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী ।
 শুনিলেন “গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥”
 শুনিয়া অদ্ভুত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ ।
 সর্বলোক হরিবলি বলে ‘ধন্য ধন্য’ ॥
 পূর্বের যে পাষাণ সব করিল নিন্দন ।
 তারাও সপারিকরে করিল গমন ॥
 গুঢ় রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম ।
 “না জানিয়া নিন্দা করিলাম তান ধম্ম ॥
 এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ ।
 তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥”
 এইমত বলি লোক মহানন্দে ধায় ।
 হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥
 আইল সকল লোক ‘ফুলিয়া’ নগরে ।
 ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া ‘হরি’ বলে উচ্চঃসরে ॥
 শুনিয়া অপূর্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি ।
 বাহির হৈলা সর্ব সন্ন্যাসী-শিরোমণি ॥
 সর্বদা শ্রীমুখে ‘হরে কৃষ্ণ হরে হরে’ ।
 বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে ॥
 সর্বলোক ‘তাহি তাহি’ বলে হাত তুলি
 এইমত করে গৌরচন্দ্র কতুহলী ॥
 দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর ।
 সর্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥
 হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ ।
 আইল। নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্ত-বৃন্দ ॥
 শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর ।
 লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর ॥

দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ ।
 ক্রন্দন করেন সবে ধরি শ্রীচরণ ॥
 সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান ।
 সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ॥
 আৰ্ত্তিনাদ ক্রন্দন কয়েন ভক্তগণ ।
 শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥
 সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ ।
 'বোল বোল' বলি প্রভু গর্জে ঘনে-ঘন ॥
 কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী ।
 আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে 'হরি হরি' ॥
 রসময় নৃত্য অতি-অদ্ভুত-কথন ।
 দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥
 হারাইয়াছিল প্রভু, সর্বভক্তগণ ।
 হেন প্রভু পুনরায় দিলা দরশন ॥
 আনন্দে নাহিক বাহু কাহারো শরীরে ।
 প্রভু বেড়ি সবেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥
 কে বা কার গায়ে পড়ে, কে বা পারে ধরে ।
 কে বা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥
 নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-উদাম ।
 চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতিধাম ॥
 আনন্দে অধৈত নাচে-করয়ে ছঙ্কার ।
 সবেই চরণ ধরে যে পায় যাহার ॥
 যে স্মৃতি জন শুনে এসব আখ্যান ।
 তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র-ভগবান ॥
 পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন ।
 পুনরায় ঐশ্বর্য-আবেশে সংকীৰ্ত্তন ॥
 সর্ব বৈষ্ণবের সহিও প্রভুর মিলন ।
 ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতায়ুতে অস্ত্যগু মহাপ্রভুরভক্তগণ-মিলন
 নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

মহাপ্রভু-দণ্ড-ভঙ্গ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইমতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে ।
কত-দিনে উত্তরিলে স্তবর্ণরেখাতে ॥
স্তবর্ণরেখার জল পরম-নিশ্চল ।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল ॥
স্নান করি স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি ।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥
রহিলে অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র ।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥
কত-দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া ।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন ।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস, ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার ।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাথয়ে অপার ॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে' ॥
আপনা' আপনি নৃত্য করে কোনক্ষণে
টল-মল করয়ে পৃথিবী সেইক্ষণে ॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয় ।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয় ।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয় ॥

নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে ।
 চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে ॥
 ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে ।
 দণ্ড থুই নিত্যানন্দস্বরূপে কহে ॥
 “ঠাকুরের দণ্ডে মন দিহ সাবধানে ।
 ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥”
 আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ডধরি করে ।
 বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে ॥
 দণ্ড হাতে করি হাসে’ নিত্যানন্দ-রায় ।
 দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
 “ওহে দণ্ড ! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে ।
 সে তোমাতে বহিবেক এ-ত যুক্তি নহে ॥”
 এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড ।
 ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা, মাত্র ঈশ্বর সে জানে ।
 কেনে ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥
 নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর ।
 নিত্যানন্দেরও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
 আগে যেন দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 দৌহার অন্তর দৌহে জানে অনুক্ষণ ॥
 এক বস্ত্র দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে ।
 গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥
 বলরাম বিনে অন্য চৈতন্যের দণ্ড ।
 ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ?
 সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে ।
 যে জানয়ে মৰ্ম্ম, সেই জন স্নেহে তরে’ ॥
 দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া ।
 ক্ষণেকে জগদানন্দ, মিলিলা আসিয়া ॥
 ভগ্ন-দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত ।
 অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিস্তিত ॥
 বার্তা জিজ্ঞাসেন “দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে ?”
 নিত্যানন্দ বলে “দণ্ড ধরিলেক যে ॥

আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে ।
 তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে ॥”
 শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর ।
 ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর ॥
 বসিয়া আছেন ঋথা শ্রীগৌরসুন্দর ।
 ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর ॥
 প্রভু বলে “কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে ।
 পথে না কি কন্দল করিলা কারো মনে ?”
 কহিলা জগদানন্দ-পণ্ডিত সকল ।
 “ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিস্মল ॥” .
 নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে’ আপনি ।
 “কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥”
 নিত্যানন্দ বলে “ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান ।
 না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥
 প্রভু বলে “যাহে সর্ব-দেব-অধিষ্ঠান ।
 সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান ?”
 কে বুঝিতে পারে, গৌরসুন্দরের লীলা ।
 মনে করে এক, মুখ পাতে’ আর খেলা ॥
 এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়’ ।
 সে-ই সে অবুধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
 মারিবেন হেন বারে আচয়ে অন্তরে ।
 তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে ॥
 প্রাণ-সম অধিক বা যে সকল জন ।
 তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন ॥
 এইমত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাদ ।
 তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র ॥
 দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি ।
 শেষে ক্রোধ ব্যঞ্জিতে লাগিলা গৌরহরি ॥
 প্রভু বলে “সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ ।
 তাহা আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥
 এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই ।
 তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥”

মুকুন্দ বলেন তবে “তুমি চল আগে ।
 আমরা-সবার কিছু কৃত্য আছে পাছে ॥”
 “ভাল !” বলি চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ।
 মন্ত-সিংহ-প্রায় গতি লক্ষিতে দুক্ষর ॥
 মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে ।
 বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥
 দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত ।
 সবেই বলেন “শিব হইলা বিদিত ॥”
 আনন্দে অধিক সবে করে গীতবাদ্য ।
 প্রভুও নাচেন তিলান্বিত নাহি বাহ ॥
 কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিল ।
 আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিল ॥
 প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে ।
 নাচিতে লাগিল, বেড়ি গায় ভক্ত-রুন্দে ॥
 সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার ।
 নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার ॥
 এবে সে শিবের-পুর হইল সফল ।
 যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥
 কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া ।
 স্থির হই রহিলেন প্রিয়গোষ্ঠী লৈয়া ॥
 সবা’ প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন ।
 সবেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ-মন ॥
 নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে ।
 বলিতে লাগিল তঁারে কিছু কুতূহলে ॥
 “কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ ।
 যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ ॥
 আর আমা’ পাগল করিতে তুমি চাও ।
 আর যদি কর’ তবে মোর মাথা খাও ॥
 যেন কর’ তুমি আমা’ তেন আমি হই ।
 সত্য সত্য এই আমি সবা’ স্থানে কই ॥”
 সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবান ।
 “নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥

মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দদেহ বড় ।
 সজ সত্য সবারে কহিনু এই দঢ় ॥
 নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ ।
 মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি বাধ ॥
 নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে ।
 ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥”
 আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥
 পরম-আনন্দ হৈলা সর্বভক্তগণ ।
 হেন-লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে মহাপ্রভুর-দণ্ডভঙ্গ নাম
 দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দ-প্রভুর-সপরিবারে সার্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন ।

তৃতীয়অধ্যায়

“তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে ।
বা আমি যাইব আগে, তাহা বল মোরে ॥”
মুকুন্দ বলেন তবে “তুমি আগে যাও ।”
“ভাল !” বলি চলিলেন শ্রীগৌরাজরাও ॥
মন্ত-সিংহ গতি জিনি চলিলা সত্ত্বর ।
প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর ॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্বভৌম সেইকালে ।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন ।
দেখিলেন জগন্নাথ সুভদ্রা সঙ্কর্ষণ ॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হৃৎকার ।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মুচ্ছিত ।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র ॥
প্রভু সে হইয়াছেন অচেতনপ্রায় ।
দেখিমাত্র জগন্নাথ—নিজ-প্রিয় কায় ॥
আবরিয়া সার্বভৌম আছেন আপনে ।
প্রভুর আনন্দমুচ্ছা না হয় থগুনে ॥
শেষে সার্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে ।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে ॥

সার্বভৌম বলে “ভাই ! পড়িহারীগণ !
 সবে তুলি লহ এই পুরুষরতন ॥”
 পাণ্ডু বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ ।
 সবে প্রভু কোলে করি করিলা গমন ॥
 চতুর্দিকে হস্তধ্বনি করিয়া করিয়া ।
 বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥
 হেনই সময়ে সর্ব-ভক্ত সিংহদ্বারে ।
 আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অস্তরে ॥
 পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া ।
 পিঙ্গীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া ॥
 এইমত প্রভুকে অনেক লোক ধরি ।
 লইয়া যানেন সবে মহানন্দ করি ॥
 সিংহদ্বার নমস্করি সর্বভক্তগণ ।
 হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥
 সর্বলোকে ধরি সার্বভৌমের মন্দিরে ;
 আনিলেন, কপাট পড়িল তবে দ্বারে ॥
 প্রভুর আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ ।
 দেখি হৈলা সার্বভৌম হরষিত-মন ॥
 যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা’ স্থানে ।
 বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
 বড় সুখী হৈলা সার্বভৌম মহাশয় ।
 আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥
 যার কীর্তি মাত্র সর্ব বেদে ব্যাখ্যা করে
 অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥
 নিত্যানন্দ দেখি সার্বভৌম মহাশয় ।
 লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয় ॥
 মনুষ্য দিলেন, সার্বভৌম সবা’ সনে ।
 চলিলেন সবে জগন্নাথ দরশনে ॥
 যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ ।
 নিবেদন করে সে করিয়া জোড়হাত ॥
 “ঈশ্বর হই জগন্নাথ সবেই দেখিবা ।
 পূর্ব-গোসাঞির মত কেহো না করিবা ।

কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে ।
 স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥
 যেরূপ তোমার করিলেন একজনে ।
 জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥
 বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিল তান ।
 সে আছাড়ে অন্তের কি দেহে রহে প্রাণ ॥
 এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন ।
 সম্বরিয়া দেখিবা, করিবু নিবেদন ॥”
 শুনি সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ ।
 “চিন্তা নাহি” বলি সবে করিলা গমন ॥
 আসি দেখিলেন চতুর্বহুহ জগন্নাথ ।
 প্রকট-পরমানন্দ ভক্তগণ-সাথ ॥
 দেখি সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ।
 দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন ॥
 শ্রীচৈতন্যরসে নিত্যানন্দ মহাধীর ।
 পরম উদ্দাম—কোনস্থানে নহে স্থির ॥
 জগন্নাথ দেখিয়া যাতেন ধরিবারে ।
 পড়িহারীগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
 একেবারে উঠিয়া স্বর্ণসিংহাসনে ।
 বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥
 উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাত ।
 ধরিতে পড়িল গিয়া হাত পাঁচ সাত ॥
 নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার ।
 মালা লই পরিলেন গলে আপনার ॥
 প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া ।
 দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া ॥
 আঞ্জা-মালা পাই সবে আনন্দিত মনে ।
 আইলা-সত্বরে সার্বভৌমের ভবনে ॥
 মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্রগমনে ।
 পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥
 “এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয় ।
 বলরাম-স্পর্শে কি অন্তের দেহ রয় ॥

মন্তহস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে ।
 মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥
 হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিনু ।
 তুণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িনু ॥”
 এইমত চিন্তি পড়িহারী মহাশয় ।
 নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয় ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপ স্বভাব-বাল্যভাবে ।
 আলিঙ্গন করেন পরম-অনুরাগে ॥
 প্রভুর আনন্দ-মুচ্ছা হইল যেমতে ।
 বাহ নাহি তিলেক, আছেন সেইমতে ॥
 বসিয়া আছেন সার্বভৌম পদতলে ।
 চতুর্দিকে ভক্তগণ ‘রাম-কৃষ্ণ’ বলে ॥
 অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত ।
 তিন-প্রহরেও বাহ নহে কদাচিত ॥
 ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব-জগত জীবন ।
 হরিধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥
 প্তির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা’ স্থানে ।
 “কহ দেগি আজি মোর কোন্ বিবরণে ?”
 শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা ।
 “জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মুচ্ছা গেলা ॥
 দৈবে সার্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে ;
 ধরি তোমা’ আনিলেন আপন-ভবনে ॥
 আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ ।
 বাহ না জানিলা তিন-প্রহর দিবস ॥
 এই সার্বভৌম নমস্করেন তোমারে ।”
 আথে-ব্যথে প্রভু সার্বভৌমে কোলে করে ।
 প্রভু বলে “জগন্নাথ বড় কৃপাময় ।
 আনিলেন মোরে সার্বভৌমের আলয় ॥
 পরম সন্দেহ চিন্তে আছিলি আমার ।
 কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥
 কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে ।”
 এত বলি সার্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে ॥

প্রভু বলে “শুন আজি আমার আখ্যান ।
 জগন্নাথ আমি দেখিলাম বিভ্রম্যন ॥
 জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার ।
 ধরি আনি বক্ষ-মাক্কে থুই আপনার ॥
 ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি ।
 তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥
 দৈবে সার্বভৌম আজি আছিল নিকটে ।
 অতএব রক্ষা হৈল এ-মহা-সঙ্কটে ॥
 আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া ।
 জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া ॥
 অভ্যস্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব ।
 গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব ॥
 ভাগ্যে আমি আজি না ধরিনু জগন্নাথ ।
 তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমা’ত ॥”
 নিত্যানন্দ বলে “বড় এড়াইলে ভাল ।
 বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল ॥”
 প্রভু “বলে নিত্যানন্দ ! সম্বরিতা মোরে ।
 দেহ আমি এই সমর্পিলাম তোমারে ॥”
 তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেম-স্থখে ।
 বসিলেন সবার সহিত হাশ্র মুখে ॥
 বহুবিধ মহা-প্রসাদ আনিয়া সত্তরে ।
 সার্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে ॥
 মহা-প্রসাদ দেখি প্রভু করি নমস্কার ।
 বসিলা ভুঞ্জিতে লই সব পরিবার ॥
 নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ ।
 ইহার শ্রবণে হয় নিতাইর সঙ্গ ॥
 শেষখণ্ডে নিতাই আইলা নীলাচলে ।
 এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামতে অস্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-প্রভুর-সমর্প-
 করে সার্বভৌম-মিলন ও জগন্নাথ-দর্শন নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-সপারিকরে-গৌড়েগমন ও রাঘবগৃহেঅভিষেক ।

চতুর্থঅধ্যায় ।

শেষ খণ্ডকথা ভাই ! শুন একমনে ।
শ্রীনিতাইচাঁদ বিহরিলেন যেমনে ॥
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ।
নিভূতে বসিল। নিত্যানন্দ সঙ্গে করি ॥
প্রভু বলে “শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে ।
‘মুর্থ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমমুখে ॥’
তুমি ও থাকিলা যদি মুনিধন্য করি ।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥
তবে মুর্থ নীচ যত পতিত সংসার ।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে ।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও ।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥
মুর্থ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন ।
ভক্তি দিয়া কর’ গিয়া সবারে মোচন ॥”
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে ।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥
রামদাস গদাধরদাস মহাশয় ।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা ভক্তিরসময় ॥

কৃষ্ণদাসপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস ।
 পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের যত আশ্রয়গণ ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে কছিল গমন ॥
 চলিলেন নিত্যানন্দ গোড়দেশ-প্রতি ।
 সর্বপারিষদগণ করিয়া সংহতি ॥
 পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 সর্বপারিষদ আগে কৈলা প্রেমময় ॥
 সবার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত ।
 কার্ দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥
 প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস ।
 তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ ॥
 মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
 আছিল প্রহর-তিন বাহু পাসরিয়া ॥
 হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে ।
 'দধি কে কিনিবে বলি অট্ট অট্ট হাসে ॥'
 রঘুনাথ-বৈষ্ণু উপাধ্যায় মহামতি ।
 হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী ॥
 কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস—দুইজন ।
 গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ ॥
 পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে ।
 'মুইরে অঙ্গদ' বলি লাফ দিয়া পড়ে ॥
 এইমত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম ।
 সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥
 দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই-চারি ।
 যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা' পাসরি ॥
 কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে ।
 "বল ভাই ! গঙ্গাতীরে যাইব কেমনে ॥"
 লোকে বলে "হায় হায় পথ পাসরিলা ।
 দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা ॥"
 লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা-পথ ।
 পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত ॥

পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে ।
 লোক বলে “পথ রহে দশক্রোশ বামে ॥”
 পুনঃ হাসি সকেই চলেন পথ যথা ।
 নিজ দেহ না জানেন, পথের কি কথা ॥
 যত দেহধর্ম - ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ ।
 কাহার নাহিক —পাই পরানন্দসুখ ॥
 পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ ।
 কে বর্ণিবে—কেবা জানে—সকলি অনন্ত
 হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম ।
 আইলেন গঙ্গাতীরে পাণিহাটি গ্রাম ॥
 রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্ববাঞ্ছা আসিয়া ।
 রহিলেন সকল পার্বদগণ লৈয়া ॥
 পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত ।
 শ্রীমকরধ্বজ-কর গোপীর সহিত ॥
 হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটি গ্রামে ।
 রহিলেন সকল - পার্বদগণ-সনে ॥
 নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার ।
 বিহ্বলতা বই দেহে বাহ্য নাহি আর ॥
 নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে ।
 গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে ॥
 স্মৃতি মাধবঘোষ—কীর্তনে তৎপর ।
 তেন কীর্তনীয় নাহি পৃথিবীভিতর ॥
 যাহারে কহেন- বৃন্দাবনের গায়ন ।
 নিত্যানন্দস্বরূপে মহাপ্রিয়তম ॥
 মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব-তিন ভাই ।
 গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই ॥
 হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল ।
 পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল ॥
 নিরবধি ‘হরি বলি’ করেন হুঙ্কার ।
 আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥
 যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে ।
 সে-ই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥

পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ ।
 সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥
 স্বতক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার ।
 সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥
 কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে ।
 আজ্ঞা হৈল অভিষেক করিবার তরে ॥
 রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে ।
 অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥
 সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল ।
 নানাগন্ধে স্রবাসিত করিয়া সকল ॥
 সমস্তাষে সবেই দেন শ্রীমন্তকোপরি ।
 চতুর্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি' ॥
 সবেই পড়েন অভিষেকমন্ত্র-গীত ।
 পরমসম্বোধে সবে হৈলা পুলকিত ॥
 অভিষেক করাইয়া নতন বসন ।
 পরাইয়া লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥
 দিবা দিবা বনমালা তুলসী-সহিতে ।
 পান-বক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥
 তবে দিবা-খট্টা সর্গে করিয়া ভূষিত ।
 সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥
 খট্টায়ে বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
 চতুর্ধারিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥
 জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ।
 চতুর্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥
 “বাহি বাহি” সবেই বলেন বাহু তুলি ।
 কার বাহু নাহি, সবে মহাকুতূহলী ॥
 স্নানোভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
 প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি করি চারিদিকে চা'য় ॥
 আজ্ঞা করিলেন “শুন রাঘবপণ্ডিত !
 কদম্বের মালা গাঁথি আনহ হরিত ॥
 বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প প্রতি ।
 কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥”

করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে ।
 “কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥”
 প্রভু বলে “বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে ।
 কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ॥”
 বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব ।
 বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
 জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল ।
 ফুটিয়া আচ্ছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥
 কি অপূর্ব বর্ণ সে বা, কি অপূর্ব গন্ধ ।
 সে পুষ্প দেগিলে ক্ষয় যায় সর্ব বন্ধ ॥
 দেগিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত ।
 বাহু দূরে গেল, হৈলা মহা-আনন্দিত ॥
 আপনা সম্বর মালা গাঁথিয়া সহরে ।
 আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥
 কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ-রায় ।
 পরমসন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥
 কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব ।
 বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
 আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে ।
 অপূর্ব দোনার গন্ধ পায় সর্বজনে ॥
 দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে ।
 দশদিগ ব্যাপ্ত হৈল সকল মন্দিরে ॥
 হাসি নিত্যানন্দ বলে “শুন ভাই সব !
 বল দেখি কি গন্ধের পাণ্ড অনুভব ॥”
 করজোড় করি সবে লাগিলা কহিতে ।
 “অপূর্ব দোনার গন্ধ পাই চারি-ভিতে ।
 সবার বচন শুনি নিত্যানন্দ-রায় ।
 কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায় ॥
 প্রভু বলে “শুন সবে পরম রহস্য ।
 তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য ॥
 চৈতন্যগোসাঁঞ আজি শুনিতে কীর্তন
 নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥

সর্ববাক্সে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা ।
 একবৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা ॥
 সেই শ্রীঅঙ্কের দিব্য-দমনক-গন্ধে ।
 চতুর্দিকে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥
 তোমা' সবাচার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে ।
 আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥
 এতেকে তোমরা সর্ব কার্য্য পরিহরি ।
 নিরবধি 'কৃষ্ণ গাও' আপনা' পাসরি ॥
 নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে ।
 সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে ॥”
 এত কহি “হরি” বলি করয়ে হুঙ্কার ।
 সর্বদিগে প্রেমবৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বৃষ্টিপাতে ।
 সবার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে ॥
 শুন শুন আরে ভাই ! নিত্যানন্দ শক্তি
 যে রূপে দিলেন সর্বজগতে ভক্তি ॥
 যে ভক্তি গোপীকাগণে কহে ভাগবতে ।
 নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥
 নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।
 সন্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥
 কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে ।
 পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥
 কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া ।
 বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া ॥
 কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি ।
 উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি ‘হরি হরি’ ॥
 কেহ বা গুবাক বনে যায় রড় দিয়া ।
 গাছ-পাঁচ-সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥
 হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল ।
 তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥
 অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘম্ম, পুলক, হুঙ্কার ।
 স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গজ্জন, সিংহসার ॥

শ্রীআনন্দ মুচ্ছা-আদি যত প্রেমভাব ।
 ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অমুরাগ ॥
 সবার শরীরে শূর্ণ হইল সকল ।
 হেন নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেম-বল ॥
 যে-দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 সেই-দিগে মহাপ্রেমভক্তিবৃষ্টি হয় ॥
 বাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মুচ্ছা পায় ।
 বস্ত্র না সম্বরে', ভূমি পড়ি গড়ি যায় ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপেরে ধরিবারে যায় ।
 হাসে' নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া থটায় ॥
 যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান ।
 সবাতে হইল সর্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥
 সর্বজ্ঞতা বাক-সিদ্ধি হইল সবার ।
 সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥
 সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া ।
 সে-ই হয় বিহ্বল, সকল পাসরিয়া ॥
 এইমত পাণিহাটী গ্রামে তিন-মাস ।
 করে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তির বিলাস ॥
 তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে ।
 দেহ-ধন্য তিলাদ্বৈক কারো নাহি ক্ষুরে ॥
 তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার ।
 সবে প্রেমস্বখে নৃত্য বহি নাহি আর ॥
 পাণিহাটীগ্রামে যত হৈল প্রেমস্বখ ।
 চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক ॥
 এক দণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত ।
 তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার্ কত ॥
 ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ ।
 চতুর্দিকে লই সব পারিষদসঙ্গ ॥
 কখন বা আপনে বসিয়া নীরাসনে ।
 নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে ॥
 এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয় ।
 চতুর্দিকে দোঁখি যেন প্রেমবন্তাময় ॥

মহাবাড়়ে পড়়ে যেন কদলক-বন ।
 এইমত প্রেমসুখে পড়়ে সৰ্ববজন ॥
 আপনে যে-হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
 সেইমত করিলেন সৰ্ব্বভক্তবৃন্দ ॥
 নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংকীৰ্ত্তন ।
 করায়েন করেন লইয়া ভক্তগণ ॥
 হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে ।
 সে-ই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে ॥
 যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে ।
 সে-ই আসি উপসন্ন হয় সেইক্ষণে ॥
 এইমত পরানন্দ ভক্তিসুখরসে ।
 ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিন-মাসে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতিশ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অস্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর-সপারিকরে-
 গোড়়েগমন ও রাঘব-গৃহেঅভিষেক নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-অলঙ্কারধারণ ও গদাধর-মিলন ।

পঞ্চমঅধ্যায় ।

তবে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কত দিনে ।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব-অলঙ্কার সেইক্ষণে ।
উপসন্ন আসিয়া হইল বিদ্যামানে ॥
স্বর্ণ রজত মরকত মনোহর ।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তুত ॥
মণি স্ত্রীপ্রবাল পটুবাস মুক্তাহার ।
স্বকৃতিসকলে দিয়া করে নমস্কার ॥
কত বা নিশ্চিন্ত কত করিয়া নিশ্চয় ।
পারিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥
দুই হস্তে স্বর্ণের অঙ্গদ বলয় ।
পুষ্ট করি পারিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥
স্বর্ণমুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন ।
দশ-অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য-হার ।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্বসার ॥
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ স্বর্ণ রজতে ।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে ॥
মুক্তা-কসা-স্বর্ণ করিয়া সুরচন ।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥
পাদপদ্মে রজত-নূপুর বিলক্ষণ ।
তদুপরি মল্ল শোভে জগতমোহন ॥

শুরূ পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস ।
 অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলস ॥
 মালতী মল্লিকা জুখী চম্পকের মালা ।
 শ্রীবক্ষে করয়ে দোল-আন্দোলন-খেলা ॥
 গোরোচন-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে ।
 বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥
 শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস ।
 তরুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥
 প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি ।
 হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥
 যে-দিগে চাহেন দুই কমল-নয়নে ।
 সেই-দিগে প্রেমবর্ষে ভাসে সর্ব্বজনে ॥
 রজতের প্রায় লৌহদণ্ড স্ত্রশোভন ।
 দুই দিগে করি তথি স্ত্রবর্ণ বন্ধন ॥
 নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে ।
 মুঘল ধরিলে যেন প্রভু হনধরে ॥
 পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার ।
 অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, স্ত্র-হার ॥
 শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা ।
 সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥
 এইমত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে ।
 বিহরেন সকল পার্শ্বদ করি সঙ্গে ॥
 তবে প্রভু সকল পার্শ্বদগণ মেলি ।
 ভক্ত-গৃহে-গৃহে করে পর্যটনকেলি ॥
 জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম ।
 সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥
 দরশন-মাত্র সর্ব্বজীব মুক্ত হয় ।
 নাম তনু দুই—নিত্যানন্দরসময় ॥
 পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি ।
 সর্ব্বস্ব দিবারে সেইক্ষণে হয় মতি ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের শরীর মধুর ।
 সবারেই কৃপাদৃষ্টি করেন প্রচুর ॥

কি ভোজনে কি শয়নে কি বা পর্য্যটনে ।
 ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীৰ্ত্তন বিনে ॥
 যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন ।
 তথায় বিহ্বল হয় কত শত জন ॥
 গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে ।
 তাহারা ও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি টানে ॥
 লুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া ।
 “মুঞি রে গোপাল” বলি বেড়ায় ধাইয়া
 হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে ।
 শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
 “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ” বলি ।
 সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী ॥
 এইমত নিত্যানন্দ—বালকজীবন ।
 বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
 মাসেকের এক শিশু না করে আহার ।
 দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
 হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ ।
 সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥
 পুত্রপ্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া ।
 করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া ॥
 কারে ও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে ।
 মারেন বান্ধেন—তবু অটু অটু হাসে’ ॥
 একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে ।
 আইলেন, তানে প্রীতি করিবার তরে ॥
 গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয় ।
 হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
 মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস ।
 নিরবধি ডাকেন “কে কিনিবে গো-রস ॥”
 শ্রীবালগোপালমূর্ত্তি তান দেবালয় ।
 আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥
 দেখি বালগোপালেরমূর্ত্তি মনোহর ।
 প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥

অনন্তহৃদয়ে দেখি শ্রীবালগোপাল ।
 সর্ব-গণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥
 হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায় ।
 করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥
 দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ ।
 শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ ॥
 ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠ-ধ্বনি ।
 শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূতমণি ॥
 স্মৃতি শ্রীগদাধরদাস করি সঙ্গে ।
 দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজরঙ্গে ॥
 গোপীভাবে বাহু নাহি গদাধরদাসে ।
 নিরবধি আপনারে 'গোপী' হেন বাসে ॥
 দানখণ্ডলীলা শুনি নিত্যানন্দরায় ।
 যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ॥
 প্রেমভক্তিবিকারের যত আছে নাম ।
 সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥
 বিদ্যাতের প্রায় নৃত্যগতির ভঙ্গিমা ।
 কিবা সে অদ্ভুত ভূজ-চালন-মহিমা ॥
 কিবা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস ।
 কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥
 একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর ।
 কিবা জোড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর ।
 যে-দিগে চা'হেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে ।
 সেই-দিগে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণসুখে ভাসে ॥
 হেন সে করেন রূপা-দৃষ্টি অতিশয় ।
 পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয় ॥
 যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনি গণে ।
 নিত্যানন্দপ্রসাদে তা' ভুঞ্জে যে-তে-জনে
 হস্ত সম জন না খাইলে তিন দিন ।
 চলিতে নাপারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥
 একমাস এক শিশু না করে আহার ।
 তথাপিও সিংহ প্রায় সব ব্যবহার ॥

হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায় ।
 তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্যমায়ায় ॥
 এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে ।
 গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বসে ॥
 বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে ।
 নিরবধি “হরি বোল” বলায় সবারে ॥
 সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার ।
 কীর্তনের প্রতি ঘৃণা করয়ে অপার ॥
 পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয় ।
 নিশাভাগে গেল সেই কাজীর আশয় ॥
 যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে ।
 নির্ভয়ে চলিল নিশাভাগে তার ঘরে ॥
 নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে ।
 প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে ॥
 দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্বগণে ।
 বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে ॥
 গদাধর বলে “আরে ! কাজী বেটা কোথা ।
 ঝাট ‘কৃষ্ণ’ বল, নহে ছিণ্ডি তোর মাথা ॥”
 অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির ।
 গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির ॥
 কাজী বলে “গদাধর ! তুমি কেন এগা ?”
 গদাধর বলেন “আচয়ে কিছু কথা ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি ।
 জগতের মুখে বলাইলা ‘হরি হরি’ ॥
 সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম ।
 তাহা বলাইতে আইলাম তোমা’ স্থান ॥
 পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি ।
 তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥”
 যতপিও কাজী মহা-হিংসক-চরিত ।
 তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত ॥
 হাসি কাজী বলে “শুন দাস-গদাধর !
 কালি বলিবাঙ ‘হরি’ আজি যাহ ঘর ॥”

হরি-নাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে ।
 গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেম-সুখে ॥
 গদাধরদাস বলে “আর কালি কেনে ।
 এই ত বলিলা ‘হরি’ আপন বদনে ॥
 আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্রণ ।
 যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ ॥”
 এত বলি পরম-উন্মাদে গদাধর ।
 হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥
 কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে ।
 নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে ॥
 এইমত গদাধরদাসের মহিমা ।
 চৈতন্য-পাষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা ॥
 যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে ।
 পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে ॥
 হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতিলয় ।
 হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥
 হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম ।
 ইহায়ে সে বলি—কৃষ্ণ-আবেশের কর্ম ॥
 সত্যকৃষ্ণভাব হয় যাঁহার শরীরে ।
 অগ্নি-সর্প-ব্যাত্রেও লজ্জিতে না পারে ॥
 ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব ।
 গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥
 ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায় ।
 দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥
 ভজ ভাই ! হেন নিত্যানন্দের চরণ ।
 যাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্য-শরণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অস্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-
 ধারণ ও গদাধরমিলন নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

*শ্রীমদ্‌উদ্ধারণদত্ত ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিলন।

নষ্টাধ্যায়

কত দিন থাকি নিত্যানন্দ খুঁড়দহে ।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ-সহে ॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান ।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বের সপ্ত-ঋষিগণ ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥
তিন দেবী সেই-স্থানে একত্রে মিলন ।
জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম ॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল-ভুবনে ।
সর্বপাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম-আনন্দে ।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব-বন্দে ॥

* ১৪০৩ শকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মুক্ত-বেণী স্থান, ত্রিবেণীর তারবর্তী হুগলি জেলার অন্তঃগতি সপ্তগ্রাম নগরে, (ত্রিশবিঘা ফেঁসনের সন্নিকট) বৈষ্ণ-জাতীয় স্তবর্ণবাণিক বর্ণসম্ভূত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীধর চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঔরসে ও শ্রীমতা ভদ্রাবতীর গর্ভে মহাত্মা শ্রীমদ্‌উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন । ইনি শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহাত্মস্মরণ অতিশয় প্রিয়-ভক্ত এবং প্রিয়পাশ্বদ ছিলেন ইনিই শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা শ্রীদাম, স্তবল প্রভৃতি দ্বাদশ গোপালের মধ্যে স্তবাহ নামক পঞ্চম গোপাল রূপে অবতীর্ণ হয়েন ।

“শ্রীদামাচ স্তদামাচ স্তবলশ্চ মহাবলঃ ।

স্তবাহ্ ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণস্তুরামকৌ ।

লবঙ্গশ্চ মহাবাহু গন্ধর্ব্ব বারবাহুকৌ ॥”

বৃহৎ, গণঃ দীপিকা ।

উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবস্তুর মন্দিরে ।
 রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥
 কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ ।
 ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা-অধিকার ।
 পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর ॥
 জন্মজন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর ।
 জন্মজন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর ॥
 যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে ।
 পবিত্র হইলা, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥
 বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার ।
 বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার ॥
 সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরে ঘরে ।
 আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥
 বণিকসকল নিত্যানন্দের চরণ ।
 সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥
 বণিক্-সবের কৃষ্ণভজন দেখিতে ।
 মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥
 নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মহিমা অপার ।
 বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈলা উদ্ধারণ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখা উক্ত দ্বাদশ গোপালের মধ্যে “সুবাহুর্ঘো
 ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যক” অর্থাৎ ব্রজলীলায় যিনি “সুবাহু” নামে
 গোপাল সখা ছিলেন । তিনিই শ্রীগৌরাজ অবতারে শ্রীমদ্ উদ্ধারণ
 দত্ত ঠাকুর নামে আবির্ভূত হন । শ্রীমদুদ্ধারণদত্ত ঠাকুর মহাশয়
 যুবা বয়সেই নিজপুত্র শ্রীশ্রীনিবাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে গাহন্ত্যে শ্রীশ্রী
 প্রভুর সেবাদি কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া বৈরাগ্যাবশতঃ, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ
 প্রভুর একান্ত শরণাগত হইয়া, সর্ববাস্তুঃকরণে তদীয় সেবা করিতে
 করিতে তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হন ।

“মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।
 সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দ চরণ ॥”

শ্রীচৈতন্য চরিতাঃ গ্রন্থ ।

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দরায় ।
 গণ-সহ সংকীৰ্ত্তন করেন লীলায় ॥
 সপ্তগ্রামে যত হৈল কীৰ্ত্তনবিহার ।
 শতবৎসরৈও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
 পূৰ্ব্ব যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে ।
 সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥
 রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয় ।
 সৰ্ব্ব-দিগ হৈল হরিসঙ্কীৰ্ত্তনময় ॥
 প্রতি-ঘরে-ঘরে প্রতি-নগরে-নগরে ।
 নিত্যানন্দমহাপ্রভু কীৰ্ত্তন বিহরে ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে ।
 হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥
 অন্তের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন ।
 তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥
 যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার ।
 ব্রাহ্মণের আপনারে জন্ময়ে ধিকার ॥
 জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয় ।
 যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥
 এইমতে সপ্তগ্রামে আশ্রয়া-মুলুকে ।
 বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কোতুকে ॥

এমন কি তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর এত প্রিয়-ভক্ত হইয়াছিলেন যে:

“একদিন বিপ্র সব একত্র হইয়া ।
 হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে স্তুত্যা ॥
 শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন ।
 স্বপাক করয়ে কিন্মা আছয়ে ব্রাহ্মণ ॥
 প্রভু বলে কখন বা আমি পাক করি ।
 না পারিলে ‘উদ্ধারণ’ রাখয়ে উতারি ॥
 এইমত পরিবর্ত রূপে পাক হয় ।
 শুনিয়া সবার মান লাগিল বিস্ময় ॥
 তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন্ জাতি ।
 পূৰ্ব্বাশ্রমে কোন্ নামে কোথায় বসতি ॥
 প্রভু কহে ‘ত্রিবেণীতে’ বসতি উহার ।

তবে কত দিনে আইলেন শাস্তিপুরে ।
 আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ॥
 দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমূখ ।
 হেন নাহি জানেন জন্মিলকোন্ সুখ ॥
 “হরি” বলি লাগিলেন, করিতে ছুঙ্কার ।
 প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপে অদ্বৈত করি কোলে ।
 সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥
 দৌহে দৌহা দেগি বড় হইল-বিবশ ।
 জন্মিল অত্যন্ত অনির্বচনীয় রস ॥
 দৌহে দৌহা ধরি গড়ি য়ায়েন অঙ্গনে ।
 দৌহে চাহে ধরিবারে দৌহার চরণে ॥
 কোটি সিংহ জিনি দৌহে করে সিংহনাদ ।
 সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥
 তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হৈলা স্থির ।
 বসিলেন একস্থানে হই মহাধীর ॥
 করজোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি ।
 সন্তোষে করেন, নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি ॥
 “তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম ।
 মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥
 স্বর্ণ-বর্ণিক দেখি করিনু স্রীকার ॥
 এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল ।
 ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল ॥”

শ্রীনিত্যাঃ বংশঃ বিস্তারঃ গ্রন্থ ।

তিনি কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সেবা করিতে করিতে
 নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবন-ধাম প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া
 অবশেষে কাটোয়ার উত্তর “উদ্ধারণ পুরে” শ্রীশ্রী৬মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি
 স্থাপন পূর্ব্বক সেবা করেন । এইরূপ কিছু কাল যাপন করিয়া
 অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা-এয়োদশী-তিথিতে তিরোভূত হইয়াছিলেন ।

উক্ত দিবস বৈষ্ণবগণের এক মহাপর্বাহ । কিন্তু হায় ! কএকজন
 প্রাচীন ভাগবত মহাশয় ব্যতীত কাহারও মনে এ বিষয়ের পবিত্র স্মৃতি
 জাগরুক নাই । এমনই কাল মাহাত্ম্য !!!

সর্ব-জীব-পরিভ্রাণ তুমি মহাহেতু ।
 মহাপ্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্যসেতু ॥
 তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি ।
 তুমি সে চৈতন্য বন্ধে ধর পূর্ণ শক্তি ॥
 ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যার ।
 তুমি সে পরম উপদেক্টা সবাকার ॥
 বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা' হৈতে ।
 তথাপিও অভিমান না স্পর্শে' তোমাতে ॥
 পতিতপাবন তুমি দোষদৃষ্টিশূন্য ।
 তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য ॥
 সর্ববিশুদ্ধময় এই বিগ্রহ তোমার ।
 অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে' স্বরূপে যাহার ॥
 যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে ।
 তবে কার শক্তি আছে, জানিতে তোমারে
 অজ্ঞোদধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর ।
 সহস্রবদন আদিদেব মহীধর ॥
 রক্ষকুলহস্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ।
 তুমি গোপপুঞ্জ হলধর মুর্ত্তিমন্ত ॥
 মূর্থ নাচ অধম পতিত উদ্ধারিতে ।
 তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবাতে ॥
 যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে ।
 তোমা' হৈতে তাহা পাইবে যে-তে-জনে ॥”
 কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা ।
 আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা' ॥
 অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব ।
 এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥
 তবে যে কলহ হের অন্যান্য বাজে ।
 সে কেবল পরানন্দ, যদি মনে বুঝে ॥
 অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার ।
 জানিহ—ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার ॥
 হেনমতে দুই মহাপ্রভু নিজরঙ্গে ।
 বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে ॥

অনেক রহস্য করি অদ্বৈত-সহিত ।
 অশেষপ্রকারে তান জন্মাইয়া প্রীত ॥
 তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি ।
 নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বাপ-প্রতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অস্ত্যখণ্ডে শ্রীমদুদ্বারগ দত্ত ও
 শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মিলন নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশচীমাতামিলন ও চৌরদস্যুর উদ্ধার ।

সপ্তমঅধ্যায় ।



তবে নিত্যানন্দমহাপ্রভু কতদিনে ।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥ .
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি ।
পারিষদগণ সব চলিলা সংহতি ॥
সেইমত সর্ববাদ্যে আইলা আই-স্থানে ।
আসি নমস্করিলেন আইর-চরণে ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে দেখি শচী-আই ।
কি আনন্দ পাইলেন—তার অন্ত নাই ॥
আই বলে “বাপ ! তুমি সত্য অন্তর্যামী ।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাম আমি ॥
মোর চিন্তা জানি তুমি আইলা সত্ত্বর ।
কে তোমা’ চিনিতে পারে সংসারভিতর ॥
কতদিন থাক বাপ ! এই নবদ্বীপে ।
যেন তোমা’ দেগো মুঞি দশে পক্ষে মাসে
মুঞি দুঃখিণীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে ।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে ॥”
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে’ নিত্যানন্দ ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত ॥
নিত্যানন্দ বলে “শুন আই সর্বমাতা ।
তোমারে দেখিতে আমি আসিয়াছি হেথা ॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা’ দেখিতে হেথায় ।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আশ্রয়ে ॥”
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া ।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে ।
 সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥
 নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ ।
 হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥
 প্রতি-ঘরে-ঘরে সব-পারিষদ-সঙ্গে ।
 নিরবধি বিরহেন সঙ্কীৰ্ত্তনরঙ্গে ॥
 পরম মোহন সঙ্কীৰ্ত্তনমল্ল-বেশ ।
 দেখিতে স্কৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥
 শ্রীমন্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস ।
 তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥
 কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার ।
 শ্রুতি মূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥
 স্বর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে ।
 না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥
 গোরোচনা চন্দন লেপিত সর্ব-অঙ্গ ।
 নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ ॥
 কি অপূৰ্ব্ব লৌহদণ্ড ধরেন লীলায় ।
 পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি স্বর্ণমুদ্রিকায় ॥
 গুরু নীল পীত—বহুবিধ পট্টবাস ।
 পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥
 বেত্র বংশী পাচনী জঠর তটে শোভে ।
 যার দরশনে ধ্যানে জগ-মন লোভে ॥
 রজত-নুপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে ।
 পরম মধুর ধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ॥
 যে-দিগে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ।
 সেই-দিগে হয় কৃষ্ণরস-মূর্ত্তিমন্ত ॥
 হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে ।
 আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি-নবদ্বীপে ॥
 নবদ্বীপ—যে-হেন মথুরা-রাজধানী ।
 কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥
 হেন সব স্জজন আছেন, যাহা দেখি ।
 সর্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥

তার মধ্যে দুর্জজন যে কত শত বৈসে ।
 সর্ব-ধন্য ঘুচে তার ছায়ার পরশে ॥
 তাহারাও নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় ।
 কৃষ্ণ-পথে রীত হৈল অতি অমায়ায় ॥
 আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন ।
 নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥
 চোর-দস্যু পতিত-অধম-নাম যার ।
 নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥
 শুন শুন নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান ।
 চোর-দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥
 নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণকুমার ।
 তাহার সমান চোর-দস্যু নাহি আর ॥
 যত চোর-দস্যু তার মহাসেনাপতি ।
 নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥
 পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে ।
 নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের দেখি অলঙ্কার ।
 স্তবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্য-হার ॥
 প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন ।
 হরিতে' হইল দস্যুব্রাহ্মণের মন ॥
 মায়াকরি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
 ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবারে রঙ্গে ॥
 অন্তরে পরম দুষ্ক বিপ্র ভাল নয় ।
 জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর হৃদয় ॥
 হিরণ্যপাণ্ডিত-নামে এক স্ত্রব্রাহ্মণ ।
 সেহ নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥
 সেই ভাগ্যবন্তুর মন্দিরে নিত্যানন্দ ।
 থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥
 সেই দুষ্ক ব্রাহ্মণ - -পরমদুষ্কমতি ।
 লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥
 “আরে ভাই ! সবে আর কেনে দুঃখ পাই
 চণ্ডী-মা'য়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাই ॥

এই অবধূতের দেহেতে অলঙ্কার ।
 সোণা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর ॥
 কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি ।
 চণ্ডী-মা'য়ে এক ঠাই মিলাইলা আনি ॥
 শূন্য-বাড়ী-খানে থাকে হিরণ্যের ঘরে ।
 কাড়িয়া আনিব এক-দণ্ডের ভিতরে ॥
 ঢাল খাঁড়া লই সবে হও সমবায় ।
 আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥”
 এইমত যুক্তি করি সব দক্ষ্যগণ ।
 সবে নিশাভাগ জানি করিল গমন ॥
 খাঁড়া ছরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে ।
 আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দে সেইস্থানে ॥
 একস্থানে রহিয়া সকল দক্ষ্যগণ ।
 আগে চর পাঠাইয়া দিলা একজন ॥
 নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
 চতুর্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥
 কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ ।
 কেহ করে সিংহনাদ কেহ বা গর্জজন ॥
 ক্রন্দন করয়ে কেহ পরানন্দরসে ।
 কেহ করতালি দিয়া অটু অটু হাসে ॥
 ‘হই হই হায় হায়’ করে কোনজন ।
 কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি, সবাই চেতন ॥
 চরে আসি কহিলেক দক্ষ্যগণস্থানে ।
 “ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ববজনে ॥”
 দক্ষ্যগণ বলে “সবে শুউক খাইয়া ।
 আমরাও বসি সবে হানা দিব গিয়া ॥”
 বসিলা সকল দক্ষ্য এক-বৃক্ষতলে ।
 পরধন লইবেক—এই কুতূহলে ॥
 কেহ বলে “মোহার সোণার তাড়বালা ।”
 কেহ বলে “মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥”
 কেহ বলে “মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ ।”
 “স্বর্ণহার নিমু মুঞি” বলে কোন জন ॥

কেহ বলে “মুঞি নিমু রূপার নূপুর ।”
 সবে এই মনেকলা খায়েন প্রচুর ॥
 হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায় ।
 নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিলা সবায় ॥
 সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ ।
 সবেই হইল অতি মহাঅচেতন ॥
 প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত ।
 রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সন্ধিত ॥
 কাকরবে জাগিলা সে সব দস্যুগণ ।
 রাত্রি নাহি দেখি সবে হৈলা দুঃখ-মন ॥
 আথে-ব্যথে ঢাল গাঁড়া ফেলাইয়া বনে ।
 সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে ॥
 শেষে সব দস্যুগণ নিজস্থানে গেলা ।
 সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥
 কেহ বলে “তুই আগে পড়িলি শুইয়া ।”
 কেহ বলে “তুই বড় আছিলি জাগিয়া ॥”
 কেহ বলে কলহ করহ কেনে আর ।
 লজ্জাধর্ম্য চণ্ডী আজি রাখিলা সবার ॥
 দস্যুসেনাপতি সে ব্রাহ্মণ দুরাচার ।
 সে বলয়ে কলহ করহ কেনে আর ॥
 যে হইল সে হইল চণ্ডীর কৃপায় ।
 এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥
 বুঝিলাম চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে ।
 ‘বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাম যে কারণে ॥
 ভাল করি আজি সবে মত্ত মাংস দিয়া ।
 চল সবে এক ঠাই চণ্ডী পূজি গিয়া ॥”
 এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ ।
 মত্ত মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥
 আর দিন দস্যুগণ কাঁচ নানা অস্ত্র ।
 আইলেক বীর-ছাঁদে পরি নীলবস্ত্র ॥
 মহানিশা—সর্বলোক আছয়ে শয়নে ।
 হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥

বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে ।
 চতুর্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥
 চতুর্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ ।
 নিরবধি হরিনাম করেন ঐহণ ॥
 পরম প্রকাণ্ড মূর্তি—সবেই উদ্ভগু ।
 নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড ॥
 সর্বদস্যুগণ দেখে তার একজনে ।
 শতজন মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥
 সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ।
 নিরবধি করিতেছে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 নিত্যানন্দমহাপ্রভু আছেন শয়নে ।
 চতুর্দিকে ‘কৃষ্ণ’ গায় সেই-সব-জনে ॥
 দস্যুগণ দেখি বড় হইল বিস্মিত ।
 বাড়ী ছাড়ি সবে বসিলেন এক-ভিত ॥
 সর্ব্ব-দস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে ;
 “কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥”
 কেহ বলে “অবধূত কেমনে জানিয়া ।
 কাহার পাইক আনিয়াছে মাগিয়া ॥”
 কেহ বলে “ভাই ! অবধূত বড় জ্ঞানী ।
 মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥
 জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয় ।
 আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥
 অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ ।
 মনুষ্যের মত নাহি দেখি একজন ॥
 হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে ।
 ‘গোসাঁই’ করিয়া তানে কহে লোক সবে ॥
 আর কেহ কেহ বলে “শুন শুন ভাই !
 যে খায় যে পরে সে বা কেমন গোঁসাই ?”
 সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।
 সে বলয়ে জানিলাম সকল কারণ ॥
 যত বড় বড় লোক চারিদিক হৈতে ।
 সবেই আইসে অবধূতেরে দেখিতে ॥

কোন্ দিগ হৈতে কোন্ বিশ্বাস নস্কর ।
 আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥
 অতএব পদাতিকসকল ভাবক ।
 এই সে কারণে ‘হরি হরি’ করে জপ ॥
 এবা নহে—তোলা-পদাতিক আনি থাকে ।
 তবে কতদিন এড়াইবে এই পাকে ॥
 অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই ।
 চাপে চুপে দিন দশ বসি থাক ভাই !”
 এত বলি দস্যুগণ গেলা নিজ ঘরে ।
 অবধূতচন্দ্র-প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥
 আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে ।
 আইলেক নিত্যানন্দপ্রভুর ভবনে ॥
 দৈবে সেই দিনে মহা-ঘোর অন্ধকার ।
 মহা-ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥
 মহাভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ ।
 দশ পাঁচ অস্ত্র একজনের কাচন ॥
 প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে ।
 সবে হৈলা অন্ধ কেহ দেখিতে না পারে ॥
 কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ ।
 সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥
 কেহ গিয়া পড়ে গড় খাইর ভিতরে ।
 জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াই মারে ॥
 উচ্ছিষ্ট-গর্ভেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে ।
 তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে ॥
 কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে ।
 গা’য়ে পা’য়ে কাঁটা ফুটে নড়িতে না পারে ॥
 খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন ।
 হাত পাও ভাঙ্গি পড়ে, করয়ে ক্রন্দন ॥
 সেইখানে কারো কারো গা’য়ে হৈল জ্বর ।
 সব দস্যুগণ চিস্তা পাইল বিস্তর ॥
 হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী ।
 করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-বৃষ্টি তথি ॥

একে মরে দস্যু, জেঁক পোকের কামড়ে ।
 বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি ঝড়ে ॥
 শিলা-বৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে ।
 প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে ॥
 হেন সে পড়য়ে এক মহাবনানা ।
 ত্রাসে মুচ্ছা যায় সবে পাসরি আপনা ॥
 মহাবৃষ্টি দস্যুগণ তিতে নিরস্তর ।
 মহাশীতে সবার কম্পিত কলেবর ॥
 অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে ।
 মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে ॥
 নিত্যানন্দদ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া ।
 ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া ॥
 কতক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।
 অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ ॥
 মনে ভাবে বিপ্র “নিত্যানন্দ নর নহে ।
 সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্যে সত্য কহে ॥
 একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায় ।
 তথাপিও না বুঝিল ঈশ্বরমায়ার ॥
 আরদিন মহাদ্ভুত পদাতিকগণ ।
 দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥
 যোগ্য মুঞি—পাপীষ্ঠের এ সব দুর্গতি ।
 হরিতে’ প্রভুর ধন কেন কৈনু মতি ॥
 এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার ।
 নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর ॥”
 এত ভাবি বিপ্র নিত্যানন্দের চরণ ।
 চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥
 সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর ।
 সেইক্ষণে কোটি অপরাধীর নিস্তার ॥
 এইমত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ ।
 সবার হইল দুইচক্ষু-বিমোচন ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের স্মরণ প্রভাবে ।
 ঝড়-বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে ॥

কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ ।
 মূর্তপ্রায় হই সবে করিলা গমন ॥
 সবে ঘর গিয়া সেইমতে দস্যুগণ ।
 গঙ্গাস্নান করিলেক গিয়া সেইক্ষণ ॥
 দস্যুসেনাপতি বিপ্র কান্দিতে কান্দিতে ।
 নিত্যানন্দচরণে আইল সেইমতে ॥
 বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ ।
 পতিতজনের করি শুভদৃষ্টিপাত ॥
 চতুর্দিকে ভক্তগণ করে হরিশ্রবণি ।
 আনন্দে হৃষ্কার করে অবধূতমণি ॥
 সেই মহাদস্যু-বিপ্র হেনই সময় ।
 'ত্রাহি' বলি বাহু তুলি দণ্ডবত হ'য় ॥
 আপাদমস্তক পুলকিত সর্ব-অঙ্গ ।
 নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥
 হৃষ্কার গর্জন নিরবধি বিপ্র করে ।
 বাহু নাহি জানে ডুবি আনন্দসাগরে ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের প্রভাব দেখিয়া ।
 আপনা' আপনি নাচে হরষিত হয় ॥
 "বাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন !"
 বাহু তুলি এইমত বলে' ঘনেঘন ॥
 দেখি হইলেন সবে পরম-বিস্মিত ।
 "এমত দস্যুর কেনে এমত চরিত ॥"
 কেহ বলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে ।
 কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥
 কেহ বলে "নিত্যানন্দ পতিতপাবন ।
 কুপায় বা ইহার করিলা ভালমন ॥"
 বিপ্রের অত্যন্ত প্রেমরিকার দেখিয়া ।
 জিজ্ঞাসিলা নিত্যানন্দ ঈশং হাসিয়া ॥
 প্রভু বলে "কহ বিপ্র ! কি তোমার রীতি ।
 বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত ॥
 কি শুনিলা কি দেখিলা কৃষ্ণ-অনুভব ।
 কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥"

শুনিয়া প্রভুর বাক্য স্মৃতি ব্রাহ্মণ ।
 কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন ॥
 গড়াগড়ি যায় পড়ি সঞ্চল-অঙ্গনে ।
 হাসে' কান্দে নাচে গায় অপনা' আপনে ॥
 স্মৃতির হইয়া বিপ্র তবে কতক্ষণে ।
 কহিতে লাগিল সব প্রভুবিদ্যমানে ॥
 “এই নবদ্বীপে প্রভু ! বসতি আমার ।
 নামে সে ব্রাহ্মণ—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ॥
 নিরন্তর দুষ্ক সঙ্গ করি ডাকা চুরি ।
 পরহিংসা বই জন্মে আর নাহি করি ॥
 আমি দেখি সর্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে ।
 কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥
 দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য-অলঙ্কার ।
 তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥
 একদিন সাজি বহু লই দস্যুগণ ।
 হরিতে আইনু মুই শ্রীঅঙ্গের-ধন ॥
 সেদিন নিদ্রায় প্রভু ! মোহিলা সবারে ।
 তোমার মায়ায় নাহি জানিনু তোমারে ॥
 আর দিন নানা মতে চণ্ডীকা পূজিয়া ।
 আইলাম থাড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া ॥
 অদ্ভুত-মহিমা দেখিলাম সেইদিনে ।
 সর্ব বার্তা আছে বেড়ি পদাতিকগণে ॥
 একৈক পদাতি যেন মত্ত হস্তি প্রায় ।
 আজানুলব্ধিত মালা সবার গলায় ॥
 নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে ।
 তুমি আছ গৃহ মাঝে আনন্দে শয়নে ॥
 হেন সে পাপীষ্ঠ-চিত্ত আমি সবাকার ।
 তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা' তোমার ॥
 ‘কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে ।’
 এত ভাবি সেদিন গেলাম সেইমতে ॥
 তবে কতদিন বাদে কালি আইলাম ।
 আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম ॥

বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে ।
 অন্ধ হই সবে পড়িলাম নানাস্থানে ॥
 কাঁটা জৌক শোক ঝড়-বৃষ্টি শিলাঘাতে
 সবে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥
 মহা যমযাতনা হইল যদি ভোগ ।
 তবে শেষে সবার হইল ভক্তি-যোগ ॥
 তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ ।
 করিনু একান্ত ভাবে সবেই স্মরণ ॥
 তবে হৈল সবার লোচন-বিমোচন ।
 হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ॥
 আমি সব এড়াইনু এ সব-যাতনা ।
 এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা ॥
 রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল !
 রক্ষা কর' প্রভু ! তুমি সর্বজীবপাল !
 যে জন আছাড়, প্রভু ! পৃথিবীতে থায় ।
 পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥
 এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে ।
 শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখ তরে' ॥
 তুমি সে জীবের ক্ষম' সর্বঅপরাধ ।
 পতিতজনেরে তুমি করহ প্রসাদ ॥
 তথাপি যতপি আমি ব্রহ্মল গোবধী ।
 মোর বাড়ি আর প্রভু ! নাহি অপরাধী ॥
 সর্ব-মহাপাতকীও তোমার শরণ ।
 লইলে, খণ্ডে তার সংসার বন্ধন ॥
 জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ ।
 অন্তেও তুমি সে প্রভু ! কর' পরিত্রাণ ॥
 যাহার স্মরণে খণ্ডে' অবিছাবন্ধন ।
 অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠভুবন ॥”
 কহিতে কহিতে বিপ্র কান্দে উভরায় ।
 হেন কৃপা করে প্রভু অবধূতরায় ॥
 শুনিয়া সবার হৈল মহাশর্চ্যা-জ্ঞান ।
 ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥

বিপ্র বলে “প্রভু ! এবে আমার বিদায় ।
 এ দেহ রাখিতে মোরে আর না জুয়ায় ॥
 কেন মোর চিত্ত হৈল তুমার হিংসায় ।
 এই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মন্দির গঙ্গায় ॥”
 শূনি অতি অকৈতব বিপ্রের বচন ।
 তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্বভক্তগণ ॥
 প্রভু বলে “বিপ্র ! তুমি ভাগ্যবান বড় ।
 জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দড় ॥
 নহিলে এমত রূপা করিবেন কেনে ।
 এ প্রকাশ অন্তে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে ॥
 পতিতপাবন হেতু চৈতন্যগোসাঁঞ ।
 অবতরি আছেন, ইহাতে অণু নাঞ ॥
 শুন বিপ্র ! যতেক পাতক কৈলা তুমি ।
 আর যদি না কর সে সব নিমু আমি ॥
 পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার ।
 ছাড় গিয়া সব তুমি, না করহ আর ॥
 ধর্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম ।
 তবে তুমি অন্তরে করিবা পরিত্রাণ ॥
 যত চোর-দস্যু সব ডাকিয়া আনিয়া ।
 ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥”
 এত বলি আপন-গলার-মালা আনি ।
 তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥
 মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইলা তখন ।
 বিপ্রের হইল সর্ববন্ধবিমোচন ॥
 কাকু করে বিপ্র প্রভুচরণে ধরিয়া ।
 ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
 “ওহে প্রভু ! নিত্যানন্দ-পাতকাপাবন !
 মুই-পাতকাঁরে দেহ চরণে শরণ ॥
 তোমার হিংসায় যে হইল মোর মতি ।
 মুই-পাপীষ্ঠের কোন্ লোকে হৈব গতি ॥
 নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু-করণাসাগর ।
 পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥

চরণারব্দ পাই মস্তকে প্রসাদ ।
 ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥
 সেই বিপ্র-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ ।
 ধর্মপথে আসি লৈলা চৈতন্যশরণ ॥
 ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার ।
 সবার হইল অতি সাধু-ব্যবহার ।
 সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ ।
 সবে হইলেন বিষ্ণু-ভক্তিযোগেদক্ষ ॥
 কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কৃষ্ণগান নিরন্তর ।
 নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণাসাগর ॥
 অণু অবতারে কেহ কাট নাহি পায় ।
 নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায় ॥
 যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে ।
 তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥
 যোগেশ্বর-সবে, বাঞ্ছে যে প্রেম-বিকার ।
 যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হৃদ্ধার ॥
 চোর-ডাকাতের হৈল সেই প্রেমভক্তি ।
 হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥
 ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ ।
 যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥
 যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান ।
 তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র-ভগবান্ ॥
 দস্যুগণ-মোচন, যে চিত্ত দিয়া শুনে ।
 নিত্যানন্দ চৈতন্য দেখিবে সেইজনে ॥
 যেইজন শুনে নিত্যানন্দের আখ্যান ।
 তাহারে অবশ্য মিলে গৌরভগবান্ ॥
 যেই গায় নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে ।
 সে বিহরে অভয়-পরমানন্দ-স্থখে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীশচীমাতামিলন ও
 চোর-দস্যুগণ-মোচন নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

নিতাইচরিতে সন্দেহ এবং মহাপ্রভু কর্তৃক ভঞ্জন ।

অষ্টমঅধ্যায় ।



জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র ।
সর্বদাস-সহ করে কীর্তন-আনন্দ ॥
বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা ।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥
অকৈতবরূপে সর্বজগতেরপতি ।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতিমতি ॥
সঙ্গে পারিষদগণ—পরম-উদ্দাম ।
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে, মহাজ্যোতিধাম ॥
অলঙ্কার মালায় পূর্ণিত কলেবর ।
কপূর তাম্বুল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥
দেখি নিত্যানন্দমহাপ্রভুর বিলাস ।
কেহ সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস
নবদ্বীপধামে এক আছেন ব্রাহ্মণ ।
চৈতন্যের সঙ্গে তার পূর্ব অধ্যয়ন ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস ।
চিন্তে তার কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তার বড় দৃঢ়-ভক্তি ।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি ॥
দৈবে সে ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে ।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে ।
পরম বিশ্বাস তার প্রভুর চরণে ॥

দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভূতে ।
 চিন্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥
 বিপ্র বলে “প্রভু ! মোর এক নিবেদন ।
 করিব তোমার স্থানে, যদি দেহ মন ॥
 মোরে যদি ভূত্বা হেন জ্ঞান থাকে মনে ।
 ইহার কারণ প্রভু ! কহ শ্রীবদনে ॥
 নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত ।
 কিছু ত না বুঝি মুঞি করেন কিরূপ ॥
 সন্ন্যাস-আশ্রম তাঁর বলে সর্বজন ।
 কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ ॥
 ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীসারে ।
 সোণা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥
 কষায় কোপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস ।
 ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥
 দণ্ড-ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে ।
 শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥
 শাস্ত্র-মত মুঞি তাঁর না দেখি আচার ।
 এতেকে মোহার চিন্তে সন্দেহ অপার ॥
 ‘বড় লোক’ বলি তাঁরে বলে সর্বজনে ।
 তথাপ আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥
 যদি মোরে ‘ভূত্বা’ হেন জ্ঞান থাকে মনে ।
 কি মর্মে ইহার ? প্রভু ! কহ শ্রীবদনে ॥”
 স্মৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে ।
 অমায়ায় প্রভু তবে কহিলেন তানে ॥
 শুনিয়া বিপ্রের বাক্য গৌরাজসুন্দর ।
 হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিল উত্তর ॥
 “শুন বিপ্র ! যদি মহা-অধিকারী হয় ।
 তবে তাঁর দোষ গুণ কিছু না জন্মায় ॥

তথাহি (ভাঃ০১২।২০।৩৬)

“ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ
 সাধূনাং সমচিন্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেষুযাম ॥”

“পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল ।
 এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নিশ্চল ॥
 পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শরীরে ।
 নিশ্চয় জানিহ বিপ্র ! সৰ্ব্বদা বিহরে ॥
 অধিকারী বই করে তাঁহার আচার ।
 দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার ॥
 রুদ্র বিনে অণ্ঠে যদি করে বিষপান ।
 সর্ববথায় মরে সর্ববপুৰাণ প্রমাণ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৩।৩০;২৯)—

• “নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনৌশ্বরঃ ।
 বিনশ্যত্যাচরন্যোঢ্যাদ্বথাহরুদ্রোন্ধিজং বিষম্ ॥
 ধর্ম্য ব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।
 তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজো যথা ॥”

• এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তাঁর কন্ম ।
 নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥
 গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী ।
 নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥
 ভাগবত হইতে এসব তত্ত্ব জানি ।
 তাহা যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি ॥
 মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয় ।
 চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥
 এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে ।
 বিছা-পূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে ॥
 ‘কি দাক্ষিণ্য দিব ?’ বলিলেন গুরু প্রতি ।
 তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
 মৃতপুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্তানে ।
 তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যমের সদনে ॥
 আজ্ঞায় শিশুর সর্ববক্সা ঘুচাইয়া ।
 যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
 পরম অদ্ভুত শুনি এসব আখ্যান ।
 দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥

দৈবে একদিন রাম-কৃষ্ণ সন্মোখিয়া ।
 কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥
 “শুন শুন রাম-কৃষ্ণ যোগেশ্বরের্বর !
 তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥
 সর্বজগতের পিতা—তুমি-দুই-জন ।
 আমি জানি তুমি-দুই পরম-কারণ ॥
 জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয় ।
 তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥
 তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে তার ।
 হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥
 যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন ।
 আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি-দুইজন ॥
 মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে ।
 বড় চিত্ত মোর তাহা সবারে দেগিতে ॥
 কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া ।
 তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥
 এইমত আমারও কর পূর্ণকাম ।
 আনি দেহ মোরে, মৃত ছয়পুত্র দান ॥
 শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ।
 সেইক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন ॥
 নিজ ইষ্টদেব দেখি বলি-মহারাজ ।
 মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দসিঙ্কুমার ॥
 দেহ গেহ পুত্র বিত্ত সকল বান্ধব ।
 সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥
 লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে ।
 স্তুতি করে পাদপদ্ম ধরি বলি কান্দে ॥
 “জয় জয় প্রকট অনন্ত সঙ্কর্ষণ ।
 জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলভূষণ ॥
 জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর-রাম ।
 জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তমনস্কাম ॥
 যতপিও শুদ্ধসত্ত্ব দেবঋষিগণ ।
 তা সবার দুহিত তোনার দরশন ॥

তথাপি সে হেন প্রভু ! করুণা তোমার ।
 তমোগুণ অস্বরেও হও সাক্ষাৎকার ॥
 অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে ।
 বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥
 মারিতে যে আইল লইয়া বিষন্তন ।
 তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
 অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে ।
 বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেই না পারে ॥
 যোগেশ্বর সবে যার মায়া নাহি জানে ।
 মুই পাপী অস্বর বা জানিব কেমনে ॥
 এই কৃপা কর, মোরে সর্বলোকনাথ !
 গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত ॥
 তোমার দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবিয়া ।
 শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকি গিয়া ॥
 তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস ।
 আর যেন চিন্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥”
 রাম-কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে ।
 এইমত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে ॥
 ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে ।
 পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে ॥
 হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে ।
 পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥
 গন্ধে, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
 পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥
 আজ্ঞা কর প্রভু ! মোরে শিখাও আপনে ।
 যদি মোরে ভূত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥
 যে করয়ে প্রভু ! আজ্ঞাপালন তোমার ।
 সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥
 শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
 যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥
 প্রভু বলে “শুন শুন বলি-মহাশয় ।
 যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আশয়

আমার মায়ের ছয়পুত্র পাপী কংসে ।
 মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ।
 নিরবাধি সেই পুত্র শোক সঙরিয়া ।
 কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া ॥
 তোমার নিকটে আছে সেই ছয়জন ।
 তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥
 সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ ।
 তা সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥
 প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন ।
 পূর্বের তার পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥
 দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইয়া মোহিত ।
 লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত ॥
 তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয়জন ।
 সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥
 মহাস্তোর কশ্মেতে করিলা উপহাস ।
 অসুরযোনিতে পাইলেন গন্তুবাস ॥
 হিরণ্য-কশিপু জগতের দ্রোহ করে ।
 দেব-দেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে ॥
 তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন ।
 নানা দুঃখ বাতনায় পাইল মরণ ॥
 তবে যোগমায়া ধরি আনি আরবার ।
 দেবকীর গর্ভে লৈয়া কৈলেন সঞ্চার ॥
 ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে ।
 সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥
 জন্ম হৈতে অশেষ প্রকার বাতনায় ।
 ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥
 দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য না জানে ।
 আপনার পুত্র বলে তা সবারে গণে ॥
 সেই ছয় পুত্র জননারে দিব দান ।
 এই কার্য লাগি আইলাম তোমা স্থান ॥
 দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন ।
 পাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥

প্রভু বলে “শুন শুন বলি-মহাশয় !
 বৈষ্ণবের কৰ্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥
 সিদ্ধ-সব পাইলেন এতৈক যাতনা ।
 অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥
 যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে ।
 জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥
 শুন বলি ! এই শিক্ষা করাই তোমারে ।
 কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর’ বৈষ্ণবেরে ॥
 মোর পূজা মোর নামগ্রহণ যে করে ।
 মোর ভক্ত নিন্দে’ যদি, তারে বিঘ্ন ধরে ॥
 মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে ।
 নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে ॥

তথাহি (বরাহ-পুরাণে)

“সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্
 নিঃসংশয়স্ত তন্তুভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥”

মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র ।
 সে দাস্তিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥

তথাহি (শ্রীহরিভক্তি স্তবোদয়ে ১৩৭৬)—

“অর্চয়িত্বাত্মগোবিন্দং তদীয়ান্নার্কয়ন্তি মে ।
 ন তে বিমুঃপ্রসাদস্ত ভাজনং দাস্তিকা জনাঃ ॥

‘তুমি বলি ! মোর প্রিয়সেবক সর্ববথা ।
 অতএব তোমারে কহিনু গোপ্য-কথা ॥’
 শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয় ।
 অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥
 সেইক্ষণে ছয় শিশু আজ্ঞা শিরে ধরি ।
 সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি ॥
 তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন ।
 জননীয়ে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ ॥
 মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে ।
 স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥

ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি পান ।
 সেইক্ষণে সবার হইল দিব্য-জ্ঞান ॥
 দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর-চরণে ।
 পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্বজনে ॥
 তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি সবারে চা'হিয়া ।
 শিখাইতে লাগিলেন সদয় হইয়া ॥
 'চল চল দেবগণ ! যাহ নিজ-বাস ।
 মহাস্তরে আর নাহি কর' উপহাস ॥
 ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান ।
 মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥
 তাঁহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা ।
 হেন বুদ্ধি নাহি আর—করিহ কামনা ॥
 ব্রহ্মাস্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ ।
 তবে সবে চিন্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥
 ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয়জন ।
 পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥
 পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি ।
 চলিলেন সর্বদেবগণে নিজ-পুরী ॥
 কহিলাম "এই বিপ্র ! ভাগবতকথা ।
 নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্বথা ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপ পরম-অধিকারী ।
 অল্পভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি ।
 অলৌকিকচেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান ।
 তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥
 পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার ।
 তাঁহা হৈতে সর্বজীব পাইব উদ্ধার ।
 তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার ।
 তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥
 না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ ।
 পাইয়াও বিমূর্ত্তিত্তি তার হয় বাধ ॥
 চল বিপ্র ! তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও ।
 এই কথা কহি তুমি সবারে বুঝাও ॥

পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে ।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে ॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে ।
সত্য সত্য বিপ্র ! এই কহিল তোমাতে ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমাতে ॥”

তথাহি—

গৃহীয়াদযবনীপাণিং বিশেষদ্বাশৌণ্ডিকালয়ং ।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং, নিত্যানন্দপদান্বজং ॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য স্মৃতি ব্রাহ্মণ ।
পরম-আনন্দযুক্ত হইল তখন ॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস ।
তবে আইলেন নবদ্বীপ—নিজ-বাস ॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে ।
সর্ববাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ ।
প্রভুও শুনিয়া তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার ।
বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র ।
যাঁয়ে কহি—আদি-দেব ধরণী-ধরেন্দ্র ॥
সহস্রবদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর ।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥
কেহ বলে “নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।”
কেহ বলে “চৈতন্যের বড় প্রেমধাম ॥”
কেহ বলে “মহাতেজী অংশ অধিকারী ।”
কেহ বলে “কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥”
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী ।
যার যেই মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস ।
তাঁহার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
 এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥
 হেন দিন হৈবকি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
 দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
 জয় জয় জয় মূর্খাপ্রভু গৌরচন্দ্র ।
 দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
 তথাপিও এই কৃপা কর' গৌর-হরি ।
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি ॥
 যথা তথা তুমি-দুই কর অবতার ।
 তথা তথা দাস্ত মোরে হউ অধিকার ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিতাই-চরিতে-সন্দেহ
 এবং মহাপ্রভুকর্তৃক-ভজ্ঞন নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

নীলাচলে, মহাপ্রভু-সন্মিলন

নবমঅধ্যায়

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে ।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্তন ।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে-ঘরে ।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে ॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি ।
কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্ ।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায় ।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥
পরম-বিহ্বল পারিষদগণ-সঙ্গে ।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥
ভুঙ্কার, গজ্জ্ঞান, নৃত্য, আনন্দ, ক্রন্দন ।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥
এইমত সর্বপথে প্রেমানন্দরসে ।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া ।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া ॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-ধার ।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন ভুঙ্কার ॥
আসিয়া বসিলা এক পুষ্পের উত্তানে ।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র ।
 একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ ॥
 ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ ।
 সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র ॥
 প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর ।
 প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥
 শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দমহিমা বর্ণিয়া ।
 প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥
 শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ স্তুতি ।
 যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি ॥

তথাহি—

‘‘গৃহীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেষা শৌণ্ডিকালয়ং
 তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাস্মুজং ॥

‘‘মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ ।
 তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য’’ বলে গৌরচন্দ্র ॥
 এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমরুষ্টি করি ।
 নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপ জানিয়া সেইক্ষণে ।
 উঠিলেন ‘হরি’ বলি পরমসম্মানে ॥
 দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের-বদন ।
 কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥
 ‘হরি’ বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে ।
 প্রেমানন্দে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে ॥
 দুইজন প্রদক্ষিণ করেন দুহাঁরে ।
 দূহে দণ্ডবত হই পড়েন দুহাঁরে ॥
 ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন ।
 ক্ষণে গলাধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥
 পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন ।
 মহামত্ত সিংহ জিনি দুঁহার গর্জ্জন ॥
 কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে ।
 পূর্বের যেন শুনিয়াছি শ্রীরামলক্ষ্মণে ॥

দুইজনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দাঁহারে ।
 দাঁহারেই দাঁহে যোড়হস্তে নমস্কারে ॥
 অশ্রু, কম্প, হাস্য, মুচ্ছা, পুলক বৈবর্ণ ।
 কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মৰ্ম্ম ॥
 ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাঞি ।
 সব করে করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥
 কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ ।
 নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস ॥
 তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি ।
 নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥
 “নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্তু ।
 শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত ॥
 যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার ।
 সত্য সত্য সত্য ভক্তিব্যোগ-অবতার ॥
 স্বর্ণ, মুক্তা, রূপা-কসা-রুদ্রাঙ্কাদি রূপে ।
 নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজস্বথে ॥
 নীচজাতি পতিত অধম যত জন ।
 তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন ॥
 যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক-সবারে ।
 তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥
 ‘স্বতন্ত্র’ করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয় ।
 হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥
 তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার ।
 মূর্ত্তিমন্তু তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥
 বাহ্য নাহি জান’ তুমি সঙ্কীৰ্ত্তন স্বথে ।
 অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥
 কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর ।
 তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর ॥
 অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে ।
 সত্য সত্য কভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে ॥”
 তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় ।
 বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥

“প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি ।
 এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥
 প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার ।
 কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ॥
 কোন্ বা বস্তুব্য প্রভু ! আছে তোমা স্থানে ।
 কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥
 মন প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু ! তুমি ।
 তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি ॥
 আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা ।
 আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥
 তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, চান্দ দড়ি ।
 ইহা ধরিলাম আমি মুনিধর্ম্য ছাড়ি ॥
 আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ ।
 সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥
 মুনিধর্ম্য ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে ।
 ব্যবহারি-জনে দেখি সবে হাস্য করে ॥
 তোমার নর্তক আমি, নাচাও যেক্রমে ।
 সেইরূপে নাচি আমি তোমার কোঁতুকে ॥
 নিগ্রহ কি অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ ।
 বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমারি সে নাম ॥”
 প্রভু বলে “তোমার যে দেহে অলঙ্কার ।
 নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥
 শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার ।
 এই সে তোমার সর্বকাল অলঙ্কার ॥
 নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে ।
 তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে ॥
 পরমার্থে মহাদেব-অনন্ত জীবন ।
 নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ববক্ষণ ॥
 না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ ।
 যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ ॥
 আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে ।
 অশ্রু নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য মনে ॥

নন্দগোষ্ঠে বসি তুমি বন্দাবনসুখে ।
 ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কোঁতুকে ॥
 ইহা দেখি যে স্মৃতি চিন্তে পায় সুখ ।
 সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥
 বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ ।
 সর্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥
 যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি ।
 শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥
 বন্দাবনক্রোড়ার যতেক শিশুগণ ।
 সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন ॥
 সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ববশক্তি ।
 সর্ব দেহ দেখি সেই নন্দগোষ্ঠ-ভক্তি ॥
 এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে
 প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥
 স্থানুভাবানন্দে ছুই—মুকুন্দ অনন্ত ।
 কিরূপে কহেন কথা, কে জানয়ে অন্ত ॥
 কতক্ষণে ছুই প্রভু বাহু প্রকাশিয়া ।
 বসিলেন নিভূতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥
 ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা ।
 বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্বথা ॥
 নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয় ।
 প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥
 কি করেন আনন্দবিগ্রহ ছুইজন ।
 চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপ ও প্রভু ইচ্ছা জানি ।
 একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসীমণি ॥
 আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত ।
 এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব ॥
 সুকোমল ছুর্বিবজ্জের ঈশ্বর-হৃদয় ।
 বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সবে এই কয় ॥
 না বুঝি না জানি মাত্র সবে গায় গাঁথা ।
 লক্ষ্মীর এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥

এইমত ভাবরঞ্জে চৈতন্যগোসাঞি ।
 এক কথা না কহেন একজন-ঠাঞি ॥
 হেন সে তাঁহার রঙ্গ, সবেই মানেন ।
 “আমার অধিক প্রীত কারে না বাসেন ॥
 আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা ।
 মুনিধর্ম্য করি কৃষ্ণ ভজিব সর্বথা ॥
 বেত্র, বংশী, বর্হী, গুঞ্জামালা, ছাঁদ-দড়ি ।
 ইহা বা ধরেন কেনে মুনিধর্ম্য ছাড়ি ॥”
 কেহ বলে “ভক্ত-নাম যতেক প্রকার ।
 বৃন্দাবনে গোপ-ক্রোড়া অধিক সবার ॥ •
 গোপ-গোপী-ভক্তি সব তপস্ত্যার ফল ।
 তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর-সকল ॥
 অতি রূপাপাত্র সে গোকুলভাব পায় ।
 যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)—

“বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীঘ্নশঃ ।
 যাসাং হরিকণোদগাতং পুনার্তি ভুবনত্রয়ং
 এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার ।
 সর্বত্রই গৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥
 অন্যান্যেও রাজা যেন ঈশ্বর ইচ্ছায় ।
 হেন রঙ্গা মহাপ্রভু শ্রীগৌরান্ধরায় ॥
 কৃষ্ণের রূপায় সবে আনন্দে বিহবল ।
 কখন কখন বাজে আনন্দ-কন্দল ॥
 ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া ।
 অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥
 ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ ।
 দেহের যেমন বাহু অঙ্গুলি চরণ ॥
 তথাপিও সর্ব-বৈষ্ণবের এই কথা ।
 সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্বথা ॥
 নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা অবিজ্ঞাততত্ত্ব ।
 সবে মেলি এই মাত্র গায়েন মহত্ব ॥

আবির্ভাব হইতেছে যে সব শরীরে ।
 তাঁ সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥
 সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি দিয়াও আপনে ।
 অপরাধে শাস্তি ও করেন শ্রম-মনে ॥
 ইতিমধ্যে আছয়ে বিশেষ দুই প্রতি ।
 নিত্যানন্দ, অদৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥
 কোটি অলৌকিক যদি এ দুই করেন ।
 তথাপিও গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥
 এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি ।
 অবধূতচন্দ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
 তবে নিত্যানন্দস্থানে হইয়া বিদায় ।
 বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে ।
 আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥
 নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন ।
 ইহার শ্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জানি ।
 বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামতে অস্ত্যখণ্ডে নীলাচলে, মহাপ্রভু-
 সন্মিলন নাম নবমোঃধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-জগন্নাথ-দর্শন ও গদাধর গৃহে-ভোজন ।

দশমঅধ্যায় ।

জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দরায় ।
আনন্দে বিহবল হই গড়াগড়ি যায় ॥
আছাড় পাড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে ।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন ।
সবা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া ।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিয়া ॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথদাস ।
সবার জন্মিল অতি পরম উল্লাস ॥
যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাই ।
সবে কহে “এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই ॥”
নিত্যানন্দস্বরূপ সবারে করি কোলে ।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ম সর্ব্ব-গণে ।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥
নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীত অন্তরে ।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে ॥
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ ।
আছেন, যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাত ॥
আপনে চৈতন্য তাঁরে করিয়াছেন কোলে ।
অতিপাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে ॥

দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা ।
 নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রু নাহি সীমা ॥
 নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর ।
 ভাগবতপাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥
 দূঁহে মাত্র দেখিয়া দূঁহার শ্রীবদন ।
 গলা-ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥
 অশ্রুশোণে দুই প্রভু করে নমস্কার ।
 অশ্রুশোণে দৌঁহে বলে মহিমা দূঁহার ॥
 কেহ বলে “আজি হৈল লোচন নির্মল ।”
 কেহ বলে “আজি হৈল জনম সফল ॥”
 বাহুজ্ঞান নাহি দুইপ্রভুর শরীরে ।
 দুই-প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥
 হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ ।
 দেখি চতুর্দিকে পড়ি কান্দে সর্বদাস ॥
 কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে ।
 একের অপ্রিয় তারে সম্ভাষা না করে ॥
 গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ ।
 নিত্যানন্দ-নিন্দুকের না দেগেন মুখ ॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই ।
 দেখাও না দেন তারে পণ্ডিতগোঁসাই ॥
 তবে দুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে ।
 বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ণনে ॥
 তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দপ্রতি ।
 নিমন্ত্রণ করিলেন “আজি ভিক্ষা ইথি ॥”
 নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে ।
 এক-মণ চাউল আনিয়াছেন যতনে ॥
 অতি সূক্ষ্ম-শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে ।
 গদাধর লাগি আনিয়াছেন গোড় হৈতে ॥
 আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিন সুন্দর ।
 দুই-আনি দিলা গদাধরের গোচর ॥
 “গদাধর ! এ তগুল করিয়া রন্ধন ।
 শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥”

তগুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিত গোসাঞি ।
 “নয়নে ত এমন তগুল দেখি নাঞি ॥
 এ তগুল গোসাঞি ! কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।
 আনিয়াছেন কি গোপীনাথের লাগিয়া ?
 লক্ষ্মীমাত্র এ তগুল করেন রক্ষন ।
 কৃষ্ণ যে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ ॥”
 আনন্দে তগুল প্রশংসেন গদাধর ।
 বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর ॥
 দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে ।
 দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥
 তবে রক্ষনের কার্য্য করিতে লাগিলা ।
 আপন টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা ॥
 কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক ।
 তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক ॥
 তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল ।
 তাহা আনিয়া তণি দিলা লবণ জল ॥
 তার এক ব্যঞ্জন করিলা অন্ন-নাম ।
 রক্ষন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান ॥
 গোপীনাথ-অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা ।
 হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥
 প্রসন্ন শ্রীমুখে ‘হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি ।
 বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
 “গদাধর ! গদাধর !” ডাকে গৌরচন্দ্র ।
 সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ ॥
 হাসিয়া বলেন প্রভু “কেন গদাধর !
 আমি কেন নহি নিমন্ত্রণের ভিতর ?
 আমিত তোমরা-ছুই হৈতে ভিন্ন নহি ।
 না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই ॥
 নিত্যানন্দদ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ ।
 তোমার রক্ষন—মোর ইণ্ডে আছে ভাগ ॥”
 কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর ।
 মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥

সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব-গদাধর ।
 খুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥
 সর্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের স্নগন্ধে ।
 ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে ॥
 প্রভু বলে “তিন ভাগ সমান করিয়া ।
 ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া ॥”
 নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে ।
 বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥
 দুইপ্রভু ভোজন করেন দুইপাশে ।
 সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে ॥
 প্রভু বলে “এ অন্নের গন্ধেও সর্বপা ।
 কৃষ্ণ-ভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥
 গদাধর ! কি তোমার মনোহর পাক ।
 আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক ॥
 গদাধর ! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন ।
 তৈঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥
 বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি ।
 তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি ॥”
 এইমত মহানন্দে হাস্য-পরিহাসে ।
 ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥
 এ-তিন-জনার প্রীতি এ-তিনে সে জানে ।
 গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কার স্থানে ॥
 কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন ।
 চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥
 গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে ।
 সে জানিতে পারে নিত্যানন্দস্বরূপে ॥
 নিত্যানন্দস্বরূপ যাহারে প্রীত মনে ।
 লওয়ায়েন গদাধর, জানে সে-ই জনে ॥
 হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে ।
 বিহরেন গৌরচন্দ্রসঙ্গে কুতূহলে ॥
 তিনজন একত্রে থাকেন নিরন্তর ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥

জগন্নাথ একত্রে দেখেন তিনজনে ।
 আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ণনে ॥
 এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে ।
 কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুরজগন্নাথ-
 দর্শন ও গদাধর-গৃহে ভোজন নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গোড়ে রাঘব-গৃহে-গমন ।



একাদশঅধ্যায়

একদিন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সনে ।
নীলাচলে যেই যুক্তি করিল নিৰ্জ্জনে ॥
“তুমি যাও গোড়-দেশে করহ সংসার ।
তবে এ সব লোকের হইবে নিস্তার ॥
পুনহ আসিব আমি তোমার-মন্দিরে ।
তোমার গৃহে হবে আমার অবতারে ॥
ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার ।
গুপ্ত-অবতার শাস্ত্রে নহেত প্রচার ॥
অচিন্ত্য আমার শক্তি কেহ নাহি জানে ।
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে ॥
পূর্বের যছু বিস্তার না করিলা দ্বাপরে ।
এবে তোমার বংশ-বৃদ্ধি হৈবে সংসারে ॥”
নিত্যানন্দ কহেন “সকলি কর তুমি ।
তুমি যন্ত্রি হও, যন্ত্র-তুল্য হই আমি ॥
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা ।
কে আছে, সতন্ত্র তাহে চালিবেক মাথা ॥
বিশেষে আমার তুমি হৰ্ত্তা, কৰ্ত্তা, ভৰ্ত্তা ।
বিকৰ্ম্ম, সুকৰ্ম্ম করাও তোমাতে সন্তা ॥
অবধূত করিয়া সংসার ভ্রমাইলা ।
মোর নেত্রে-পট দিয়া লুকায়া রহিলা ॥
কিছু দিন বই মোরে দরশন দিয়া ।
নিকটে রাখিলা মোরে কৃতার্থ করিয়া ॥
আপনার প্রেমেতে বহুত নাচাইলা ।
ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥

পুনঃ ভূষা পরাইয়া করিলে বিষই ।
 আপন বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥
 পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার ।
 আপনে ত'জ্ঞাত্ব ধর্ম করিলে স্বীকার ॥
 রমণী-লম্পট ছাড়ি কীর্তন-লম্পটে ।
 সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারিব বটে ॥
 এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গোসাঞি ।
 তুমি সে অনন্তগতি মোর আর নাঞি ॥
 আজ্ঞাকারি দাস, আজ্ঞা লজ্জিতে না পারি ।
 যখন যে আজ্ঞা, তাহা বহি শিরে ধরি ॥”
 এতেক কহিয়া নিত্যানন্দ-মোন হৈলা ।
 প্রভু তাঁর হস্তে ধরি কহিতে লাগিলা ॥
 “নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ-মূর্তিমান ।
 মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান ॥
 তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান ।
 শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান ॥
 কোন কালে তোমাতে আমাতে নহে ভিন্ন ॥
 কলিকালে অবতার স্বকার্য সাধন ॥
 যৈছে মন্তুরের দাল দুই ফাক হয় ।
 তৈছে তুমি আমি এক, ভিন্ন দেহ নয় ॥
 অতএব তোমাতেই মোর সুখ-শক্তি ।
 কখন বা আবির্ভাব কখন বা স্ফুর্তি ॥
 চলি বলি করি যত তোমার ইচ্ছায় ।
 আমার যেখানে যত তোমার সহায় ॥”
 নিত্যানন্দ কহে “কপট কণা তোমার ।
 কত ভাতি কহ মন পাতিয়ান মোর ॥
 পূর্বের গোপীগণে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়া ।
 উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া ॥
 সব-ছাড়ি ভজি তোমা না পাইল সঙ্গ ।
 সগণ সন্তাপি সর্বকাল এই রঙ্গ ॥
 মাতা, পিতা, পুত্র, মৈত্রে করিলা উদাস ।
 মোরা তাথে কি বলিব অকিঞ্চন দাস ॥

যা বলিবে, তাহাই করিতে হয় মোরে ।
 অলঙ্ঘন-বচন, কে পারে লঙ্ঘিবারে ॥
 সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব ।
 তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ কেমনে সহিব ॥”
 প্রভু কহে “প্রতি বর্ষ এথা না আসিবা ।
 ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা ॥”
 তোমার নর্ত্তনে আর মাতার রন্ধনে ।
 নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই-স্থানে ॥
 রাত্রি দিন রাধা ভাবে ভাবিত হইয়া ।
 কৃষ্ণের বিরহ সব আশ্বাদ করিয়া ॥
 অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব ।
 তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥”
 নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুপ্তকথা হৈল ।
 অন্তরঙ্গ-ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ কৈল ॥
 “গুপ্ত অবতার মোর বেদে নাহি জানে ।
 আপনার মন-কথা কহি তোমা স্থানে ॥
 সত্য সত্য কহি যে অশ্রুতা কভু নয় ।
 তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয় ॥”
 এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া ।
 চরণের ধূলা লোটে চৈতন্য আসিয়া ॥
 দুই জনে গলাগলি করয়ে রোদন ।
 এইমতে সেই রাত্রি হৈল জাগরণ ॥
 প্রাতে গিয়া দুই-জনা নিত্য-ক্রিয়া করি ।
 অনিমেষে দেখে জগন্নাথের-মাধুরী ॥
 সেদিন হৈতে প্রভুর হৈল কোন দশা ।
 নিরন্তর কহে কৃষ্ণ-বিরহের-ভাষা ॥
 এ অতি নিগূঢ় কথা কেহ না জানিল ।
 প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল ॥
 ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত-স্থানে ।
 এইসব কথা আর কেহ নাহি জানে ॥
 একে একে ভক্তবৃন্দে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে ।
 প্রভু-পদে বিদায় হইয়া সবে-চলে ॥

নিত্যানন্দ আইলেন গোড়-দেশ দিয়া ।
 কতেক মহাস্তম্ভগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥
 পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যায় চলি ।
 মধু-পানে-মত্ত যেন পড়ে ঢলি-ঢলি ॥
 পূর্ববৎ চলিয়া আইল গঙ্গা-তীরে ।
 পানিহাটী-গ্রামে আইলা রাঘব-ঘরে ॥
 শুনি সব লোক আসে আনন্দ-উন্মাদে ।
 বৃদ্ধ বালক সব দরশনের সাধে ॥
 ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী-গ্রাম ।
 কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥
 কত লোক খায়, বাবি লয় কত আর ।
 কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নিষ্কার ॥
 দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্ত্তন ।
 অনন্ত কহিতে নারে আসে যত জন ॥
 নর্ত্তনের কালে কত কীর্ত্তনিয়া গায় ।
 কত বা ময়ূর-পুচ্ছ চামর ঢুলায় ॥
 শিরে-লটপটি-পাগ শ্রবণে-কুণ্ডল ।
 স্তম্ভাংশু জিনিয়া মুখ করে বলমল ॥
 অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুরি ।
 গলে দোলে নীলমণি কণ্ঠেতে শিকলি ॥
 চরণকমলে বাজে সোণার-নূপুর ।
 শ্রবণ মাত্রেকে পাপ তাপ যায় দূর ॥
 কমল-নয়নে ধারা পড়ে মুখ বেয়ে ।
 পদ্মমধু, ভ্রমরা ফেলিছে উগারিয়ে ॥
 সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ প্রকাণ্ড-শরীর ।
 আজানুলম্বিতভুজ মহা-মল্লবীর ॥
 অরুণ-বরুণ-অঙ্গ প্রেমে ডগমগি ।
 কীর্ত্তন-লম্পট সদা গৌর-অমুরাগী ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সে ডাহিনে বামে হেলে ।
 অঙ্গুশের-ঘাতে যেন মত্ত-হস্তী দোলে ॥
 ঘূণিত-লোচন করি ঋণে ঋণে হাসে ।
 হয় হয় করি কথা মধুর করি ভাষে ॥

কখন বা মৌনে রহে নয়ন মুদিত্য ।
 কৃষ্ণরে ! বাপরে ! বলি ডাকয়ে কান্দিয়া ॥
 কখন বা যোড়-হস্তে প্রভু বলি ডাকে ।
 কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে ॥
 মৃদু মৃদু স্নরে প্রাণনাথু বলি কান্দে ।
 অঙ্গ আচ্ছাদিয়া পড়ে স্থির নাহি বান্ধে ॥
 ভায়ারে ! ভায়ারে ! বলি কখন বা হাসে ।
 বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে ॥
 এইমত নিত্যানন্দ ভাবের উদগম ।
 কি ভাবে কেমন করে বুঝিতে দুর্গম ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অস্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুরগৌড়ে-
 রাঘবগৃহে গমন নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর-বিবাহ ।

দ্বাদশঅধ্যায়

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া ।
অঙ্গিকা-নগরে যায় এক ভৃত্য লৈয়া ॥ •
জাতিতে-বণিক, নাম উদ্ধারণ-দত্ত ।
প্রভু পারিষদ হন পরম-মহত্ত্ব ॥
সূর্য্যদাস-পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া ।
অন্তঃপুরে দন্তেরে দিলেন পাঠাইয়া ॥
তিহেঁ গিয়া কহিলেন প্রভু সমাচার ।
শুনে পণ্ডিত আমি হৈলা সাক্ষাৎকার ॥
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে চরণ-যুগলে ।
“কি ভাগ্য প্রসন্ন” বলি ষোড়হস্তে বলে
প্রভু কহে “তোমা কাছে আইলাম আমি
বিবাহ করিব মোরে কন্যা দেহ তুমি ॥”
জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায়াতে ভুলিলা ।
আমি ছার প্রায় বিপ্র কহিতে লাগিলা ॥
পণ্ডিত কহেন “প্রভু ইহা কৈছে হয় ।
বর্ণযুক্ত গ্রহাচারি আছে জাতি ভয় ॥
যদ্যপি আপনি হও পূর্ণ-নারায়ণ ।
তথাপিও বর্ণত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ ॥”
এতশুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া ।
লোক সব নিরীক্ষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া ॥
পণ্ডিত বিমনা হৈয়া গেলা অভ্যন্তরে ।
স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে ॥
হে কৃষ্ণ ! “এমন কি করিবেন বিধাতা ।
নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা ?”

এত চিন্তি চলিলেন বাড়ীর ভিতরে ।
 স্বগণ-আনাই সব করিল গোচরে ॥
 “গত-নিশি শেষে এই দৈখিল স্বপন ।
 তালধ্বজ রণে চড়ি এক মহাজন ॥
 শুভ্র-গৌর-কান্তি অতি প্রকাণ্ড-শরীর ।
 আরক্ত-লোচন যেন মহামল্ল-বীর ॥
 আমার দুয়ারে-রথ রাখিল আসিয়া ।
 এই বাড়ী পণ্ডিতের কহেন হাসিয়া ॥
 স্কন্ধাবলম্বিয়া হল, মুঘল ধরিয়া ।
 আমারে ডাকিয়া নিল হাত সান দিয়া ॥
 পুষ্পে-মণ্ডিত-চূড়া কুণ্ডল দুই-কাণে ।
 নীল-ধটী পরিধান নূপুর-চরণে ॥
 আর কহে তোর কণ্ঠা বিবাহিব আমি ।
 অদ্যাবধি আমারেও না চিনিলে তুমি ॥
 এতেক কহিয়ে মোরে হৈলা অন্তর্দান ।
 নিদ্রা ভঙ্গ হৈল দেপি হয়েছে বিহান ॥
 বসুধা শুনিল সপ্ন গৃহ মাঝে থাকি ।
 স্বাভাবিক-প্রেম উথলিল ঝরে আঁখি ॥
 বসনে আপন মুখ কাঁপিয়া রহিল ।
 নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল ॥
 ওহে বন্ধু ! কহি এই অপরূপ কথা ।”
 কেহ বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্তা ॥
 নিত্যানন্দ-ব্রহ্ম কিন্তু আচরিত এই ।
 আমরা গৃহস্থ, কণ্ঠা দিতে পারি কই ॥
 সূর্য্যদাস-পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ ।
 অন্তর দুঃখিত হঞা কহে রক্ষ কৃষ্ণ ॥
 হেনকালে গৃহ-মধ্যে ক্রন্দন উঠিল ।
 আচম্বিতে বসুধার কি হৈল ! কি হৈল !
 বেগে সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে ।
 ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ-দুয়ারে ॥
 অসম্বিত অঙ্গ-কম্প নয়ন-উত্তান ।
 সর্ব্বাঙ্গ-শীতল মুখে অবিরত ঘাম ॥

চিকিৎসক-গণ দেখি মৃত্যু নির্দ্বার ।
 কদাচিত প্রাণ রহে ব্যাধি অপস্মার ॥
 অকস্মাৎ সন্নিগাত করায় ইহাতে ।
 কহিয়া চিকিৎসা করিল শাস্ত্র-মতে ॥
 তথাপি নাহিক কিছু ভালর বিষয় ।
 ঔষধাদি বান্ধিয়া চিকিৎসক কয় ॥
 এবে কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা ।
 গঙ্গাতীরে লও, তব কন্যা কূল-জ্যোষ্ঠা ॥
 এতশুনি সূর্য্যদাস কান্দিতে লাগিলা ।
 তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিলা ॥
 “বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে ।
 ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে ॥
 যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার ।
 মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥
 বাঁচাইতে পারে যদি কন্যা দিব তাঁরে ।
 এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিনু সবারে ॥”
 সবে কহে “এই কথা সবাকার দৃঢ় ।
 সবে মেলি চল নিত্যানন্দপদে পড় ॥”
 প্রভু বসি গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ তলে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নেত্রে ধারা বহি চলে ॥
 স্বগণ সহিত গৌরীদাস পায়ে পড়ে ।
 প্রভু ধরি উঠাইল মারিয়া চাপড়ে ॥
 “ভুলিয়া রহিলি সব মূর্থ গোয়ালিয়া ।”
 কণ্ঠেতে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়া ॥
 পণ্ডিত-গোসাঞি কান্দে চরণে ধরিয়া ।
 “আপনে লুটিলা সব মোরে ভুলাইয়া ॥
 বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবর্গ না ছাড়ালে মোর ।
 সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥
 শাস্ত্র শ্রীচরণ তব করাহ বিজয় ।
 দেখিয়া করহ যাহা উপযুক্ত হয় ॥”
 এত কহি প্রভু নিল বাড়ীর ভিতরে ।
 বস্তু শুইয়া আছে যে ঘরের দুয়ারে ॥

বসনে আছন্ন তনু কিরণ উপরে ॥
 মোঁষেতে বিদ্যুৎ যেন ঝল-মল করে ॥
 উত্তান নয়নান্বুজধারা মকরন্দ ।
 টাঁচর চিকুর ভালে শোণ্ডে মধ্যচন্দ্র ॥
 দশন কিরণ উঠে অশ্লি উপরে ।
 বিশ্বের অস্তরে যেন কিরণ-সঞ্চরে ॥
 নবম-দশার শেষ তনুতে প্রকাশ ।
 এসময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস ॥
 অঙ্গগন্ধ গিয়া নাসাতে প্রবেশ কৈল ।
 মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে চেতন পাইল ॥
 তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল ।
 একি ! একি ! বলি গৃহে প্রবেশ করিল ।
 লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল ।
 প্রাঙ্গনে প্রাচীন মূর্তি ষড়্ভুজ হৈল ॥
 উদ্ভে ধনুর্ব্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুম্বল ।
 নম্র দুই-হস্তে ধরে দণ্ড-কুমণ্ডল ॥
 মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল ।
 সর্ব্ব অঙ্গে মণি-ভূষা করে ঝল-মল ॥
 দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া ।
 পণ্ডিত করয়ে স্তুতি কর-মোড় হৈয়া ॥
 ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হৈল চমৎকার ।
 দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার ॥
 হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরি ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জীয়ে জীয়ে করে ॥
 সেবা করি দূর করাইলা পরিশ্রান্ত ।
 এখন না হয় বিপ্র হেন মতি-ভ্রান্ত ॥
 পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত ।
 সবার হইল পরামর্শ একমত ॥
 বেদ সংস্কারে পুনঃ যে দিব উপবীত ।
 পূর্ব্বব্রাহ্মণের গোত্র গাঁই যে আছে নীত ॥
 প্রভু-পাশে এই কথা করিল প্রচার ।
 অটু অটু হাসি প্রভু করিল স্বীকার ॥

যা করি তাহাই কর মোর দায় নাই ।
 একলে স্ততস্ত্র মাত্র চৈতন্য-গোসাঞি ॥
 সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ ।
 পণ্ডিত-গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন ॥
 রাজপুত্র-বিবাহের সম আয়োজন ।
 ভিক্ষাতি শিক্ষাতি জড় করিল ব্রাহ্মণ ॥
 আস-পাশে সব-জনে নিমন্ত্রণ কৈল ।
 অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল ॥
 শুভদিন কৈল, বিপ্র আচার্য্য আনিয়া ।
 উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া ॥
 সে দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব ।
 আসিয়া মিলয়ে মত্ত আত্মবন্ধু-সব ॥
 বাত্মকার বাজায় বিবিধ বাত্মগণ ।
 নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ।
 ত্রীগণেতে বিলায় সিন্দূর-গুয়া-পান ।
 তৈল-সন্দেশ কত যে বিবিধ বিধান ॥
 তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে ।
 সন্ধ্যা-আহ্নিক করি আইলা এক-কালে ॥
 যজ্ঞকাষ্ঠ পুষ্প আনি কুশ-কুশাসন ।
 উদূতল-মুঘল-শ্রদ্ধাদি যত হন ॥
 দণ্ড কুমণ্ডল ছত্র পাট্টকাদি ঘৃত ।
 মেথলা কোপীন কুম্ভার্জনে-উপবাস ॥
 বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে ।
 পুরোহিত নিত্যানন্দে অত্রাগচ্ছ বলে ॥
 বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলে ।
 শ্রুতিমতে অগ্নি মধ্যে ঘৃতাহুতিজ্বলে ॥
 যত বেদ বিধি মত শাস্ত্রেতে লিখিল ।
 তাহা করি দণ্ড-কুমণ্ডল হস্তে দিল ॥
 অরুণ-কোপীন বহির্বাস কান্ধে বুলি ।
 ভবতি ভিক্ষাং দোহি মাতা এ বোল বলি
 সংভ্রম করিয়ে সূর্য্যদাসের গৃহিণী ।
 স্তবর্ণ রজত-মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি ॥

পুরোহিত কহে পাত্রী দানের নিমিত্তে ।
 নিত্যানন্দ কহেন “ও সব আছে চিন্তে ॥”
 এতকহি শুনাল পুরোহিতের কানে ।
 তেহো কহে এই বটে না হইবে কেনে ॥ -
 দণ্ড-কুমণ্ডল ধরি প্রভু অট্টহাসে ।
 বার বার তিন বার এইত প্রকাশে ॥
 চরণে পাছুকা, স্কন্ধে ছত্র, চলি যায় ।
 সকলে দেখয়ে যেন নববটু প্রায় ॥
 সেই মূর্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি ।
 রামজ্যেষ্ঠ হইবে মরমে হেন বাসি ॥
 প্রধান গৃহেতে প্রভু প্রবেশ করিলা ।
 তিনদিন সেইমত নির্জ্ঞানে রহিলা ॥
 অতি প্রাতেঃ সূর্য্যরথ দর্শন করিয়া ।
 বাহির হইল বিপ্র, বদন দেখিয়া ॥
 বিষণ্ণে প্রণাম করি পিড়ার উপর ।
 বসিলেন নিত্যানন্দচন্দ্র মনোহর ॥
 গলাগলি করিয়া নগর-নারী যত ।
 পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কতশত ॥
 বদনে তান্মূল পুরি নয়নে কঙ্কল ।
 অঙ্গ দৌলাইয়া এবে আইলা সকল ॥
 অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত ।
 নারীগণ লুলালুচি দেয় চতুর্ভিত ॥
 সূত্র বাক্সিলেন গিয়া দুজনার হাতে ।
 বসুদেবী গৃহে প্রবেশিলা নত্নমাথে ॥
 বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা ।
 পরম-আনন্দে আসে যায় কত জনা ॥
 জল সহিবারে চলে নাগরীরগণ ।
 “বসু-ভাগ্যবতী,” বলি বলে কত জন ॥
 “কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ-সুন্দর ।
 পূর্ব্ববতে রেবতী যেন পাইলেন বর ॥”
 কেহ বলে “পার্ব্বতী শঙ্করে যেন মেলা ॥”
 কেহ বলে “নারায়ণ সনেতে কমলা ॥”

কেহ বলে “কাম-দেব রতিতে মিলন ।”
 কেহ কহে “সীতারাম এই দরশন ॥”
 যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া ।
 হাসিয়া হাসিয়া পড়ে চলিয়া চলিয়া ॥
 একে নবতরুণী নাগরী বিভাঘর ।
 আনন্দে ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর ॥
 এইমত আনন্দে সমস্ত দিন গেল ।
 প্রদোষ-সময় আসি উপসন্ন হৈল ॥
 বর-কন্যা সাজাইতে কহিলা পণ্ডিত ।
 শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় প্রীত ॥
 নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণুমণ্ডপ-উপরে ।
 গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে ॥
 সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ-মোহন ।
 তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥
 সহজেই প্রেমমত্ত ঘূর্ণিত-লোচন ।
 তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঙ্গুন ॥
 উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন-তিলকে ।
 সে মুখের শোভা বিধুমণ্ডল-ঝলকে ॥
 পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘনসার ।
 মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
 শুল্কবস্ত্র পরিধান শুভ-উপবীত ।
 বিচিত্র-বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত ॥
 মস্তকে মুকুট আর শ্রবণে-কুণ্ডল ।
 সর্বদাঙ্গে স্বর্ণ-ভূষা করে ঝলমল ॥
 শিল্পি-পণ্ডিতা সে নারী বসিয়া নির্জজনে
 বস্ত্রধার অঙ্গবেশ করে একমনে ॥
 করে চিরুণী ধরি কেশসংস্কার করি ।
 বন্ধন করিলা কত চাক্রেতে কবরী ॥

রজন পাটের থোপা, দুই দিগে কর্ণ-বাঁপা,
পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি ।

ললাটের ক্ষুদ্রালকে, এক এক করি তা'কে,
বেণী বনাইল মনোহারী ॥

বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
কুকুম মাজিল পুনঃ তায় ।

অলকা তিলক করে, নয়নে অঞ্জন পরে,
সাজাইয়া দীর্ঘরেখায় ॥

কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিলা সারি সারি,
চিবুকেতে চন্দন রচিল ।

নাসায় তিলক দিয়া, রহে তাহা নিরখিয়া,
তার পরে ভূষা পরাইল ॥

নাসাগ্রেতে স্থূলমুক্তা, স্তবর্ণের গুলযুক্তা,
দোলে কিবা অধর শিখরে ।

তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ-কণ,
স্থূল রূপে বিশ্বের উপরে ॥

স্তবর্ণের কণ্ঠি হয়, কণ্ঠ-বক্ষ-পরিচয়.
আর দিলা স্তবর্ণ-পদক ।

সে অতি বিচিত্র সাজে, ধরিল বক্ষের মাঝে,
শোভে যেন অনঙ্গ-ফলক ॥

কর্ণে দিলা টাঁপা সোণা. সে যেন বিজুরি-কোণা.
নম্র রহে অংশের উপরে ।

রহিলা একত্র স্থিতি, স্তব-চঞ্চল-মতি,
অংশ পরশিতে সাধ করে ॥

স্তবর্ণ-বলয়া ভুজে, করে নব-সঙ্গ-সাজে,
তার কোনে কনক-কঙ্কণ ।

সোণার-নপূর পদে, পরাইল বহু সাধে,
যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ ॥

শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বূল দিয়া,
গলে দিলা গন্ধ পুষ্প মাল ।

চন্দন-চর্চিত করি, তাহে গন্ধ দিবা ধরি,
ঘন সার করিয়া মিসাল ॥

আত্মবন্ধু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে ।
 সকলে বলেন বর-ভ্রমণ করিতে ॥
 পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার ।
 সকলের স্বভিষ্কৃতি কর্তব্য আমার ॥
 শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে ।
 যার যত আয়োজন একত্র করিতে ॥
 আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে ।
 দিব্য-চতুর্দোলোপরি বসান প্রভুরে ॥
 বাস্তবকার সকলে বাজায় একতানে ।
 কত শত শত বাস্তব উঠিল গগণে ॥
 নর্তক গায়ন গায় সুযন্ত্রিত তানে ।
 দিব্য-বস্ত্র-ভূষা-পরি প্রভু বিদ্যামানে ॥
 দোলায় চলিলা নিত্যানন্দ-নগরেতে ।
 আনন্দ-মঙ্গল-ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে ॥
 সারি সারি দোয়ারে নগর-নারীগণ ।
 শিশু-কোলে করি ধেয়া যায় কতজন ॥
 পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায় ।
 আনন্দে উন্মত্ত কত শত গীত গায় ॥
 এইমতে নগর-ভ্রমিয়া-নিত্যানন্দ ।
 পণ্ডিতের দুয়ারে উদয়-পূর্ণচন্দ্র ॥
 পণ্ডিত আসিয়া নিল করেতে ধরিয়া ।
 ধূপ, দাঁপ, গন্ধ, পুষ্প, মালা পদে দিয়া
 জল-ধারা দিয়া লৈলা বিবাহ-স্থানেরে ।
 স্ত্রীগণ মেলিয়া সব হুলাহুলি করে ॥
 নিত্যানন্দ দাঁড়াইলা পিড়ার উপরে ।
 অঙ্গের ছটায় দিক্ ঝল মল করে ॥
 বিপ্রগণ দাঁপমালা ধরি সব করে ।
 নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে ॥
 স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে-বস্ত্র দিয়া ।
 পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে চলিয়া ॥
 কণ্ঠা আনিলেন দিব্য-সিংহাসনোপরি ।
 ফিরিলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি ॥

পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন কৈল।
 স্বাভাবিক-প্রেম দৌহার উদয় হৈলা ॥
 চিরদিন বিয়োগে দেখিয়া প্রাণনাথে ।
 অভিমাণে বসুধা রহিলা ছোট-মাথে ॥
 পুনঃ তাঁরে লইলেন গৃহের ভিতরে ।
 ব্রাহ্মণ সকল বিধিমন ক্রিয়া করে ॥
 বহুবিধ তৈজসাদি বস্ত্র অভরণ ।
 সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ ॥
 পুনঃ কন্যা আনিয়া করিল সম্প্রদান ।
 পূর্ববাপর আছে যেন বেদের বিধান ॥
 বর-কন্যা লইলেন গৃহের ভিতরে ।
 দিবা-শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে ॥
 বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিলা ঘরে ।
 রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিলা বাসরে ॥
 এমন আনন্দ-রাত্রি প্রভাত হইলা ।
 স্নান করি প্রভু কুশণ্ডিকাতে বসিলা ॥
 বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কৰ্ম্ম সব কৈল ।
 তারপর শত শত ব্রাহ্মণ-ভূঞ্জিল ॥
 এইমত আনন্দে কতক দিন যায় ।
 একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ-রায় ॥
 কৃষ্ণের-প্রসাদ-অন্ন করেন ভোজন ।
 বারে বার শ্রীজাহ্নবা দিছেন বাঞ্ছন ।
 সূর্য্যদাসের কন্যা হন বসু-কনিষ্ঠা ।
 বাল্যকালাবধি নিত্যানন্দে তার নিষ্ঠা ॥
 পারসিতে মন্ত্রকের বসন খসিলা ।
 আর দুই ভুজে বাস-সংভ্রম করিলা ।
 ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষণিয়া ।
 বসাইল বসুধারে দক্ষিণে আনিয়া ॥
 সূর্য্যদাস পণ্ডিতে কহিল এই কথা ।
 জোতুকে লইলাম কনিষ্ঠা এ দুহিতা ॥
 শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি কৈলা স্বাকার ।
 তোমারে কিবা অদের আছেয়ে আমার ॥

জাতি প্রাণ ধন গৃহ পরিজন মোর ।
 এক কালে সমর্পণ কৈলা পায়ে তোর ॥
 এতেক কহি পিণ্ডিত উদ্ধবাহ করি ।
 প্রেমে-পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি ॥
 হে কৃষ্ণ ! যাদুর্ব হেন করিবে কখন ।
 নিত্যানন্দে রহু মোর কায়-বাক্য-মন ॥
 এই সব কহিলেন স্বগণ আনিয়া ।
 ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া ॥
 তোমার সম্বন্ধে মোরা হলাম কৃতার্থ ।
 প্রভু আজ্ঞা লজ্জিবারে কাহার সামর্থ ॥ •
 সবে কহে পিণ্ডিতেরে ঘোড়হস্ত হৈয়া ।
 কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া ॥
 এইমত অঙ্গিকাতে নিত্যানন্দ-রায় ।
 প্রেমানন্দ-সিঙ্ধু-মাঝে লোকেরে ভাসায় ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দপ্রভুধ্বংসবিবাহ
 নাম দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

বীরচন্দ্র প্রভুর জন্ম ও নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাব ।



এয়োদশ অধ্যায়

হেনমতে অশ্বিকাতে নিত্যানন্দ-রায় ।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে ।
সিদ্ধু মাঝে চন্দ্র, যেন না জানিল মীনে ।
মন হৈল খড়দহে করিব শ্রীপাট ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট ॥
এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ-গ্রাম ।
প্রকট করিল তাহা আত্ম-লীলা-ধান ॥
গৃহাশ্রমীধর্ম প্রভু সকলি করিল ।
“শ্যামসুন্দর বিগ্রহ” সেবা প্রকাশিল ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দৌহে চরণ সেবয়ে ।
কারে কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে
দুই-প্রিয়াসঙ্গে নানারস বিলাসিয়া ।
দুই-প্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ॥
দুই-প্রিয়ার আনন্দের নাহিক ওর ।
নিত্যানন্দ-হেন-স্বামী পেয়ে প্রেমেভোর
চৈতন্যচরণে দৌহে প্রার্থনা করয় ।
জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয় ॥
শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পায় ।
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥
শরৎ-কৃষ্ণা-নবমী বোধন দিবসে ।
ঈশ্বরবিভাবে লোক আনন্দেতে ভাসে ।
তিন-লোকে জয় জয় হরিশ্রবণ হৈল ।
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥

ধন্য ধন্য বসু-লক্ষ্মী বলে সর্বজন ।
 পুত্র প্রসবিলা যেমন চন্দ্র-বদন ॥
 পঞ্চদশ-মাস তেজো-রূপী যে রহিলা ।
 মার্গশীষ-শুক্র-চতুর্থীতে প্রসবিলা ॥
 বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ-গৌর-অবতার ।
 যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার ॥
 ভুবন-মোহন বাল্য-রূপে করে লীলা ।
 দিন দিন বাড়ি যেন সুধাংশুর-কলা ॥
 একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে ।
 হেনকালে *‘অভিরাম’ আইলা সঙ্করে ॥
 দাদা-রে-বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল ।
 প্রাঙ্গনে আসিয়া পুনঃ অনেক হাসিল ॥
 নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল-তার-গলে ।
 মধুর মধুর করি ‘অভিরাম’ বলে ॥
 “শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান ।
 আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম ॥”
 নিত্যানন্দ কহে “তুমি সকলি জান’ সে ।
 আমি ত না জানি কোথাকারে আইল কে ॥”
 এইমত ঠারে ঠারে কহেন দুজনা ।
 গলে গলে ধরি করে প্রেমের-কান্দনা ॥
 অভিরাম আইলা, শুনিয়া বসু-দেবী ।
 কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি ॥
 শুনিতোছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হইয়া ।
 আসিতেছে কত স্থানে বিদার করিয়া ॥
 বীরচন্দ্র শুইয়াছে খট্টার উপরি ।
 দিব্য-সুরঙ্গ বস্ত্র-খণ্ড বক্ষেতে ধরি ॥

*“হুগলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল থানার অধীন কৃষ্ণনগর গ্রামে
 “শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল” অতি গূঢ়তম লীলাদি প্রকাশ করিয়া
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সয়ং স্রুপ শ্রীশ্রী গোপীনাথজীউ স্থাপন পূর্বক
 তথাকার অধিবাসী হইয়া ছিলেন ।

এই কলিযুগে “শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল” জন্মপরিগ্রহ না করিয়া
 সেই দ্বাপরযুগের সপ্তহস্ত পরিমিত দেহতেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোড়

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা ॥
 প্রদোষে কমল-কোষে ডুবিছে ভ্রমরা ॥
 কঙ্কল উজ্জ্বল রেখা শ্রবণের কাছে ।
 গোময়-অঞ্জন-কোঁটা ললাটের মাঝে ॥
 হুচারু চিকুরে সন্মুখেই, কুটী সাজে ।
 যেবা নিরখে, তার জাগয়ে হিয়া-মাঝে ॥
 হেনকালে অভিরাম তথায় আসিয়া ।
 অনিমেষে রহে, শিশুরূপ নিরখিয়া ॥
 নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন ।
 সর্ববস্তু জুড়াইল করি দরশন ॥
 প্রভু শুইয়াছে নিজ খট্টার উপরে ।
 অরুণ-কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
 উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল ।
 মহাভুজ দীর্ঘকায় বন্ধ সুবিশাল ॥
 কর-পদতলে যেন মাড়িল হিঙ্গুলে ।
 মহাপুরুষের আকৃতি তার উপরে ॥
 দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম ।
 চরণের-তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥
 উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ ।
 বার বার তিন বার কৈলা এইমত ॥
 যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয় ।
 চরণ-চারণ-করি শিশুপ্রায় হয় ॥
 প্রদক্ষিণ করি পুনঃ দণ্ডবৎ করি ।
 প্রেমানন্দে ভাসিয়া বলেন হরি হরি ॥

দেশে বিহরণ করত শ্রীশ্রীগৌরাজমহাপ্রভুর মনোবৃত্তি সাধনের বিশেষ
 পোষকতা করেন । শ্রীদামের আবির্ভাব অভাবে শ্রীশচীনন্দন “শ্রীকৃষ্ণ
 অচৈতন্য” নাম ধরেন; শ্রীদাম ‘অভিরাম’ নামে আবির্ভূত হইলে
 পর শ্রীগৌরাজ “শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নাম ধরিয়া জীবগণকে চেতনা
 দেন । শ্রীগৌরাজই যে শ্রীকৃষ্ণ, এ বিষয়ের দৃঢ়তম প্রমাণ জন্যই
 শ্রীদাম দ্বাপর যুগের দেহতেই গোড়মণ্ডলে আইসেন । শ্রীগৌরাজ
 মহাপ্রভুর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীদাম গোড়মণ্ডলে আসিবার
 কালে জন্ম গ্রহণ প্রবাদ সীকার করিলেন না ।

শিমা বেণু বাজাইয়া বাহির আইলা ।
 নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা ॥
 ময়ূর-পুচ্ছের-চুড়া, গুঞ্জ-পুষ্প-মালা ।
 মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড় বালা ॥
 কটিতে কিঙ্কিণী ধড়া চরণে নূপুর ।
 কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥
 বৃষভানু-নৃপতির নন্দন-শ্রীদাম ।
 সেই সিদ্ধ-গোপমাত্র নাম অভিরাম ॥
 একরাত্র রহিয়া গেলেন অশ্রু-স্থানে ।
 উৎকণ্ঠা-আনন্দে ফেরে নাহি বিশ্রামে ॥
 বাল্যলীলাচ্ছলে প্রভু আত্ম-প্রকাশিয়া ।
 বিহরয়ে নিত্যানন্দচন্দ্রে সুখ দিয়া ॥
 অদ্বৈত-প্রভু শাস্তিপূর হৈতে আইলা ।
 দেখি আনন্দিত হৈয়া সাবধানে কৈলা ॥
 “চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে ।
 এ চোর ধরিব মোরা কেমন প্রকারে ॥”
 সহজে অদ্বৈত প্রভু তর্জ্জায় সমর্থ ।
 তাঁর কৃপা যারে, সেই জানে সব অর্থ ॥
 প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেলা পুরে ।
 আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেলা ঘরে ॥
 এইমত বীরচন্দ্র বাল্য-লীলাবেশে ।
 মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে ॥
 কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী ।
 যার যাহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি ॥

দ্বাপরযুগে যিনি কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, তিনিই কলিতে ‘অভিরাম’ নামে
 খ্যাত । ইনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রধান সখা, দ্বাদশগোপালের প্রধান ও
 প্রথম গোপাল, সখ্যপ্রেমরাশিভাব মাধুর্য্যের পূর্ণাবতার । ত্রেতাযুগে
 ইনি দশরথাত্মজ ‘ভরত’ ।

শ্রীশ্রীঅভিরামগোপাল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্তান কয়টা বিনয়
 করিয়া দ্বিতীয় শ্রীগৌরাজ “শ্রীশ্রীবীরচন্দ্রের” প্রকাশ করেন ।”

শ্রীশ্রীঅভিরামলোলামৃত গ্রন্থ ॥

চরণে মগরা-খাড়ু বাঘনথ গলে ।।
 বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিসালে ॥
 বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ ।
 আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র রূহে বেদ ॥
 সর্ব-অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য-গৌসাই ।
 তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ-ভাই ॥
 চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভুর সদা বিলাপ ।
 কদাচিত বাহু হৈলে চৈতন্য-আলাপ ॥
 কায়মনোবাক্যে সদা চৈতন্য-ধেয়ায় ।
 উচ্চৈঃস্বর করিয়া চৈতন্য-গুণ-গায় ॥
 নিরন্তর খড়দহে অভ্যস্তরে স্থিতি ।
 শ্যামসুন্দরেও কভু দেখে 'গৌর-মূর্ত্তি' ॥
 কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব ।
 মন্দির প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ॥
 পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইলা ।
 বসু-জাহ্নবীরে লৈয়া গমন করিলা ॥
 তথা হৈতে একটাকা করিলা গমন ।
 বঙ্কিম-দেবেরে গিয়া করে দরশন ॥
 কতদিন বঙ্কিম-দেবেরে দেখি তথা ।
 বঙ্কিম-দেবে অন্তর্দ্বান হইল সেথা ॥
 প্রভু-দরশনাভাবে বৈষ্ণব আকুল ।
 এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল ॥
 প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অশ্রুগণা ।
 বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা ॥
 কি করিব কোথা যাব বচন না স্ফুরে ।
 অপ্রকট হৈলা প্রভু ছাড়িয়া আমারে ॥
 অনাগের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া ।
 আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,

হরি হরি বলি উচ্চস্বরে ।

কিবা মোর ধন জন,

কিবা মোর জীবন,

প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥

মাথায় দিয়া কাত, বৃকে মারে নির্ধাত,
 হরি হরি নিত্যানন্দ রায় ।
 অনায়াসে চলি গেলা, আমা সবা না বলিলা,
 কাঁদে ভক্ত ধুলায় ধুসর ॥
 শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব
 দেখিতে আইসে সব ধাত্রা ।
 না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা দুঃখ,
 কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥
 নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত
 বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার ।
 কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
 নিতাইরে না দেখিমু আর ॥
 পতিতপাবন-নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু ।
 তাঁহার চরণ বিনু না সেবিহ কভু ॥
 অতিশয় মূর্থ-জন না জানে মহিমা ।
 বলে অন্য বোল সেই পাপিষ্ঠের সীমা ॥
 জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয়তম ।
 ত্রিজগতে আর কেহ নাহি তোমা' সম ॥
 আনন্দকন্দ মহাপ্রভু প্রেমভক্তিদাতা ।
 যে সেবয়ে সে-ই ভক্তি পায়ে ত সর্বথা ॥
 সকল জীবের প্রভু ! করিলা প্রসাদ ।
 ক্ষেমিলা সকল মহা মহা অপরাধ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ-নাম ।
 পৃথিবীর ভাগ্য অবতারি অনুপাম ॥
 আর কি কহিব কথা ভাগ্যের অবধি ।
 শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ মহা-গুণনিধি ॥
 অভিমান ছরন্তু তথি, না পাই কৃষ্ণে রতি ।
 ইহা জানি নিত্যানন্দে করহ ভক্তি ॥
 যাহার প্রসাদে পামর পাইল নিস্তার ।
 হেন প্রভু-নাম হার হউক গলার ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমময় (রূপ) ধাম ।
 স্বভাবে পরম শুদ্ধ নিত্যানন্দ-নাম ॥

জগত-তারণ-হেতু যাঁর অবতার ।
 যে জন না ভজে সে-ই পাপের আকর ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ এক-দেহ ।
 ইহাতে নিশ্চয় করি কর' এক লেহ ॥
 পরানন্দময় দুহুঁ মুরতি রসাল ।
 নিতাইচৈতন্যপ্রভু শ্রীরাম-গোপাল ॥
 ইহাতে করয়ে ভিন্ন অতি বুদ্ধিহীন ।
 আর না দেখিয়ে তার বিষ্ণুভক্তিচিন ॥
 জয় জয় শচীসুত আনন্দবিহার ।
 পতিতপাবন নাম বিদিত যাঁহার ॥
 নিজ নাম দিয়া জীব নিস্তার করিলা ।
 হেন দয়াময় প্রভু ভজিতে নারিলা ॥
 কায়-বাক্য-মনে মোর প্রভুর শরণ ।
 মোর সম পতিত নাহিক ত্রিভুবন ॥
 জয় জয় গৌরচন্দ্র ভুবনসুন্দর ।
 প্রকাশহ পদ মোর হৃদয়-ভিতর ॥
 যত যত বিহার করিলা গোড়দেশে ।
 সকল প্রকাশ মোর হউক বিশেষে ॥
 জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত ত্রিভুবননাথ ।
 চরণে শরণ মোর হউক একান্ত ॥
 আর অবতারে কহি নানাবিধ ধর্ম্ম ।
 কেবল কহিল এবে প্রেমভক্তিধর্ম্ম ॥
 ইহাতে যাহার মাতি নহিল আনন্দ ।
 তাহারেই জানিহ পাপিষ্ঠ মহা-অন্ধ ॥
 সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
 ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
 সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে ।
 যে ডুবিব সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে ॥
 আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
 এ বড় ভরসা চিতে ধরি নিরন্তর ॥
 কেহ বলে “প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম ।”
 কেহ বলে “চৈতন্যের মহাপ্রিয় ধাম ॥”

বেহ বলে “মহা-তেজীয়ান অধিকারী ।
 কেহ বলে “কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥”
 কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত-জ্ঞানী ।
 যার যেন মত-ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥
 যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
 সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন ।
 তোমার চরণ মোর হউক শরণ ॥
 তোমার হইয়া যেন গৌর-গুণ-গাই ।
 জন্মে জন্মে যেন তোমা’ সংহতি বেড়াই ॥
 এই মোর কাম্য যেন দেখা পাই তান ।
 যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেম-ধন ॥
 আনে কহে ভক্ত সব তোমা পরতন্ত্র ।
 যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র ॥
 এইমত ঈশ্বর-লালার নাহিক বিচ্ছেদ ।
 আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বীরচন্দ্রপ্রভুরজন্ম
 নিত্যানন্দপ্রভুর তিরোভাব নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥

অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিতং
 শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণম্

পারিশিষ্ট

নিত্যানন্দপ্রভুর-পারিষদগণ বর্ণন

ভজ ভজ ভাই ! হেন প্রভু-নিত্যানন্দ ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ॥
কার কোনো কস্ম্য নাহি সংকীৰ্ত্তন-বিনে
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার ।
তাড় খাড়ু গায়ে, পা'য়ে নূপুর সবার ॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব ।
অশ্রু, কম্প, পুলক—যতেক অনুরাগ ॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন-মদন ।
নিরবধি সবেই করেন সংকীৰ্ত্তন ॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ ।
নিরবধি কোতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা ।
শতবৎসরেও কহি বারে নাহি সীমা ॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁর যাঁর ।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার ।
সবে নন্দগোষ্ঠী-গোপ-গোপী-অবতার ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া ।
পূৰ্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥
পরম পার্শদ—রামদাস মহাশয় ।
নিরবধি ঈশ্বর-ভাবে সে কথা কয়' ॥

যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে
 নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে ॥
 সবার অধিক ভাব-গ্রস্ত রামদাস ।
 যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥
 প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত ।
 যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥
 রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি ।
 যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥
 প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস ।
 যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব-পাপ-নাশ ॥
 প্রেমরস-সমুদ্র—সুন্দরানন্দ-নাম ।
 নিত্যানন্দস্বরূপের পার্শ্বদপ্রধান ॥
 পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম ।
 যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥
 গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্ ।
 কায়-মন-বাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥
 বড়গাছি নিবাসী স্মৃতি কৃষ্ণদাস ।
 যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের-বিলাস ॥
 পুরন্দরপণ্ডিত—পরম শান্ত দাস্ত ।
 নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥
 নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস ।
 যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
 ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ ।
 যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বলক্ষণ ॥
 প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস ।
 যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥
 যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময় ।
 নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥
 জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম
 সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥
 পণ্ডিতপুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম ।
 নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভূত্য মর্ষ ॥

পূর্বের যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ।
 যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥
 রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস ।
 নিত্যানন্দপারিষদে যাঁহা বিলাস ॥
 প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে ।
 গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥
 সদাশিবকবিরাজ—মহাভাগ্যবান্ ।
 যাঁর পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম ॥
 বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে ।
 নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥
 উদ্ধারণদত্ত—মহাবৈষ্ণব উদার ।
 নিত্যানন্দসেবায় যাঁহার অধিকার ॥
 মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহাস্ত ।
 পরমানন্দ-উপাধায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥
 চতুর্ভূজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস ।
 পূর্বের যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥
 আচার্য্যবৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার ।
 পূর্বের রঘুনাথপুরী নাম গ্যাতি যাঁর ॥
 প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয় ।
 পূর্বের যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥
 কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি ।
 মহাস্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥
 গায়েন মাধবানন্দঘোষ মহাশয় ।
 বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেমরসময় ॥
 মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার ।
 যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥
 নিত্যানন্দপ্রিয়—মনোহর নারায়ণ ।
 কৃষ্ণদাসদেবানন্দ—এই চারিজন ॥
 যত ভূত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে ।
 শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥
 সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ ।
 নিত্যানন্দপ্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম ॥

শ্রীচৈতন্যরসে সবে পরম উদ্দাম ।
 সবার চৈতন্য নিত্যানন্দ—ধন প্রাণ ॥
 কিছুমাত্র আমি লিখিলাম জানি যারে ।
 সকল বিক্ষিপ্ত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে ॥
 সর্বশেষ ভূত তান—বৃন্দাবনদাস ।
 অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥
 অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে ধীর ধ্বনি ।
 “চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী ॥”
 সে সবার বিধিমতে মন্ত্র যন্ত্র লয়ে ।
 নিত্যানন্দ সহ ভজ গৌর কৃপাময়ে ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে আশ ।
 ভক্ত-কৃত্য কহে বৃন্দাবনচন্দ্র দাস ॥

“অপ্রেক্ষৈকগতিঃ নিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভুঃ ।
 যদিচ্ছয়া পামরোহপি উদ্ভমশ্লোকমায়তেঃ ।

মন নিত্যানন্দ বলি ডাক ।

এমন দয়াল প্রভু, আর না পাইবে কভু,
 হৃদয় কমলে করি রাখ ॥
 কিবা সে মধুর লীলা, নটন কীর্ত্তন কলা,
 অতাব গম্ভীর অবতার ।
 আপনার গুপ্ত ধনে, আনি মর্ত্তে করি দানে,
 ত্রাণ কৈল এ তিন সংসার ॥
 পরশ মণির গুণে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
 লৌহ পরশিলে হেম করে ।
 নিতাই চৈতন্য গুণে, গান করে কত জনে,
 রতন হইল ঘরে ঘরে ॥
 আমোদে বলিয়া হরি, নাম সঙ্কীৰ্ত্তন করি,
 প্রেমাবেশে পড়ে লোটাইয়া ।
 কহে বৃন্দাবন দাস, এমতে করিলা আশ,
 বঞ্চিত রহিলু অভাগিয়া ॥

গুরুদেব ! এই প্রার্থনা করি সদাই ।

যেন অন্তে মিলে হরিরে গৌরনিতাই ॥

